



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2017

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ হয়ে, জ্ঞানকে ধারণ করে, তারপর যুক্তিযুক্ত সেবা করতে হবে। অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয় কিন্তু বিশুদ্ধ গর্ববোধ থাকতে হবে।”

প্রশ্ন:- কেবল কোন্ বিষয়ের জন্য বাবাকে এত উঁচু জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন হয়?

উত্তর:- গীতার রচয়িতা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা - এইটা প্রমাণ করার জন্য বাবা তোমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দেন। সবথেকে বড় ভুল হল গীতাতে পতিত-পাবন বাবার জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে - এটাই প্রমাণ করতে হবে। এরজন্য বিভিন্ন যুক্তি রচনা করতে হবে। বাবার মহিমা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলাদা আলাদা করে বলতে হবে।

গীত:- মরনা তেরী গলি মঁ... (তোমার পথেই আমার মরণ)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। বলা হয় - তোমার দুয়ারে এসেছি জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার জন্য। কার দুয়ারে? এক্ষেত্রেও এটাই স্পষ্ট হয় যে, যদি কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলা হয় তাহলে এইসব কথার কোনো অর্থই হয় না। সে তো সত্যযুগের রাজকুমার ছিল। গীতা কৃষ্ণ শোনায়নি, পরমপিতা পরমাত্মা শুনিয়েছেন। সবকিছু এই বিষয়ের ওপরেই আধারিত। এই একটা কথা বুঝে গেলেই ভারতের অন্য সকল শাস্ত্র মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী, এইগুলোতে বিভিন্ন ক্রিয়াদি, তীর্থযাত্রা, জপ-তপ ইত্যাদি সম্মিলিত লেখা রয়েছে। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক পরিশ্রম করে এসেছ, কিন্তু সেসবের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কেবল এই একটা কথা প্রমাণ করার জন্য বাবাকে কত জ্ঞান দিতে হয়। প্রাচীন জ্ঞান, যেটা স্বয়ং ভগবান দিয়েছেন - সেটাই হল জ্ঞান। গীতাতে সমস্ত কথা আছে। পরমপিতা পরমাত্মা এসেই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান শিখিয়েছিলেন যেটা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ মনে করে, কৃষ্ণ পুনরায় এসে গীতা শোনাবে। কিন্তু তোমাদেরকে এখন ভালো করে প্রমাণ করতে হবে - পরমপিতা পরমাত্মা, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই গীতা শুনিয়েছেন। কৃষ্ণের মহিমা এবং পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা পৃথক। কৃষ্ণ হল সত্যযুগের রাজকুমার যে সহজ রাজযোগের দ্বারা রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিল। এই পাঠ পড়ার সময়ে নাম-রূপ আলাদা ছিল এবং যখন রাজত্ব পেয়েছিল তখন আলাদা হয়েছিল। আগে পতিত ছিল, তারপর পবিত্র হয়েছে। এইসব বিষয় প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণকে কখনো পতিত-পাবন বলা যাবে না। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা-ই এখন কালো বা শ্যাম হয়ে গেছে। এখন পুনরায় পতিত-পাবনের কাছ থেকে রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতের পবিত্র দুনিয়ার রাজকুমার হচ্ছে। এইসব প্রমাণ করে বোঝানোর জন্য যুক্তি প্রয়োজন। ফরেনার্সদেরকে (বিদেশিদেরকে) এটা প্রমাণ করে বোঝাতে হবে। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল নম্বর ওয়ান, সকল শাস্ত্রের শিরোমণি অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের জননী। কিন্তু এই মাতাকে জন্ম কে দিয়েছেন? বাবা-ই এই মাতাকে দত্তক নেন। কিন্তু এইরকম বলা যাবে না যে খ্রীশ্চিয়ান বাইবেলকে দত্তক নিয়েছিল। খ্রীশ্চিয়ান যেসব শিক্ষা দিয়েছিল সেইগুলোকে সংকলিত করে বাইবেল বানিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। কিন্তু গীতার জ্ঞান কে দিয়েছিলেন যেটাকে বই বানিয়ে পাঠ করা হয়? এটা কেউই জানে না। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের জ্ঞানদাতাকে জানে। এই সহজ রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন সেটা প্রমাণ করতে হবে। দুনিয়া তো দিনে দিনে

আরও তমোপ্রধান হচ্ছে। কেবল স্বচ্ছ বুদ্ধিতেই এইসব চিন্তন আসবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, তার ধারণাও হবে না। শ্রীমৎ বলে, তুমি একদম বোঝাতে পার না। বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন। মুখ্য বিষয় হল গীতার ভগবান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। মানুষ তো তাঁকে সর্বব্যাপী কিংবা ব্রহ্মতত্ত্ব বলে দেয়। কিছু না বুঝে যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। কৃষ্ণকে গীতার রচয়িতা বলে দেওয়ার জন্য গীতা থেকেই সমস্ত ভুলের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বোঝানোর জন্য যুক্তি বার করতে হবে। গুপ্তাজীকেও বলা হত বেনারসে গিয়ে প্রমাণ করে বোঝাও যে শ্রীকৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। আজকাল দিল্লিতে সম্মেলন হয়। সকল ধর্মের মানুষদেরকে ডেকে শান্তি স্থাপনের উপায় খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি স্থাপন করা তো এদের হাতে নেই। মানুষ বলে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তাহলে এই পতিত মানুষরা কি করে শান্তি স্থাপন করবে? ওরা তো নিজেরাই তাঁকে ডাকে। কিন্তু তাঁকে জানে না। কেবল বলে দেয় – রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। কিন্তু তিনি তো তানন। ভুলভাল আহ্বান করে, কিছুই জানে না। তাহলে এটা ওদেরকে গিয়ে কে বলবে? খুব ভাল বাচ্চা চাই। এমন অনেকেই আছে যারা নিজেকে খুব জ্ঞানী ভাবে। কিন্তু আসলে তারা কিছুই নয়। যেমন একটা ইঁদুর এক টুকরো হলুদ পেয়ে নিজেকে অনেক বড় মুদি ভেবেছিল। বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। খুব ভাল যুক্তির প্রয়োজন যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে গীতার রচয়িতা হলেন ভগবান। ওরা বলে, সকলেই তো ভগবান। কিন্তু বাবা বলেন, কৃষ্ণের আত্মা অর্থাৎ যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছে, তাকে দত্তক নিয়ে ব্রহ্মা বানিয়ে, তার দ্বারা আমি গীতার জ্ঞান দিই – এটাই হল ভগবানুবাচ। তারপর সেই ব্রহ্মা এই সহজ রাজযোগের দ্বারা সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার হয়ে যায়। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এইরকম বোধশক্তি নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে এখনো এই বিশুদ্ধ গর্ববোধ যথার্থভাবে আসেনি। এত প্রদর্শনী করা হয় কিন্তু এটা এখনো প্রমাণ করা হয়নি। আগে এই ভুলটাকে সংশোধন করে বোঝাতে হবে যে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল সকল শাস্ত্রের মাতা-পিতা। এটা কে রচনা করেছিলেন? যেমন যীশুখ্রিস্ট বাইবেলের জন্ম দিয়েছিল। ওটা হল খ্রিস্টানদের ধর্মশাস্ত্র। তাহলে বাইবেলের বাবা কে? যীশুখ্রিস্ট। কিন্তু তাকে মাতা-পিতা বলা যাবে না। ওই ক্ষেত্রে তো মাতার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে মাতা-পিতা রয়েছেন। খ্রিস্টানরা কৃষ্ণের ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে। ওরা যীশুখ্রিস্টকে মানে। তাহলে গীতা কে শুনিয়েছিলেন? সেটা থেকে কোন ধর্ম স্থাপন হয়েছিল? এটা কেউই জানে না। কখনোই বলে না যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেছেন। গোলার চিত্র (সৃষ্টিচক্র) থেকে বুঝতে পারবে যে বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা-ই জ্ঞান দেন। রাধা-কৃষ্ণ তো সত্যযুগে থাকবে। ওরা তো নিশ্চয়ই নিজেরা নিজেদেরকে জ্ঞান দেয়নি। জ্ঞান দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন। রাজত্ব প্রাপ্ত করার এই জ্ঞান কে দিয়েছেন? নিজে থেকে তো ভাগ্য তৈরি হয় না। বাবা কিংবা টিচারের দ্বারা ভাগ্য তৈরি হয়। গুরুর দ্বারা গতি হয়। কিন্তু এই গতি-সদগতির অর্থও কেউ বোঝেনা। যারা প্রবৃত্তি মার্গের, তাদেরই সদগতি হয়। গতি মানে সকলেই বাবার কাছে যায়। এইসব কথা কেউই বোঝেনা। ওরা তো ভক্তির বড় বড় দোকান খুলে বসে রয়েছে। একটাও সত্যিকারের জ্ঞানের দোকান নয়, সবগুলোই ভক্তির। বাবা বলেন, এই বেদ-শাস্ত্র সব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এইরকম জপ-তপ ইত্যাদি করলে আমাকে পাওয়া যায় না। আমি তো বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিয়ে পবিত্র বানাই। সমগ্র সৃষ্টির সদগতি করি। ভায়া গতিতে গিয়ে তারপর সদগতিতে আসতে হবে। সকলে তো সত্যযুগে আসবে না। এই নাটক তৈরি হয়ে রয়েছে। আগের কল্পে যেগুলো তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম, যেসব চিত্র বানানো হয়েছিল, সেগুলো এখন পুনরায় হচ্ছে। এই বড় ভুলটা প্রমাণিত হয়ে গেলে যুক্তির দ্বারা চিত্র বানাতে হবে। বলা হয়, তিনটি ধর্মের পায়ের ওপর এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। দেবী-দেবতা ধর্ম অর্থাৎ একটা পা ভেঙে গেছে। তাই সৃষ্টি

এখন নড়বড়ে । আগে এই একটা পায়ের ওপরেই সৃষ্টি দারুণ ভাবে ছিল। একটাই ধর্ম ছিল যাকে অদ্বৈত ধর্ম বলা হয়। তারপর একটা পায়ের পরিবর্তে তিনটে পা বেরিয়েছে যাদের মধ্যে কোনো শক্তি নেই। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। নাথ-কেই জানে না। তাই অনাথ হয়ে গেছে। বোঝানোর জন্য ভাল ভাল যুক্তি প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে মুখ্য বিষয় এটাই বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, পরমপিতা পরমাত্মা। যার জন্মস্থান হল ভারত। কৃষ্ণ হল সাকার আর তিনি হলেন নিরাকার। তাঁর মহিমা আলাদা। এমনভাবে যুক্তি করে কাটুন বানাতে হবে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে পরমাত্মা গীতা জ্ঞান দিয়ে কৃষ্ণকে এইরকম বানিয়েছিলেন। বলা হয়, ব্রহ্মার দিন হল জ্ঞান এবং ব্রহ্মার রাত হল ভক্তি। এখন রাত্রি। সত্যযুগ কে স্থাপন করেন? ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? সৃষ্টিবতন-ই বা কোথা থেকে এল? পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দত্তক নেন। পরমপিতা পরমাত্মা-ই প্রথমে সৃষ্টি দুনিয়ার রচনা করেন। ওখানে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়। কিন্তু প্রজাপিতা ওখানে থাকে না। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? এইসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। কৃষ্ণের অন্তিম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা এঁনাকে তাঁর রথ বানিয়েছেন। এটা কারোর বুদ্ধিতেই নেই। এটা খুবই উঁচু ক্লাস। শিক্ষক বুঝতে পারে যে এই স্টুডেন্ট কেমন। তাহলে বাবা কি বুঝতে পারবেন না? এটা হল বেহদের বাবার বেহদের ক্লাস। এখানে সবকিছুই একেবারে অনন্য। শাস্ত্রে প্রলয় দেখানোর ফলে সবকিছু গুলিয়ে গেছে। তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনায়নি। সে তো গীতার জ্ঞান শুনে রাজস্বের পদ পেয়েছিল। তোমাদেরকে প্রমাণ করে বলতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব এবং এইগুলো হল তাঁর গুণাবলী। এই ভুলের জন্যই ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা মাতাদের ওপর জ্ঞানের কলস রেখেছেন। মাতারাই ‘স্বর্গের দ্বার’ খোলে। এইসব কথা নোট করে তারপর বোঝাতে হবে। ভক্তিমার্গ প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থীদের জন্য। এটা হল প্রবৃত্তি মার্গের সহজ রাজযোগ। আমরা প্রমাণ করে বোঝানোর জন্য এসেছি। বাচ্চাদেরকে যুক্তিযুক্ত ভাবে কাজ করতে হবে। বাচ্চাদেরকেই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। সর্বদা হাসি-খুশি, অটল, স্থিরভাবে এবং মস্তিতে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে এইরকম বাচ্চা অবশ্যই আসবে। ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী তারাই, যারা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করিয়ে দেয়। কুমারীদের মহিমা অধিকতর। তাদের মধ্যে মুখ্য হলেন মাম্মা। তিনি (শিব বাবা) হলেন জ্ঞানসূর্য, আর ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন গুপ্ত মাম্মা। এই রহস্যটা খুব কমজনেই বুঝতে পারে। ওই মাম্মার-ই মন্দির রয়েছে। এই গুপ্ত বুড়ো মাম্মার কোনো মন্দির নেই। মাতা-পিতা কন্সাইন্ড (একসাথে) রয়েছেন। কৃষ্ণ হল সত্যযুগের রাজকুমার। কৃষ্ণের মধ্যে ভগবান আসতে পারেন না। গীতার ভগবানের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি হলেন পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা এবং গাইড। অতএব, পরমাত্মার মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। একইরকম তো হতে পারে না। মুখ্য বিষয় হল গীতা কে শুনিয়েছেন? বেদ ইত্যাদি সকল শাস্ত্র হল গীতার সন্তান-সন্ততি। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানমার্গে এইরকম কিছু থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
 রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি কাজ খুব যুক্তির দ্বারা করতে হবে। হাসিখুশি, অটল, স্থির এবং জ্ঞানের মস্তিতে থেকে বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে।

২) জ্ঞানের নতুন-নতুন এবং অনন্য বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে হবে।

বরদান:- লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে ফার্স্ট নম্বর নেওয়ার যোগ্য তীর পুরুষার্থী হও।

তীর পুরুষার্থীর সামনে সর্বদা লক্ষ্য স্পষ্ট থাকে। সে কখনো এদিকে ওদিকে তাকায় না। যেসব আত্মারা ফার্স্ট নম্বরে আসার যোগ্য তারা ব্যর্থকে দেখেও দেখে না, ব্যর্থ কথা শুনেও শোনে না। সে সর্বদা লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে। যেমন ব্রহ্মাবাবা নিজেকে করণহাররূপে জেনে কর্ম করেছেন, কখনো করাবনহার মনে করেননি। তাই দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও সর্বদা হালকা থেকেছেন। এইরকম ফলো ফাদার করো।

স্লোগান:- যেসব কথা স্থিতিকে খারাপ করতে পারে সেটা শুনেও শুনো না।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-

১) আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদ :-

আত্মা এবং পরমাত্মা অনেককাল আলাদা থেকেছে। যখন দালালরূপে সদগুরুকে পেলাম, তখনই সুন্দর মেলা (মিলন) অনুষ্ঠিত হল... এটা বলার অর্থ হল আত্মা পরমাত্মার থেকে অনেককাল আলাদা রয়েছে। অনেককাল মানে অনেক সময় ধরে আত্মা এবং পরমাত্মা আলাদা থেকেছে। অতএব, এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মা এবং পরমাত্মা দুটো পৃথক সত্তা এবং এদের মধ্যে আন্তরিক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাঁকে যথার্থভাবে জানে না বলে তারা এই কথার অর্থ বলেছে – আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা। কিন্তু আত্মার ওপর মায়ার আস্তরণ থাকার জন্য সে তার নিজস্ব স্বরূপকে ভুলে গেছে। এই মায়ার আস্তরণ সরে গেলেই আত্মা এবং পরমাত্মা পুনরায় অভিন্ন হয়ে যাবে। অতএব ওরা এই মনোভাব থেকে আত্মা এবং পরমাত্মাকে আলাদা বলে। কেউ কেউ আবার বলে, আমি আত্মাই হলাম পরমাত্মা কিন্তু নিজেকেই ভুলে যাওয়ার জন্য দুঃখী হয়ে গেছি। যখন আত্মা আবার নিজেকে চিনতে পারবে তখন পুনরায় আত্মা এবং পরমাত্মা মিলিত হয়ে এক হয়ে যাবে। অতএব, ওরা এই মনোভাব থেকে আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক বলে। কিন্তু আমরা তো জানি যে আত্মা এবং পরমাত্মা হল দুটো পৃথক সত্তা। আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না কিংবা পরমাত্মার সাথে মিশে যেতেও পারে না এবং পরমাত্মার ওপর কোনো আস্তরণও পড়ে না।

২) “কর্ম বন্ধন ছিন্ন করলেই মনের শান্তি অর্থাৎ জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করা সম্ভব।”

বাস্তবে প্রত্যেক মানুষেরই এই চাহিদা থাকে যে আমার মানসিক শান্তি প্রাপ্ত হয়ে যাক। এরজন্য অনেক চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানসিক শান্তি প্রাপ্ত হয়নি। এর যথার্থ কারণ কি? তার আগে তো এটা চিন্তা করা আবশ্যিক যে, মানসিক অশান্তির মূল কারণ কি? মানসিক অশান্তির মূল কারণ হল কর্ম বন্ধনে ফঁসে যাওয়া। যতক্ষণ মানুষ এই পাঁচ বিকারের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত না

হবে ততক্ষণ অশান্তির থেকেও মুক্তি পাবে না। কর্ম বন্ধন কেটে গেলেই মানসিক শান্তি বা জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই চিন্তন করতে হবে যে এই কর্ম বন্ধন কিভাবে ছিন্ন হবে? এবং কার পক্ষে এটা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এটা তো আমরা জানি যে কোনো মনুষ্য আত্মা অপর কোনো মনুষ্য আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না। কেবল পরমাত্মা-ই এই কর্ম বন্ধনের হিসাব মেটাতে পারেন। তিনি এসেই এই জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাই জন্যই পরমাত্মাকে সুখদাতা বলা হয়। যখন বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এসে যাবে যে আমি হলাম আত্মা, আমি আসলে কার সন্তান এবং আমার প্রকৃত গুণ কি কি, কেবল তখনই কর্ম বন্ধন ছিন্ন হবে। এই জ্ঞান আমরা পরমাত্মার কাছ থেকেই প্রাপ্ত করি। তাই পরমাত্মার দ্বারাই কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিকারগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ঝেড়ে ফেলার পরেও স্মরণের যোগ-এর পুরুষার্থ করাও অতি আবশ্যিক। যেহেতু কেবলমাত্র এই স্মরণের যোগের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়।

প্রশ্ন :- বাবার হৃদয়-আসনে বসার বা রুদ্র-মালার দানা হয়ে সেই মালাতে স্থান পাওয়ার বিধি কি?

উত্তর :- বাবার মতন দুঃখ-হর্তা সুখ-কর্তা হও। সবাইকে এই জ্ঞান-গঙ্গার জল ছিটিয়ে শীতল বানাবার সেবা করো। কাউকেই কোনও প্রকারের দুঃখ দেওয়ার ভাবনা ত্যাগ করো। কোনও বিকর্মই যেন না হয় তোমার দ্বারা। খুব সুন্দর আচার-আচরণ ধারণ করো। নিজের অমূল্য সময়ে বাবার স্মরণে থেকে তাকে সম্যোপযোগী করতে পারলে তবেই বাবার হৃদয়ে স্থান পেয়ে সেই রুদ্র-মালায় নিজের স্থান করতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি তার অমূল্য সময়কে অপচয় করে, তবে এমনিতেই সে নিজের দোষে পদভ্রষ্ট হবে। মিথ্যা বলা, ভুল করে তা লুকানো, কারও মনে দুঃখ দেওয়া - এগুলি সবই পাপ। আর এর কারণে তোমাদের ১০০ গুণ সাজা পেতে হবে।

গীত :- না বহ হামসে জুদা হোঙ্গে না উলফং দিল সে নিকলেগি
(তিনি কখনোই আমার থেকে আলাদা হবেন না....)

ওঁম্ শান্তি! এই গীত গোপীকাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা কোন্ গোপীকা ? তা কেবল প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলীরা (দওকরা)। এদেরকেই আবার বলা হয় গোপী-বল্লভ, অর্থাৎ বল্লভ বাবার গোপ-গোপী বাচ্চারা। এছাড়া যা কিছু প্রচলিত আছে, তা তো মানুষের বানানো গল্প মাত্র। এতেও বোঝার ব্যপার আছে- তোমরা যখন ঈশ্বরীয় বাবার সন্তান হও, বিকারী আসুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আর হংস ও বক তো একত্রে বাস করতে পারে না কখনও। আবার হংস স্বভাবের বাবার বাচ্চারা যেখানে অনেক কম সংখ্যায়, সেখানে বক-স্বভাবের লোকদের সংখ্যা থাকে কোটি-কোটিতে। একমাত্র তোমাদেরকেই ঘর-গৃহস্থালীর সংসারে থেকেই পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। তাই তো তোমরা বি.কে.-রা এত প্রসংশার যোগ্য। যেখানে এই গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে পারো। যদিও এমন থাকার ক্ষেত্রে অনেক বিঘ্নও আসে তোমাদের চলার পথে। গত অর্ধ-কল্প ধরে তোমরা এই পতিত দুনিয়ার সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে আছো, যদিও এত শ্রীঘ্নই তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। অপবিত্রতার সাথে তোমাদের পবিত্রতার এই লড়াইটা অনেকটা দড়ি-টানাটানি খেলার মতো। আর এর জন্য অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার করা হয়। তাই তো দ্রোপদীরা অসহায় হয়ে বাবাকে ডাকতেই থাকে। যা কোনও একজন দ্রোপদীর ব্যপার নয়। বর্তমান যুগে সব নারীরাই দ্রোপদী আর সব পুরুষেরাই দুঃশাসন। তাই একে অপরকে অসম্মান করে, খামচাতে থাকে। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে বিকারী দুঃচরিত্রের দুনিয়া। আর সত্যযুগকে বলা নির্বিকারী দুনিয়া। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা রাবণের রাজত্ব। তাই এমন বিকারী দুনিয়া। তাই তো এই দুনিয়ায় এত দুঃখ-কষ্ট, কান্না-কাটি, লড়াই-ঝগড়া। একবার ভেবে দেখো কি চলছে দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়ায় যখন দেবতাদের রাজ্য হয়, তখন তো সেখানে পবিত্রতা, সুখ-শান্তিতে ভরপুর থাকে। সেখানে অশান্তির কোনও ধর্মও থাকে না। যেখানে এখন অশান্তি ছড়াবার জন্য কত অনেক ধর্মের উপস্থিতি। অতএব এভাবেও তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে

পারো, সবচেয়ে পুরোনো শত্রু হলো রাবণ। যে এই হীরে তুল্য ভারতকে কানা-কড়ির মতন পতিতে পরিণত করেছে।

বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের দর্শন ও কার্য-করণের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন। এই রাবণ রাজ্যে লোকেরা যতই দান-পূন্য, যাগ-যজ্ঞ, তপ-তপস্যা- যাই করুক না কেন, তাতেও তাদের অধোগতিই হতে থাকবে। কারণ যাকে দান করা হয়, সেও তো বিকারী, পাপী আত্মাই। বিকর্ম করতে করতে আত্মাদের মাথায় এখন অনেক পাপের বোঝা চেপে আছে। তোমরা আত্মারা একসময়ে সতোপ্রধান অবস্থায় ছিলে, কিন্তু এখন তা একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। গত কল্পে যেমনটি ঘটেছিলো- বাবা এখন সেগুলিই বোঝাচ্ছেন। তিনি আরও জানাচ্ছেন, প্রতি কল্পেরই এই পুরুষোত্তম-সঙ্গম সময়েই তিনি এসে তোমাদেরকে ঠিক এই প্রকারেই দেবতা বানিয়ে থাকেন - সহজ রাজযোগ আর এই জ্ঞান শুনিয়ে। যার মূল কথাই হলো, নিজেকে আত্মা ভেবে, আত্মিক স্বরূপে বাবাকে স্মরণ করা। তবে ভাবো, এটা কত সহজ পন্থা - তাই না ? বর্তমানে দুনিয়ায় সবাই ঈশ্বরকেই ডাকে, বলে ভগবান এসো, এসে আমাদের এই পতিত অবস্থা ঘুচিয়ে পবিত্র বানাও। তবে তো সেই একই পতিত-পাবন বাবাকেই তা বলা হচ্ছে। বাচ্চারা- তোমরা নিজেরাও জানো বাবা তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করাচ্ছেন। কিন্তু এতেও দেখা যায় যে, যদিও কেউ ৫ বিকারকে ত্যাগ করলো, তবুও সে যোগযুক্ত হতে পারছে না। এর কারণ, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যে জমা হয়ে আছে তোমাদের মাথায়। যে কারণে তারা এত তমোপ্রধান হয়ে পড়ে। এর একমাত্র উপায়, যদি তা দূর করতে পারো আর যোগযুক্ত হয়ে তাকে ভগ্নে পরিণত করতে পারো। তোমরা যখন ৫ বিকারকে দান করেই দিয়েছো, তারপর কিন্তু আর কোনও প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হবে না। অবশ্য জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপের বোঝা চেপে আছে মাথায়, সেগুলিরও হিসেব-নিকেশ কিভাবে চোকাবে ? তার যুক্তি হলো, যতদিন বাঁচবে, ততদিনই লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। এই স্মরণের যোগের দ্বারাই বিকর্মগুলি ভগ্ন হবে। অবশ্য যারা পতিত আত্মা, তারা তা করতে পারবে না। প্রত্যেকেরই তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাট এবং তাদের পদ-মার্যদা দেওয়া আছে। শরীরধারী মানুষের যেমন পদ-মার্যদা থাকে, আত্মার ক্ষেত্রেও তেমনিই পদ-মার্যদা থাকে। একেবারেই প্রথমে যে সব আত্মারা স্বর্গ-রাজ্যে যাবে, তার মধ্যে প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওনাদের পাটই সবচেয়ে লম্বা। অবিনাশী ড্রামায় দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা সবচেয়ে ভাল পাট করে এবং সবচেয়ে বেশী সুখও ভোগ করে। অবশ্য তাদেরকেও এরপর সতো-রজো-তমোতে আসতে হয়। আর এর ফলেই আত্মাতে ময়লাও জমে যায়। কিন্তু সেই ময়লা তবে দূর হবে কি করে ? -যেমন সোনাকে আগুন দিয়ে পোড়ালে তার ময়লা ভগ্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। তেমনি যোগ-অগ্নিও - যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। সাধারণ লোকেরা তো তা জানেই না যে, এই যোগ-অগ্নির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানায়, বারে বারেই তাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করতেই ভুল হয়ে যায়, মায়ার বিঘ্নের কারণে। যদি এই বিঘ্ন না আসতো, তবে তো খুব তাড়াতাড়িই যোগ-যুক্ত হওয়া যেত, এবং বিনাশ পর্বও তাড়াতাড়িই হয়ে যেতো। কিন্তু বাস্তবে তো আর তেমনিটি হয় না, তাই এতে এত সময় লাগে। যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারছো, ততদিন লাগাতার যোগের অভ্যাস করে যেতে হবে। তারপর তো দুনিয়াই সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে।

একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই শ্রীমৎ অনুসারে চলে রাবণের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করো। গীতা, মহাভারত, রামায়ণ -এগুলি সবকিছুই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। তোমরা সঙ্গমযুগে যেসব কর্ম-কর্তব্য

করো, তারই স্মৃতির স্মরণিকায় এই মন্দির ও স্তম্ভগুলি। এই স্মরণিকাগুলি বানানো শুরু হয় দ্বাপর থেকে। প্রথম স্মরণিকা শুরু হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার স্মরণে। যিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পতিতদের পবিত্র বানান। তেমনি দেবতাদেরও গুণ ও মহিমার কীর্তন করা হয়। তারই নিদর্শন লক্ষ্মী-নারায়ণের বড় বড় মন্দির। কিন্তু মূল কারণটাই যে কেউ জানে না, তাদেরকে কেন পূজা করা হয় ? এরপর আবার সেই পূজ্যরাই পূজারীতে পরিণত হয়। যতক্ষণ তারা পূজ্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই প্রালঙ্কের ফল পায়। যেমন কোনও বিখ্যাত ও মহান রাজাদের জীবনীপঞ্জী ও চরিত্রের গুণগান করা হয়, ঠিক সেই প্রকারেই সত্যযুগের প্রথম মহারাজা ও মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণেরও গুণ ও মহিমার কীর্তনপ তো হবে অবশ্যই। কিন্তু তারা এমন গুণের হলো কিভাবে, এটাই তাদের কারও জানা নেই। একই প্রকারে এটাও তাদের জানা নেই ব্রহ্মা আর সরস্বতী এদের দুজনকে শিক্ষা দিয়ে এত গুণধারী বানান স্বয়ং শিববাবা। অথচ, এই শিববাবার নাম শাস্ত্রগুলিতে শাস্ত্রকারেরা নিজেদের অজ্ঞতা বশে তা উহ্য রেখে উল্টো-পাল্টা নাম লিখে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। আর এই রহস্য কেবলমাত্র বুদ্ধিমান বাচ্চারা তাও আবার নম্বর ক্রমানুসারের তা অনুধাবন করতে পারে। এই ভাবেই চলে আসছে এই অবিনাশী ড্রামা।

কল্প পূর্বেও তোমরা এমনই হয়েছিলে, যেমনটা এখন তৈরী হচ্ছে। কল্পবৃক্ষের ডালপালা এভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপযুক্ত সময়ে তার ফলও পাকবে। আবার বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেও তো সময় লাগে। আর যখন এই বৃক্ষের ডালপালা সম্পূর্ণ-রূপে বিকশিত হবে, তখন তোমরাও গুণ ধারণ করে দেবী-দেবতা হয়ে যাবে। আর বাদবাকী যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

বাচ্চারা, তোমরাও এখন (জ্ঞান ও গুণে) সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে। কারও কারও মধ্যে পূর্ণতা প্রায় এসে গেছে, আবার কারও হয়ত কিছুটা কমও আছে, আবার কেউ বা (মায়ার) ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করছে। প্রালঙ্ক লাভ করতে গেলে আবার গ্রহের প্রকোপও আসে। বাবা বলছেন- তাই এমন ভাবে যোগযুক্ত অবস্থায় থাকো, যেন তাতেই তোমাদের সব পাপ দন্ধ হয়ে ভুল হয়ে বেরিয়ে যায়। এই রোজগারেই যে সবচেয়ে বেশী লাভ। তাই তো ভারতের এই প্রাচীন রাজযোগ এত প্রসিদ্ধ। অথচ এই রাজযোগে যে কি প্রাপ্তি হয়, সেটাই কারও জানা নেই। বাবা স্বয়ং এসে এখন তা জানাচ্ছেন - "তোমাদের আত্মাতে এখন ময়লা জমে গিয়েছে। এই আত্মার গুণ অনুসারেই মানুষ কখনও পূজ্য আবার কখনও পূজারীতে পরিণত হয়। কিন্তু আত্মা কখনই ভগবানে (পরমাত্মায়) পরিণত হতে পারে না। আর পরমাত্মা যদি স্বয়ং যদি পূজারী হয় তবে সেক্ষেত্রে পূজ্য হবে কে ?" আসলে পরমাত্মা বাবাই আমাদের আত্মাকে পূজ্য বানান। বাচ্চারা- "তোমরাই সেই পূজ্য পবিত্র দেবতা আত্মা ছিলে, কিন্তু অধোগতি হতে হতে সেই তোমরাই এখন শূদ্রে পরিণত হয়েছো।" ঈশ্বরেরই রচনা সত্যযুগের দেবী-দেবতা। তাই এমন গায়নও আছে, ঈশ্বর যখন মনুষ্যরূপীদের দেবতা রূপে সৃষ্টি করেন! বাবা তাই বলছেন- অতএব যথার্থরূপে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ো। বাবা, শিক্ষক, গুরু - এনাদের কর্তব্যই হলো, বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করে পুরুষার্থ করানো। অতএব বাচ্চারা- তোমাদের এই অমূল্য সময়কে অবহেলা করো না মোটেই। অযথা পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর তখন কেবলই হা-হতাশ করে আফশোসই করতে হবে। তখন তুমিই আবার বলবে, তবে তো কল্প-কল্প ধরেই আমার এমন অবস্থাই হতে থাকবে। কিন্তু তখন আর তোমার কিছুই করার থাকবে না। আর সে সবার সাক্ষ্যাংকারও হয়ে যাবে তোমার। কিন্তু তখন তো তোমার নিজেরই পাকাপাকি ভাবে নিশ্চয়ও হয়ে যাবে যে, কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই অধঃপতনের ফলে এমনই দুর্গতি পেতে থাকবো। তাই বাবা বার

বার এমন ভাবে বোঝাচ্ছেন, যখন তোমার এমন রেজাল্ট বেরোবে, তখন কেবল কান্না-কাটি করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকবে না। ঠিক যেমন ভাবে স্কুলগুলিতে পাস করার পর তাদের ফলের ক্রমানুসারে এক ক্লাস থেকে উন্নতি পেয়ে অন্য ক্লাসে পরিবর্তিত হয়ে বসে, ঠিক তেমনই। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাও তেমনি বাবার গলার মালা হয়ে নতুন দুনিয়ায় বদলী হও, যার এত খ্যাতি জগতে। প্রকৃত অর্থে এই রুদ্র মালারই তো পূজো হয়ে থাকে জগতে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো এটাও জানে না, এই মালার ব্যাপারটা আসলে কি ? তারা যেসব মালার কথা জানে তার উপরি ভাগটাকে মেরুতে দেখায়, জপ-মালার যেখানে জোড়া-গুটিকা মানে যেখানটা দুটো প্রান্তকে জুড়ে থাকে অর্থাৎ বিষ্ণুর অবস্থান। তার উপরি ভাগে যেখানে ফুল থাকে, সেটা শিববাবারই চিহ্ন স্বরূপ। বাকী সব সেই মালার অংশ বিশেষ। সেই অংশই তোমরা বি.ক. ব্রাহ্মণেরা, যারা এখন পুরুষার্থ করে চলেছো, সেই রুদ্র মালার গুটিকা হবার লক্ষ্যে। অতএব এমন ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে যেন বাপদাদার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারো। এমন কিছু করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে, যাতে কেউ যেন তোমার কোনও কারণে দুঃখ না পায়। যেখানে আত্মার বাবা পরমাত্মা স্বয়ং দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা। সেখানে বাচ্চা যদি কারওকে দুঃখ দেয়, তখন আর কে বা তোমাকে বাবার বাচ্চা বলে ভাববে। বিকর্ম করা অথবা জীবঘাত (আত্মহত্যা) করা কিম্বা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া - এসব পাপ-কর্ম থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। এমন কি কারও কাছে বিনা কারণে হেরে গেলেও, প্রয়োজনে তার কাছে ক্ষমা চাইতেও হবে। ভক্তি-মার্গে কিছু ঘটে গেলে তখন সবাই মিলে কান্নাকাটি, হায় হায় করতে থাকে। কিন্তু তোমাদের এই দিশা হলো জ্ঞান-মার্গের, অতএব কারও মনেই দুঃখ দেওয়া চলবে না। সবাইকে জ্ঞান-গঙ্গা জলের ছিটা ছিটিয়ে শীতল করতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো জ্ঞানের পাঠ পড়তে। পড়ার সময় পাঠের আচার-আচরণ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই আচার-আচরণটাই একটা বিশেষ পাঠ। মনে রাখতে হবে, নিরাকার বাবা স্বয়ং এই পাঠ পড়াচ্ছেন। উনি কিন্তু তোমার মনের ভিতরের সব কথাই বুঝতে পারেন। যেমন এক সেন্টার থেকে খবর এসেছে, এক বাচ্চা কিছু ভুল করতে ধর্মরাজ-বাবা তাকে যথেষ্ট শাস্তিও দিয়েছিলেন। যা এই বাবা সেসবের কিছুই জানতেন না। এমন অনেকেই আছে যারা বিকারেও যায় আবার বাবাকে সত্যি কথাও বলে না। উল্টে নিজেকে দোষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের ভুলগুলিকে গোপন করে। কিন্তু শিববাবার তো কোনও কিছুই অজানা নেই। যদিও স্বয়ং শিববাবা তোমাদের এই জ্ঞানের-পাঠ পড়াচ্ছেন, তাকেও তোমরা ভুলে যাও। এ যে কত বড় আহাম্মকের ব্যাপার! এখানে যখন কোনও সত্য বা মিথ্যাই গোপন থাকে না। ব্রহ্মাবাবা নিজেও তাই বলছেন, তিনি অন্তর্যামী নন যে সবকিছুই জানতে পারবেন। অন্তর্যামী হলেন একমাত্র শিববাবা। শিববাবাও স্বয়ং বলছেন- যদিও উনি নিরাকার, কিন্তু সবকিছুই জানেন। ব্রহ্মা তো আছে সাকার অবস্থায়। শিববাবা আরও জানাচ্ছেন- উনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। কিন্তু ব্রহ্মার জন্ম-মৃত্যুর চক্র আছে। তাই তো শিববাবা সবাইকে বলতে পারেন, তোমরা নিজেদের জন্মের ব্যাপারে কিছুই জানো না। যা উনিই আমাদের জানিয়ে থাকেন। আর তা শোনান কেবলমাত্র সূর্য-বংশী বাচ্চাদেরকেই। বাচ্চারা অনেকেই তাদের দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন করে। এমন কি তারা অনেকেই বাবার সম্মুখেও আসে না। ব্রহ্মাবাবা তাদের উদ্দেশ্যেই বলেন, শিববাবার কাছে তোমরা কিছুই গোপন কোরো না যেন। ওনাকে সবকিছুই জানাও, তবেই তো উনি তোমাদের সেসব দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেবেন। যেহেতু তোমরা ওঁনারই সন্তান। উনি তো বলেনই, সবকিছুই উনি জানতে পারেন- তা যে ভাবেই হোক, উনি সবকিছুই জানতে পারেন। সুতরাং আগে-ভাগেই ওনাকে সবকিছুই জানাও। পূর্বের জন্ম-

জন্মান্তরের হিসাব তো সব ওনার কাছেই আছে। এছাড়া বর্তমান জন্মের যা কিছু তা ব্রহ্মাকে শোনালে, শিববাবাও তা শুনতে পাবেন। এমন কি তোমরা যখন নিজেদের ঘরেও থাকবে, তখন ভেবো না যেন, শিববাবা সেসব কিছুই জানতে পারছে না। না, এমনটা কোরো না। এসব তো এতদিন ধরে ভক্তিমার্গে করেই এসেছে। আর এখন তো তোমরা বাবার সন্মুখে এসেই হাজির হয়েছে। তাই তো ওঁনাকে সবকিছু বললে, তবেই তো উনি তোমাদেরকে সাবধান করতে পারবেন। বাবা এমন ভাবে তোমাদের সতর্ক হবার জন্য জানাবেন, যাতে তোমাদের মুখে চুন-কালী না পড়তে পারে। অন্যথায় তোমাদের অনেক সাজা ভুগতে হতে পারে। অন্তিম সময়ে তা আরও দুর্বিসহ হতে পারে। তখন তো সাজার পরিমাণও অনেক বেশী পেতে হবে। এমন সব অনেক উদাহরণও তোমরা দেখতেই থাকো। এই সার্জনের কাছে তোমার কোনও পাপ-ই গোপন কোরো না। উনি যে মাফ করবেন না - এমনটা মোটেই নয়। বি.কে. হবার পর এখন পাপ করলে তা ১০০-গুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই অযথা মিথ্যা কথা বলবে না- এই বলে বাবা সবাইকে সতর্ক করে দেন।

এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কত বিশাল বেহদের একমাত্র পাঠশালা। আর তোমরা গোপ অর্থাৎ ভাই-রা গুপ্ত বেশে অনেক সেবাকার্যও করতে পারো। এভাবে গুপ্ত বেশে তোমরা যদি লোকেদের বোঝাতে থাকো, তখন তারা হয়তো ভাববে, তোমরা গভর্মেন্টের লোক। আবার এই জ্ঞানও যে গুপ্ত-জ্ঞান। যার বীজ, বৃক্ষ, আর সৃষ্টি-চক্রকে অবশ্যই জানতে হয়। যা চার-যুগের একটা চক্র। কিন্তু লোকেরা তাদের অজ্ঞানতায় এই চক্রকেই চরকা ভেবে নিয়েছে। তোমরা বি.কে.-রা হলে পাণ্ডব সেনা। ব্রহ্মাকুমারীর মাহাত্ম্যকে জানাতে এবং এর বিষয়ে পরিচয় করাবার জন্য তোমাদের সাথে এখানকার কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। চরকা চালালেই কি 'সত্যমেব জয়তে' হয়ে যাবে ? প্রকৃত অর্থে এই চক্র তো সৃষ্টি-চক্র। এসব যুক্তি বলার সময় ভয় পেলে চলবে না। গুপ্তবেশে তোমরা তোমাদের ভাবনা অনুযায়ী যেখানে খুশী যেতে পারো। বহুরূপী বাবার বাচ্চারা বহুরূপী তো হতেই পারে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা সেভাবে ততটা আসে না। তাই অনেক অল্প সেবা করেই অনেক খুশী হয়ে যায়। আর এমন ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, ভাবখানা এমন যেন তা আকাশ ছুঁয়ে যাবে। অথচ বাচ্চাদের তো এখনও সেবা করার মতন অনেক কিছুই বাকী আছে। সেবার সাথে সাথে বাচ্চাদেরকে নানা প্রকারের পুরুষার্থও করতে হবে যে। বাবা তো সেই হিসাবেই পয়েন্টস্-গুলি দেন। এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ তো ক্রমাগত চলতেই থাকে। প্রত্যেক ধর্মের লোকেই তোমরা আমন্ত্রণ জানাতে থাকবে। রাজা-বাদশাদেরও আমন্ত্রণ জানাবে। এই বিষয়ে সভা-সমিতিও করবে। যেখানে যে ধরনের সেবা, যে ভাষার লোকেদের বাস, সেখানকার জন্য সেরকম কার্ডই ছাপাবে। তাতে যেন লেখা থাকে, "তোমরা সবাই আসো। এসে বোঝো এই সৃষ্টি-চক্র কোন নিয়মে কিভাবে অনবরত ঘুরেই চলেছে। তোমরা সবাই এসে তা জেনে যাও, পরমপিতা পরমাত্মার বিষয়ে, কি তার কর্ম-কর্তব্য এবং ওনার জীবনীপঞ্জী, আর ৫ হাজার বছরের এই কল্পের চক্রকে। সত্যি কি আশ্চর্যের এসব - তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে, যতদিন জীবিত থাকবে, মায়ার বিদ্বকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া চলবে না।

২) সবাইকে জ্ঞান-গঙ্গার জলের ছিটা দিয়ে শীতল রাখবার সেবা করতে হবে। কারও মনে কখনই কোনও প্রকারের দুঃখ দেবে না। বাবার মতন দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা হতে হবে বাচ্চাদেরকেও।

বরদান :- চারদিকের অস্থিরতার সময়েও অব্যক্ত স্থিতি বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাসের দ্বারা বিজয়ী আত্মা হও

বিস্তার :- অন্তিম সময়ে চারদিকের লোকেদের অস্থিরতার আর প্রকৃতি উত্তালের আওয়াজ আসবে। চারদিকেই কান্নার রোল, বিক্ষোভের আওয়াজে বায়ুমণ্ডল অস্থির হয়ে উঠবে। সেই সময়ে সেকেণ্ডের মধ্যে অব্যক্ত ফরিস্তা তথা আমি নিরাকারী অশরীরী আত্মা, এই অভ্যাসে অভ্যাসী আত্মারাই কেবল বিজয়ী হতে পারবে। অতএব এর নিমিত্তে অনেক সময়ের অভ্যাসের মালিক হতে পারলে, যখন চাইবে মুখ দ্বারা শিষ দিয়ে, কিস্বা কানে দ্বারা চাইলে শোনো, না চাইলে শুনো না, সেকেণ্ডেই তাতে ফুলস্টপ লাগাও - এই অভ্যাস জপমালায় অর্থাৎ বিজয় মালায় নিয়ে আসবে।

স্লোগান :- পুরুষার্থকে তীব্র করতে হলে অমনোযোগীতার ঢিলা স্কুকে টাইট করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবেনা, বাবা-ই তোমাদের ডাইরেক্ট এই বর্সা দেন "

প্রশ্ন:- বাবার আপন হওয়া সত্ত্বেও মায়া কোন্ বাচ্চাদের নিজের দিকে টেনে নেয় ?

উত্তর :- যাদের বুদ্ধি যোগ পুরানো আত্মীয় স্বজনের দিকে যায় , সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই বা কোনো পুরানো স্বভাব আছে, এমন বাচ্চাদের মায়া নিজের দিকে টেনে নেয়। বাইরের সঙ্গ খুব খারাপ, যা মানুষকে শেষ করে দেয়। সঙ্গ খুব শীঘ্র প্রভাবিত করে, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা বুদ্ধি যোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখো। বাবাকে ফলো করো। কোনো দেহধারীর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা রেখোনা ।

গীত : - তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এখন বেহদের বাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করছি। এ সব ভালো করে বুঝতে হবে । কথায় আছে পরম পিতা পরমাত্মা সব ধর্ম স্থাপকদের পাঠিয়ে দেন -- নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করার জন্যে। তবেই তারা এসে ধর্ম স্থাপন করেন। এমন নয় তারা কাউকে বর্সা দেন। না। বর্সা নিয়ে কোনো কথাই থাকেনা। বর্সা একমাত্র বাবা-ই দেন। ক্রাইস্টের আত্মা কি সবার পিতা ? যে বর্সা দেবেন। তিনি তো খৃষ্টানদেরও পিতা নন যে বর্সা দেবেন। তবে তিনি কি বর্সা দেবেন ? প্রশ্ন আছে । আর কাকেই বা বর্সা দেবেন ? তিনি তো ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। ওনার আসার পরে খৃষ্টান ধর্মের অন্য আত্মারা আসতে থাকে। বর্সার কোনো কথা নেই। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। ভাবো ইব্রাহিম , বুদ্ধ, ক্রাইস্ট প্রমুখ যারা এসেছেন তাঁরা কি করেছেন ? কাউকে বর্সা দিয়েছেন কি ? বর্সা দেওয়া একমাত্র বাবার কাজ। তিনি তো নিজেই আসেন। আত্মারা আসে যায় , বুদ্ধি হতেই থাকে। বর্সা সর্বদা রচয়িতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। এক রচয়িতা হলেন লৌকিক পিতা , দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক পিতা। এই সব হল ধারণা করার কথা। ধারণা তাদেরই হবে যারা অন্যদের দান করবে। এখন বেহদের বাবা সব বাচ্চাদের বর্সা দিতে এসেছেন। বেহদের বাবা-ই বাচ্চাদের বেহদের বর্সা দিয়ে থাকেন। খৃষ্টান , ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি সবার পিতা হলেন একজন। সবাই গড ফাদার বলে। ক্রাইস্টও বলেছেন গড ফাদার। ফাদারকে কখনও কেউ ভোলেনা। গড ফাদার একমাত্র নিরাকারকে বলা হয়। সব নিরাকার আত্মাদের বাবা হলেন একমাত্র পিতা। ধর্ম স্থাপকদেরও এক বাবা হলেন নিরাকার পিতা , ওঁনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। সবাই গড ফাদার বলে ডাকে। এক ভারতেই বলা হয় ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী। ভারতের কাছেই অন্যরা সর্বব্যাপী বলতে শিখেছে। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন তাহলে ওঁনাকে স্মরণ কেন করো ? সাধুরা সাধনা বা প্রার্থনা কাকে উদ্দেশ্য করে করে ? বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন তাইনা। রচয়িতা সকলের এক , তিনিই পতিত পাবন। সত্যযুগে সবাই পবিত্র-ই হয় , তাহলে পরে পতিত কিভাবে হয় ? লেখা আছে --- দেবতার বাম মার্গে যায়। এখন পুনরায় পবিত্র দুনিয়ার নির্মাণ হচ্ছে। দ্বাপরের আদি থেকে পতিত দুনিয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বরীয় রাজ্য ও আসুরী রাজ্য অর্ধেক অর্ধেক আছে। ভারতের-ই কথা। রাবণকে ভারতেই দহন করা হয়। সুতরাং বাবা বোঝাচ্ছেন যে অন্য ধর্ম স্থাপকেরা কাউকে বর্সা প্রদান করেন না। ধর্ম স্থাপন করেন , তাই তাঁদের স্মরণ করা হয়। আর ক্রাইস্টকে, ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে

বা শঙ্করকে স্মরণ করলে অথবা তাঁদের প্রার্থনা করলে তাঁরা কিছুই দিতে পারবেন না। দিতে পারেন একমাত্র (শিববাবা) বাবা। ওঁনাকেই সামনে আসতে হয়। কৃষ্ণের মধ্যে পরমাত্মা আসেন -- এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না ।

বাবা বলেন আত্মারা আমি তোমাদের বর্সা দিতে একটি সময়েই আসি। বাবা বর্সা বাচ্চাদের দেন। বাবা দু'জনকে বলা হয় --- এক শরীরের বাবা , দ্বিতীয় আত্মাদের বাবা, আর কেউ বাবা হতে পারেনা। তোমাদের এই বাবার থেকে অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। বর্সা একমাত্র শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয় , ব্রহ্মাও বর্সা শিববাবার কাছে নেন। উনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। সর্বের মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা হলেন তিনি , তাই কাউকেও সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। যদিও কোনো বৃদ্ধজনকে বাবা বা পিতা বলা হয়। কিন্তু পিতা নয়। এক লৌকিক , দ্বিতীয় পারলৌকিক পিতা-ই হয়। এই ব্রহ্মাও হলেন দৈহিক পিতা। তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। যদিও তোমরা ব্রহ্মাকে বাবা বলো কিন্তু বর্সা তো শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয়, তাইনা। কোন্ বর্সা ? সদগতির। দুর্গতি বা জীবন বন্ধন থেকে তো সবাই মুক্তি লাভ করে। এই সময়ে বিশেষ ভাবে ভারত সহ সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের বন্ধনে আছে। আত্মারা যারা প্রথমে আসে তারা প্রথমে জীবনমুক্ত থাকে পরে জীবনবন্ধ হয়। প্রথমে সুখ তারপরে দুঃখ ভোগ করতে হবে। এই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবেনা। ম্যাসেঞ্জাররা কাউকে বর্সা প্রদান করেন না। মুক্তি জীবনমুক্তির বর্সা বাবা-ই এসে দেন। কিন্তু কাউকে ডাইরেক্ট , কাউকে ইন্-ডাইরেক্ট। বাচ্চারা তোমাদের সামনেই বাবা থাকেন। দিন প্রতিদিন তোমরা দেখবে -- বাবা মধুবনের বাইরে কোথাও যাবেন না। এই পুরনো দুনিয়ায় কি বা আছে। শিববাবা বলেন আমার স্বর্গে যাওয়ার অথবা স্বর্গ দেখারও খুশী নেই তো এই দুনিয়ায় কোথায় যাব। এই হল আমার পার্ট , পতিত দুনিয়ায় আসি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের কথা বলা হয় , কিন্তু তার মধ্যে কেউ স্বর্গের বিষয়ে বলে না। স্বর্গ তো পরে আসে। আমায় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে, পরদেশী রাজ্যে আসতে হয়। গাইতে থাকে দূরদেশ বাসী এর অর্থ তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এখন আমরা পুরুষার্থ করি পরে নিজের দেশে আসব। আত্মা দ্বাপরের পরে যে আত্মারা আসবে তারা তো পরদেশী রাজ্যে অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে আসবে। পবিত্র রাজ্যে তো আসবেনা। তাদের একটু খানি সুখ , একটু দুঃখের পার্ট আছে। তোমরা সত্যযুগ থেকে ভরপুর সুখ ভোগ করো। প্রত্যেকের নিজের পার্ট আছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বসে সব রহস্য বোঝাচ্ছেন যে আমি দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, এতে সুখ অফুরন্ত আছে এবং যার জন্যে তোমাদের যোগ্য করি। তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম তারপর মায়া সম্পূর্ণ অযোগ্য করেছে। বাবা বলেন এখন তোমরা কত অবোধ বা নির্বুদ্ধি হয়ে গেছ , নারদের কাহিনী আছে না ! তোমরা বুঝতে পারো --- মঞ্জিরা বাদক ভক্ত হয়ে লক্ষ্মীকে কিভাবে বরণ করবে ? যতক্ষণ রাজ যোগ শিখে পবিত্র না হয়। যদিও শরীর তো সবারই ভ্রষ্ট অত্যাচারী, কারণ ভ্রষ্টাচার থেকে জন্ম হয়েছে। তোমরা তো হলে মুখবংশী। এ হল খুব বোঝার বিষয় । এই রচয়িতা ও রচনার নলেজ বাবা নিজেই এসে দেন। সব পয়েন্ট গুলো কেউ বুঝতেও পারবেনা। এখান থেকে বাইরে গেলেই -- কোনো অসঙ্গতিতে গিয়েই শেষ হয়ে যাবে। বলাও হয় সঙ্গতি উদ্ধার করে কুসঙ্গ নিমজ্জিত করে ... যদিও এখানে বসে আছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি যোগ নেই। জ্ঞান না থাকলে সঙ্গদোষে পতন হয়। কারো কোনো স্বভাব থাকলে (তা সে ভালো সঙ্গও হতে পারে আবার খারাপ সঙ্গের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য) তার সঙ্গ করলে তীব্র ভাবে তার প্রভাব পড়ে। এখানে হল বাবার সঙ্গ। তারপরে যারা বাবাকে ফলো করে অন্যদেরও উদ্ধার করে ,

তারাই উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করে। নতুন বাচ্চারা বলে বাবা আমরা চাকরি ছেড়ে এই সার্ভিস করব ? বাবা বলেন ভবিষ্যতে মায়া এমন নাক দিয়ে ধরবে যে বলার নয় । অনুভব বলে যে এমন অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরে এখান থেকেও চলে গেছে। ঈশ্বরীয় জন্ম তো হয় তারপর মায়াও টেনে নেয়। ভালো বাচ্চাদের মায়া এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দেয় , যাদের বুদ্ধি যোগ বাইরে থাকে, পুরানো আত্মীয় স্বজনদের দিকে থাকে, বাবা বলেন দেহধারীদের সঙ্গে বেশী বুদ্ধি যোগ রেখো না । এই বাবার (ব্রহ্মাবাবা) সঙ্গে যতই তোমাদের ভালোবাসা থাকুক এনার সঙ্গেও বুদ্ধি যোগ রাখবেনা। শিববাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। কোনো দেহধারীর প্রতি ভালোবাসা রাখবেনা। সংসঙ্গে সব দেহধারীরা- ই কথা কাহিনী শোনায। কেউ মহাত্মার নাম নেয়। এমন থোড়াই বলে যে পরম পিতা পরমাত্মা শিব আমাদের পড়ান। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান --- আমি হলাম এই রচনার চৈতন্য বীজ। সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান আমারই আছে। সেইটি হল জড় বীজ। যদি চৈতন্য হত তবে শোনাতে। আমি বীজ স্বরূপ আমাতে নিশ্চয়ই বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে। এই হল বেহদের কথা। এই সময়ে হল তমপ্রধান রাজ্য, তাই এর আড়ম্বর তো থাকবেই। কত বড় নাম রাখা হয় --- জ্ঞানেশ্বর , গাণেশ্বরানন্দ কিন্তু আনন্দ তো কারো প্রাপ্তি হয়না। সন্ন্যাসী নিজেই বলে এই সুখ হল কাক বিষ্ঠা সমান। কিন্তু স্বর্গের নাম ভোলেনা। বলে অমুক স্বর্গে গেছে তবুও পিতৃজন দেব ডাকা হয়। আত্মা কারো শরীরে প্রবেশ করে কথা বলে। কিন্তু আত্মা আসে কিভাবে কেউ তা জানেনা। শরীর অন্যের , খাদ্য গ্রহণ করেও সেই আত্মা। তার পেটে পড়বে। হ্যাঁ যাকে ডাকা হয়েছে সেই আত্মা শুধু অনুভূতি করবে। শিববাবা হলেন অভোক্তা। ভোজন গ্রহণ করেন না । মাম্মার আত্মা এসে ভোজন গ্রহণ করে। পিতৃজন এসে ভোজন গ্রহণ করে , এইসব বুঝবার কথা । সুতরাং কেবল মাত্র একজন ছাড়া কাউকেও বাবা বলা হয়না, এনার কাছে কি বর্সা প্রাপ্ত হবে ? কিছুই প্রাপ্ত হবেনা। ক্রাইস্ট বর্সা দিয়েছেন কি ? উনি তো লড়াই করে রাজ্য স্থাপন করেছেন। খ্রিস্টিয়ানরা লড়াই করেছে। যখন ধনের বৃদ্ধি হয়, ধন একত্রিত হয় তখন রাজত্ব চলে। এমন তো নয় খৃষ্টানরা রাজত্ব দিয়েছে। এমন বলা হবে রাজত্ব নিজের পুরুষার্থ দ্বারা ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী প্রাপ্ত হয় , বাকি মানুষ কাউকে কিছু দিতে পারেনা। যদিও বা দেয় সেও অল্পকালের সুখ। এখন তো হল তমঃ প্রধান। মায়ার অনেক জোর এখন , মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যে মায়া জিত হয়, সে জগৎজিত। মানুষ শান্তিতে থাকার জন্যে কত মাথা ঘামায়। মন এমনি এমনি থোড়াই শান্ত হয়। এখানে তো কিছু বিদ্যা শিখে হিপ্পোটাইজ ইত্যাদি করে অজ্ঞান করে দেয়। পরিশ্রম আছে, কারো আবার মাথাও খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন যদি কোনো কর্মবন্ধনে অথবা মিত্র আত্মীয়দের দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। দেহধারীদেরকে বুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। সবাইকে ভুলে যাও, তোমার মরলে তোমার কাছে দুনিয়াও মৃত। দুনিয়াকে স্মরণ করো তাই তোমরা দন্ড ভোগ করো। তোমরা বলো বাবা আমরা মরে গেছি। আমরা আপনার হয়েছি তাহলে মিত্র আত্মীয় স্বজনদের দিকে বুদ্ধি যায় কেন ? তার মানে তোমরা এখনও মরে যাওনি ! বাবার আপন হওনি! অনেকে আছে যাদের কর্মবন্ধনের চিন্তা থাকে । স্মরণে বসেও সেসব সঙ্কল্প বুদ্ধিতে আসে। এখানে বাবার কোলে আছে মনে মরে গেছ তাইনা। সুতরাং বুদ্ধি যোগ কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সন্ন্যাসী ঘরসংসার ত্যাগ করে, অর্থাৎ মরে যায়। যদি স্মরণে আসবে তাহলে যোগ করবে কিভাবে। কেউ আবার বাড়ি ফিরে আসে। কেউ পাকা থাকে, একদম স্মরণ করেনা। তোমাদের বুদ্ধি যদি বাইরে যায় তো উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। বাচ্চা হয়েছে তো সম্পূর্ণ ফুলো ফাদার করতে হবে। একটুও যেন মোহ না থাকে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে মরার পরেও ঐ দিকে চলে যায়। ৫ শতাংশ বুদ্ধি এইদিকে , ৯৫ শতাংশ বুদ্ধি বাইরের দিকে, ঘুরতে থাকে। না এই দিকের , না ঐ দিকের।

বাবার আপন হলে তো বুদ্ধি-ই শেষ। যেন মৃত্যু হয়েছে। এই বেহদের সন্ধ্যাসে কেউ বিশেষ জনই আসতে পারে। মালার মুক্তো সেই হতে পারে। এইটাই তো ভাগ্য। এখানে এসে যে থাকে --- তাদের পরিশ্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা গেছে এখানে যারা থাকে তাদেরই বেশি পরিশ্রম হয়। বাইরে যারা থাকে তারা তীব্র বেগে এগিয়ে যায়। কারো প্রতি মোহ থাকেনা। তারা ভাবে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সার্ভিস করি। সেও তো দেখতে হয় যে -- জ্ঞানে পাকা আছে কি ? যদি কাঁচা হয় আর স্বামী মারা যায় তাহলে তো যেন ঘায়ে নুনের ছিঁটা পরে গেল । যতক্ষণ ভালোভাবে মৃতবৎ স্থিতি না হয়েছে ততক্ষণ কাটা ঘায়ে নুন পড়তেই থাকবে । এখানে তো বাবা বলা মাত্রই , ব্যস , হয়ে গেল বাবার আপন । পুরানো সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। সে জানে আর তার কর্ম জানে। আমরা কি জানি। এত খানি উদ্যম হওয়া উচিত। এমন অনেক কমই আছে। বাবাকে পেয়ে আর কারো পরোয়া করেনা, এতখানি সাহস থাকা চাই। সত্য হৃদয় হবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তো কেউ আটকাতে পারবেনা। পবিত্র হতে কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কর্মবন্ধনের চিন্তায় থাকবেনা। বুদ্ধিকে দেহধারীদের সঙ্গে যুক্ত রাখবেনা। বেহদের সন্ধ্যাস করতে হবে।

২) বন্ধন মুক্ত হতে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট মোহ হতে হবে। সত্য হৃদয় রাখতে হবে। জ্ঞানে পাকা ও সাহসী হতে হবে।

বরদান :- আমার ভাবের ক্রটি বা অপূর্ণতাকে সমাপ্ত করে ভরপুরতার অনুভবকারী সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হও।

ব্যাখ্যা: যদি বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী নিমিত্ত হয়ে থাকে, তবে এটা আমার প্রবৃত্তি নয় বা আমার সেন্টার নয়। প্রবৃত্তিতে থাকলেও ট্রাস্টি, সেন্টারে থাকলেও ট্রাস্টি - এ হল বাবার সেন্টার আমার নয়, তাই সদা শিববাবার ভান্ডার , ব্রহ্মাবাবার ভান্ডার --- এইরূপ স্মৃতিতে থাকলে ভরপুর অনুভব করবে। আমার ভাব অনুভব করলেই ভান্ডার ও ভান্ডারী কোনোটারই বৃদ্ধি হবেনা। কোনো কাজে যদি ক্রটি থাকে অর্থাৎ অপূর্ণতা থাকে তাহলে এর কারণ হল বাবার না ভেবে আমার ভাবা অর্থাৎ অশুদ্ধতা মেশানো আছে।

শ্লোগান - বাবার সমান হতে হলে ভাবা, চাওয়া ও করা --- তিনটিকে সমান করো ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা বলে ডাকলে তোমাদের যতটা সুখের অনুভব হয়, ভগবান কিংবা ঈশ্বর বলে ডাকলে ভক্তদের ততটা অনুভব হওয়া সম্ভব নয়।”

প্রশ্ন:- লোভের বশবর্তী হওয়ার জন্য লৌকিক সন্তানদের মধ্যে কিরূপ ভাবনা থাকে, যেটা তোমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়?

উত্তর:- যেসব লৌকিক সন্তানরা লোভী হয় তারা ভাবে যে, কবে আমার বাবা মরবে আর আমি সম্পত্তির মালিক হব। কিন্তু বেহদের বাবার জন্য তোমরা বাচ্চারা কখনোই এইরকম ভাবতে পারবে না কারণ বাবা হলেন অশরীরী। এখানে তোমরা অবিনাশী বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি। যখন দুইবার বলা হয়, তখন একবার বাবা বলেন, আর একবার ঠাকুরদাদা বলেন। একজনকে আত্মা এবং অন্যজনকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি পরমধামের নিবাসী, তাই তাঁকে পরম আত্মা (পরমাত্মা) বলা হয়। তাহলে আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ কি? একজন বাবা, আর তাঁর অনেকজন সন্তান। ইংরেজীতেও মানুষ ‘ওহ গড ফাদার’ বলে আহ্বান করে। অতএব, তিনি হলেন পিতা। কেবল পরমাত্মা কিংবা প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি বললে অতটা মজা হয় না। বাবা বলে ডাকলেই সুখ পাওয়া যায়। পারলৌকিক বাবা হলেন সুখদাতা। তাইতো ভক্তিমার্গে তাঁকে এত স্মরণ করে। গড ফাদার, অর্থাৎ তিনি হলেন আমাদের পিতা। এটাও বলা হয় যে আমরা সবাই ভাই-ভাই, একে ব্রাতৃস্ববোধ বলা হয়। কিন্তু ভারতবাসীরা যখন বলে যে আমরা সবাই ভাই-ভাই, তখন তাদের মনোযোগ আত্মার প্রতি যায় না। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে যায়। এটা বোঝে না যে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, আমাদের সবার পিতা এক। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন তাহলে এইরকম ভাই-ভাই বলা হত না। আত্মা রূপে বিবেচনা করেই ভাই-ভাই বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ এবং বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আত্মা বলে – আমি এখন বাবাকে পেয়েছি। বাবাকে পাওয়া মানে সবকিছু পেয়ে যাওয়া। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাচ্চার জন্ম হলেই ভাবে যে একজন উত্তরাধিকারী এসেছে। বাবা বলে ডাকলেই সন্তানের উত্তরাধিকার সূত্র প্রমাণিত হয়ে যায়। মেয়েরা প্রায়শই ‘মা-মা’ করতে থাকে। মায়ের প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে। কিন্তু ছেলে হলে ‘বাবা-বাবা’ করবে। ছেলেদের বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকে, মায়ের কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখানে তো তোমরা সকল আত্মারা হলে ভাই-ভাই। তোমরা প্রত্যেকেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ক। বাবার শ্রীমং হল – প্রত্যেকেই নিজেকে বাবার বাচ্চা মনে করে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাক এবং সৃষ্টিচক্রের রহস্যও বোঝাও। বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বেহদের বাবা বলেন, তোমরাই স্বর্গবাসী ছিলে। তারপর কিভাবে তোমরা নরকবাসী হলে, কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র ঘোরালে – সেইসব হল বিস্তারিত তথ্য। বাবা তো তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই সত্যযুগের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। আত্মা, কারা তাঁর কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছে? এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি রয়েছে। এরা বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু তারপর কোথায় গেল? এটা হল চক্রের কাহিনী। তোমরা এখন সত্যযুগের উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম তো ভোগ করতেই হবে। এখন পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমাদের বুদ্ধিতে এই ৮৪ জন্মের চক্র রয়েছে এবং এটাও নিশ্চিত যে এটাই হল আমাদের অন্তিম জন্ম। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন তোমরা গেলে তোমাদের পেছনে পেছনে সকলেই যাবে। তোমরা বাচ্চারা তো বাবার কাছ থেকে নিজের উত্তরাধিকার পেয়ে গেছ। রাজযোগ শিখে গেছ। তাই তোমরা জানো যে আমরা পুনরায় নুতন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে আসব। তখন ওখানে এত ধর্ম থাকবে না, সবাই ফেরত চলে যাবে। তারপর প্রথমে আমাদেরকে অর্থাৎ ডিটিজিম্ (দৈবী ধর্মাবলম্বী)-দেরকে আসতে হবে। আমরা শূদ্রকুলে ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণকুলের সদস্য হয়েছি। এরপর সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী কুলের সদস্য হব। আমরা কেবল বাবার কাছ থেকেই ব্রাহ্মণকুল, সূর্যবংশী কুল এবং চন্দ্রবংশী কুলের তিনটে উত্তরাধিকার নিষি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কেউ ধর্ম স্থাপন করতে আসে না। ভারতে কেবল একটাই ধর্ম থাকে। পরবর্তীকালে বাইরে থেকে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা আসে। ভারত অনেক প্রাচীন দেশ। আগে কেবল দেবী-দেবতারা-ই ছিল। এখন তারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। কত রকমের ভাষা রয়েছে। যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্সের ভাষা আলাদা। কিন্তু তারা সকলেই খ্রিষ্টান। সেইরকম চীনকেও দেখ। একটাই বৌদ্ধ ধর্ম, অথচ চীনের ভাষা আলাদা আর জাপানের ভাষা আলাদা। সকলেই বৌদ্ধ, কিন্তু বুদ্ধি হওয়ার ফলে আলাদা হয়ে যায়। কখনো তারা নিজেদের শত্রুও হয়ে যায়। ভারতের কোনো শত্রু নেই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এসে লড়াই করে। তারপর মতবিরোধ সৃষ্টি করে ভারতবাসীদের মধ্যেও লড়াই লাগিয়ে দেয়। নয়তো ভারতবাসীদের মধ্যে আগে কখনো এইরকম লড়াই হয়নি। অন্যেরা লোভের জন্য লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে। এটাও একটা খেলা। ভারতবাসীরা এটাও ভুলে গেছে যে আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। বাবা আমাদেরকে রাজ্য দিয়েছিলেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না যে আমরা কিভাবে এই রাজ্য পেয়েছি। এখন তোমরা জানো যে আমরা কিভাবে রাজত্ব পাচ্ছি। বাবা বসে এটা বোঝাচ্ছেন। এমনিতে এটা খুবই সহজ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে এমন তালা লেগে রয়েছে যে তারা জানেই না লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে কবে রাজত্ব দিয়েছিল, এদের কতজন সন্তান ছিল। কিছুই জানে না। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সত্যযুগের আয়ু কত ছিল? অনেকে লক্ষ বছর বলে দেয়। তাহলে এই লক্ষ বছরে কতগুলো রাজবংশ ছিল? জনসংখ্যার কত বৃদ্ধি হয়েছিল? কতজন মহারাজা মহারানী ছিল? লক্ষ বছরে তো এইসব অগণিত হয়ে যাবে। সত্যযুগের লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগের লক্ষ বছর, তারপর কলিযুগের ক্ষেত্রে বলে যে এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। এইসব বিষয় নিয়ে কেউ চিন্তাই করে না। এত বড় আয়ু লিখে দিয়েছে। রচয়িতা, নির্দেশক, সময় সবকিছুর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। কিন্তু কেউই জানে না। বলে দেয়, যীশুখ্রিস্টের ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। গড-গডেজ (ভগবান-ভগবতী)-এর রাজ্য ছিল। কিন্তু সেই রাজ্য কত বছর ধরে চলেছিল, কিভাবে চলছিল? এইসব কিছুই জানে না। রাধা কৃষ্ণ যদি সত্যযুগের রাজকুমার রাজকুমারী হয়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই কারোর দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছিল। যদি কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিল, তাহলে কবে শুনিয়েছিল? বাবা-ই এইসব বিষয় বোঝান। স্কুলে প্রথমে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে বড় পরীক্ষায় পাস করে। সেই প্রাথমিক জ্ঞান এবং পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। এখানেও সেইরকম। আগে যেভাবে বোঝানো হত, এখন তার থেকে সহজ ভাবে বোঝানো হয়। ভবিষ্যতে আরও ভালো ভাবে বোঝানো হবে। নুতন কেউ এলে আগে তাকে দিয়ে ফর্ম ভরানো হয়, তারপর বোঝানো হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? নিশ্চয়ই তিনি সকলের বাবা। যে বোঝার যোগ্য, কেবল সে-ই এইসব কথা বুঝতে

পারবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা দৃঢ় নিশ্চয় হচ্ছে যে, বেহদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যেহেতু বাবা স্বর্গ রচনা করেন, তাই তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। কিন্তু এইসব কথা তাদের বুদ্ধিতেই ধারণ হবে যাদের আগের কল্পেও নিশ্চয় হয়েছিল। তোমরা দেখতে পাও যে, কোনো কোনো বাচ্চা ভোরবেলা উঠতে পারে না। ১০-১৫ বছর ধরে চেষ্টা করছে, তবুও সঠিক সময়ে উঠতে পারে না। অন্তত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে তো ওঠ। ভক্তরাও ভোরবেলা উঠে ধ্যান করে। শিব কিংবা হনুমানের জপ করে। কিন্তু এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। হয়তো কারোর চারিত্রিক উন্নতি হয়, কিন্তু এর দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না। কলা ক্রমশ কমতেই থাকে। যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করত, তারাও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জন্মে নিচে নামতে থাকে অর্থাৎ অবরোহণ কলা হয়। অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হলে বামমার্গে চলে যায় এবং তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয়, কত মন্দির তৈরি হয়। এখনো কত মন্দির রয়েছে। কিছু মন্দির ভেঙেও গেছে। বামমার্গে যাওয়ার ছবিও রয়েছে। দেবতাদের মতো পোশাক পড়ে আছে। বাস্তবে ওদের পোশাক আলাদা ছিল, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়েছে। কারোর পাগড়ি একরকমের, কারোর অন্যরকমের, আবার বিভিন্ন জনের মুকুট বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন ধরনের মুকুট পড়ার পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়। সূর্যবংশী রাজাদের একটা নিজস্ব শৈলী থাকে। (ব্রহ্মা বাবা) বাবা সাক্ষাৎকারও করেছেন। দ্বারকাধিপতির অনেক পাগড়ি ছিল। এই সমগ্র নাটকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে সেটা পুনরায় হবে। পুনরায় বামমার্গে যাবে, সকলের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে, প্রথা-পদ্ধতি আলাদা হয়ে যাবে। সূর্যবংশীদের আলাদা এবং চন্দ্রবংশীদের আলাদা... এটাই হল পূর্ব-নির্মিত নাটক। তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পুনরায় গতি এবং সদগতি পাচ্ছি। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। বেহদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এটা ভালো ভাবেই জানো এবং বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসাও আছে। সকলের ভালোবাসা তো একই রকম হতে পারে না। লৌকিকেও সকলের ভালোবাসা একই রকম হয় না। কেউ কেউ তো লোভের বশবর্তী হয়ে বলে দেয় যে, বাবা মারা গেলে আমি সম্পত্তি পাব। এখানে শিববাবার শরীর নেই। বাবা তো অবিনাশী। এই শরীরটা লোন হিসাবে নিয়েছেন। তোমরা জানো যে আমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছি। বাবা তো পুনর্জন্ম নেন না। তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেন। নাহলে কি তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের শরীরে আসবেন? তারা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিল। এটা তো পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীর। কারণ বিশ্বের (বিকারের) দ্বারা জন্ম হয়। আগের কল্পের মতোই বাবা বলছেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আমার অনুভবী (অভিজ্ঞ) রথ প্রয়োজন। কেউ ভাল অভিনেতা হলে সে ভাল পুরস্কার পায়। বাবার এই রথের গায়নও আছে। বলা হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, ব্রহ্মাকে বৃদ্ধও দেখানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রূপ আলাদা। ব্রহ্মার রূপ একেবারে সঠিক। বাবা ঐনার নাম রেখেছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। তোমরাও বলবে যে আমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছি। তাইতো আগে আগে বাবাকে পেয়েছি। আমাদের রাজত্ব পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। বোঝানো হয় - ভগবানকে তো বাবা বলে বুঝতে হবে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে সকল আত্মার পিতা হলেন নিরাকার। তিনি পিতা বলেই তো ভক্তিমার্গে সবাই তাঁকে স্মরণ করে। আত্মা সুখ পেয়েছিল বলেই তো দুঃখের সময়ে তাঁকে স্মরণ করে। তোমরাও অর্ধেক কল্প ধরে বাবাকে স্মরণ করে এসেছ। শুরুতেই সোমনাথের মন্দির বানানো হয়। নিশ্চয় বাবাকেই স্মরণ করবে। তোমরা জানো যে এটা হল বাবার মন্দির। বাবা-ই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। তাই আগে বাবার মন্দির তৈরি হয়েছে। তোমরা এখন বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছ। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। তাঁর কাছ

থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাকিরা কি করেছে? আমরা কেন তাদের পূজা করি? ওরা তো ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু ভক্তিও দিনে দিনে ব্যভিচারী হয়। অর্ধেক কল্পের জন্য সামগ্রী প্রয়োজন। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো সামগ্রীর দরকার হয় না। এইসব বিষয় বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বাস্তবে কিছুই লেখার দরকার নেই। সলভেন্ট (ধারণাশক্তি সম্পন্ন) বুদ্ধি হলে দ্রুত ধারণা হয়ে যাবে। কেবল অন্য কাউকে শোনানোর জন্য নোট করা হয়। বইপত্র রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তিম সময়ে আমাদের এই বই কে পড়বে? অন্যান্য শাস্ত্র তো শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, পড়তে থাকে। কিন্তু প্রাপ্তি পেয়ে গেলে তোমাদেরকে তো আর পড়তে হবে না। অর্ধেক কল্পের জন্য কোনো শাস্ত্র থাকবে না। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সকল শাস্ত্রের অবসান হয়। আগে সবাইকে এটা বোঝাও যে আমাদের দুঁজন বাবা। লৌকিক বাবা তো আছে, কিন্তু সেও ওই বাবাকে স্মরণ করে। গায়ন করা হয় - দুঃখের সময়ে সবাই স্মরণ করে... ভারতের জন্যই এই গায়ন রয়েছে। বাবাও ভারতেই আসেন। শিব জয়ন্তী আসছে। তোমরা বলবে যে আমরা আমাদের বাবার জন্মদিন পালন করছি। হয়তো জিগ্গেস করবে - যেহেতু ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হয়, তাই বাবাও নিশ্চয়ই এসেছেন। এটা হল শিববাবার জ্ঞান-যন্তু। তাই ব্রাহ্মণ অবশ্যই দরকার। কিন্তু ব্রহ্মা কোথা থেকে এল? প্রথমে ব্রহ্মাকে দওক নেন। তারপর সন্তানের জন্ম দেন অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা রচনা করেন। আগে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভোরবেলা উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

২) বেহদের বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদান:- সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে, প্রত্যেক শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করতে সক্ষম মাস্টার সর্ব শক্তিমান হও।

যে সন্তান সর্বদা সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন থাকে, সে-ই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান। কোনো শক্তি যদি সঠিক সময়ে কাজে না আসে, তাহলে মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে না। যদি একটাও শক্তি কম থাকে তাহলে উপযুক্ত সময়ে ঠিকিয়ে দেবে অর্থাৎ ফেল হয়ে যাবে। এইরকম ভেবো না যে আমাদের কাছে তো সর্ব শক্তি রয়েছে, যদি একটা মাত্র শক্তি না থাকে তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? কিন্তু ওই একটার জন্যই সমস্যা হবে, ওই একটাই ফেল করিয়ে দেবে। তাই একটাও শক্তি যেন কম না থাকে এবং সেটা যেন সঠিক সময়ে কাজে আসে। তাহলেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে।

স্লোগান:- প্রাপ্তিকে ভুলে গেলেই ক্লান্ত হয়ে যাও, তাই প্রাপ্তিকে সর্বদা সন্মুখে রাখ।

II দিলারাম বাবার দিলরুবা (অনুরাগী) বাচ্চাদের সাথে মিলন II

আজ, বাবা, সদা উদ্যমে-উল্লাসে থাকা বাচ্চাদের সাথে বিশেষ মিলনোৎসব পালন করতে এসেছেন। দিনরাত তোমাদের সংকল্প চলে মিলনোৎসব পালন করতে হবে। তোমরা আকার রূপে মিলনের উদযাপন করো তবুও, সাকার রূপে মিলনের সদা শুভ আশা থাকে। তোমরা সবসময় দিন গুণতে থাকো বাবার সাথে মিলিত হওয়ার সময় কখন তোমার দিকে ঘুরবে! বাচ্চারা, তোমাদের এই সংকল্প বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় এবং তার রেসপন্স দিতে বাপদাদাও তোমাদের সবাইকে অবিরত স্মরণ করতে থাকেন। এই কারণে আজ মূরলি শোনাতে নয়, কিন্তু মিলনোৎসব পালনের সংকল্প পূর্ণ করতে এসেছেন। কোনো কোনো বাচ্চা মনে মনে মিষ্টি অনুযোগ করে, বোলের মাধ্যমে তাদের সাক্ষাত্ করানো হয়নি। বাপদাদাও সব বাচ্চাদের সাথে হৃদয় ভরে সাক্ষাত্ করতে চান। যতই হোক, সময় আর মাধ্যম, দুইয়েরই তো বিবেচনা করতে হয়। যত সময় ধরে ইচ্ছা একই সময়ে সূক্ষ্ম রূপে বাবার সাথে তারা মিলিত হতে পারে তার জন্য টার্ন (জোন অনুযায়ী মিলনের টার্ন) আসার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু যখন সাকার সৃষ্টিতে সাকার তনের মাধ্যমে মিলন হয় সবকিছু তখন সাকার দুনিয়া এবং সাকার শরীর অনুসারে বিবেচিত হয়। সূক্ষ্ম বতনে কখনও দিন নির্ধারণ করা থাকে কি যে এই এই গ্রুপ সেই দিনেই বাবার সাথে মিলিত হতে পারে বা একঘন্টা-আধঘন্টা পরে বাবার সাথে মিলনের জন্য আসতে হবে! এই বন্ধন তোমাদের সূক্ষ্মবতনে বা সূক্ষ্ম শরীরের নয়। তোমরা সবাই মিলনোৎসব পালন করার অনুভাবী, তাই না! এমনকি, সারাদিন যদি তোমরা বসেও থাকো কেউ তোমাদের উঠে যেতে বলবে না বা তোমাদের বলবে না এখন পিছনে যাও, এখন সামনে এসো! যাই হোক, উভয় আকারের মিলনই মধুর। ড্রামা অনুসারে তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চারা বা এই দেশের বাচ্চারা সাকার রূপের মাধ্যমে পালনার প্র্যাকটিক্যাল রূপ অনুভব করতে পারনি। দীর্ঘকাল ধরে যে বাচ্চারা খুঁজে পেয়ে বাবার কাছে ফিরে এসেছে সেই সকল বাচ্চাদের ব্রহ্মাবাবা অবিরত স্মরণ করেন। ব্রহ্মাবাবা এইরকম হারানিধি বাচ্চাদের বিশেষ গুণগান করেন, তোমরা হয়তো পরে এসেছ, কিন্তু আকার রূপের দ্বারা তোমরা সাকার রূপের অনুভব এখনো অনুভব করছ। এইরকম অনুভবের আধারে তোমরা বলো যে, তোমাদের এমন মনেই হয়না তোমরা সাকার রূপে দেখনি। সাকার রূপের মাধ্যমেই তোমরা পালনা নিয়েছ এবং এখনো নিচ্ছ। আকার রূপে সাকারের অনুভব করা, এটা তোমাদের বুদ্ধির একাগ্রতা এবং অনুরাগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তোমরা উপলব্ধি করতে পারো আকার রূপে সাকার রূপ দেখছ। এইরকম অনুভব তো করো, তাই না! এটাই বাচ্চাদের বুদ্ধির চমৎকারিত্বের প্রমাণ। এটা প্রমাণ করে যে দিলারাম বাবার কাছে থাকা অনুরাগী বাচ্চা। তোমরা আমার অনুরাগী বাচ্চা তাই না? কোন্ গীত অনুরাগী বাচ্চাদের জন্য অনবরত বেজে চলেছে? বাহ বাবা! বাহ আমার বাবা!

বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্মরণ করেন। এইরকম ভেবোনা বাবা অমুককে স্মরণ করেছেন, আমি জানিনা তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন কি করেননি! অমুকের জন্য বেশি ভালোবাসা আর আমার প্রতি কম ভালোবাসা। না! এ ব্যাপারে শুধু ভাবো, পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমরা বিচ্ছিন্ন হওয়া বাচ্চাদের বাপদাদা যখন খুঁজে পেয়েছেন, পাঁচ হাজার বছরের পুঞ্জীভূত স্নেহ সবাই পাবে, তাই না? তিনি পাঁচ হাজার বছরের ভালোবাসা শুধু ৫-৬ বছর অথবা ১০-১২ বছরে দিয়েছেন, তাহলে এত অল্প সময়ের

মধ্যে তিনি তোমাদের কত দিয়েছেন । সবচেয়ে বেশি দিলে তবে তো তিনি পুরো দিতে পারবেন ! বাবার কাছে সব বাচ্চাদের জন্য এত ভালোবাসা আছে যে, ভালোবাসা কখনো কম হতে পারেনা । দ্বিতীয়তঃ, বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখেন, এমনকি বাচ্চারা যদি কোনো সময় মায়ার প্রভাবে ওঠানামার খেলাও করে, তবুও বাপদাদা সেই সময়ও সেই নজরেই দেখেন যে এই বাচ্চা একাগ্রতার সাথে মায়াকে পরাস্ত করে এসেছে এবং বিশেষ আত্মা হয়ে অর্পিত বিশেষ কার্যভারের দায়িত্ব পালন করবে । এমনকি বিদ্বের ক্ষেত্রেও তিনি তোমাদের একনিষ্ঠ রূপই দেখেন, তাহলে ভালোবাসা কম কি করে হবে ! সব বাচ্চাদের প্রতি সদা তাঁর ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং সব বাচ্চা সদাই শ্রেষ্ঠ । বুঝেছ তোমরা ?

গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

ন্যু ইয়র্ক:- বাবার হওয়া অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হওয়া । যখন থেকে তোমরা বাবার হয়েছ সেই মুহূর্ত থেকে সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গায়নযোগ্য এবং পূজনীয় আত্মা হয়েছ । তোমরা চৈতন্য রূপে আবার একবার নিজেদের যোগ্যতার বিচারে নিজেদের পূজনীয় দেখছও শুনছও । এইরকম অনুভব করো তোমরা ? কোথায় ভারত আর কোথায় আমেরিকা, তবুও বাবা বিভিন্ন কোন্ থেকে তোমাদের একই বাগিচায় এনেছেন । তোমরা এখন কারা ? তোমরা হলে আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ । এমন বলা হয়ে থাকে অমুক অমুক দেশের, কিন্তু কার্যতঃ, তোমরা সবাই এক বাগিচারই, একই বাবার পালনাতে রুহানী গোলাপ । এখন এইরকম তো অনুভব হয় তোমরা সবাই একের, তাই না ! আর তোমরা সবাই একই রাস্তায় একই লক্ষ্যে যাচ্ছ । বাবাও সবাইকে দেখে আনন্দিত হন । সবার শুভ ভাবনা, সবার সেবার ক্লান্তিহীন একাগ্রতা, সকলের দৃঢ় সংকল্পের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছিল । চারিদিক থেকে প্রবল আগ্রহ, উদ্যম এবং সহযোগিতা খুব ভালো রেজাল্ট এনেছিলো । বাইরের (বিদেশের) ধ্বনি ভারতবাসীকে জাগাবে, এইজন্য বাপদাদা অভিনন্দন জানান ।

২) বারবাডোজ:- বাপদাদা সদা নাস্তার ওয়ান হওয়ার বিধি দেখান । কত দেরীতে তুমি এসেছ সেটা কোনো ব্যাপার নয়, যেমন তুমি উন্নতি করবে সেই অনুসারে নাস্তার ওয়ান হতে পারবে । এইরকম কখনো ভেবোনা যে তোমরা শ্রেষ্ঠ পার্ট পাবে কিনা, সামনে এগোতে পারবে কিনা ! সেইরকম ভাবো তোমরা ? বাপদাদার কাছে যতই পিছনে আসো, যেকোনও দেশের হও, যেকোন ধর্মের হও, যেকোন কিছুতে বিশ্বাস থাক, তোমাদের সকলের জন্য একই পূর্ণ (ফুল) অধিকার । বাবা এক, তো সকলের অধিকারও এক । শুধু সাহস আর একাগ্রতার ব্যাপার ! কখনো সাহস হারিও না । যতই কেউ মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করুক বা যদি কেউ বলেও যে, 'জানিনা তোমার কি হয়েছে, কোথায় হারিয়ে গেছ তুমি !' তাদের এইসব কথা গ্রাহ্য করোনা । ভালোভাবে জেনেবুঝে বিবেচনা করে পাকা সওদা করেছ, তাই না ! আমি বাবার, বাবা আমার । বাবা সব বাচ্চাদের সর্বাধিকারী আত্মা মনে করেন । তোমরা যে যত চাও নিতে পারো, তাতে কোনরকম বাধা নেই । এখনও কোনো সীট বুক হয়নি । সব সীট এখনো খালি । বাঁশি এখনো বাজানো হয়নি এবং এই কারণে যদি তুমি অবিরত সাহস বজায় রাখো, বাবা শতগুণ সহায়তা দেবেন ।

৩) কানাডা:- সদা উড়তি কলায় যাওয়ার আধার কি ? ডবল লাইট হওয়া । তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ, তাই না ? উড়ন্ত বিহঙ্গ কখনো কারও বন্ধনে থাকেনা । নিচে আসলে তারা বন্ধনে বাঁধা পড়ে ।

অতএব, নিরন্তর ওপরে উড়তে থাকো । উড়ন্ত বিহঙ্গ সদা সব বন্ধন থেকে মুক্ত এবং জীবনমুক্ত হবে । কানাডায়, সায়েন্সও ওড়ার কলা শেখায়, তাই না ? তাইতো কানাডা নিবাসী সদা উড়ন্ত বিহঙ্গ ।

৪) স্যানফ্রান্সিসকো:- তোমরা সবাই নিজের পার্ট অভিনয় করতে করতে নিজেকে বিশ্বে বিশেষ পার্টে অভিনয় করা হিরো অ্যাক্টর মনে ক'রে নিজের পার্ট অভিনয় করছো ? (কখনো কখনো) বাপদাদা বাচ্চাদের কাছে 'মাঝে-মধ্যে' শব্দ শুনে বিস্মিত হন । আজ পর্যন্ত যখন বাবার সাহচর্য তোমাদের সাথে আছে তখন সদা তিনিই স্মরণে আসবেন, তাই না ! বাবা ছাড়া আর কে আছে যাকে তোমরা স্মরণ করো ! তোমরা উপলব্ধি করেছ অন্যকে স্মরণ ক'রে কি পেয়েছ আর কোথায় চালিত হয়েছ । তোমরা যখন এটা আগেই অনুভব করেছ, তখন বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমরা স্মরণ করতে পারো ? সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সাথে অনুভব করেছ নাকি এখনও কোনো সম্বন্ধ বাকি থেকে গেছ ? যখন তোমরা একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ অনুভব করতে পারো তখন অন্যদিকে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই । একেই বলা হয়ে থাকে, এক বল, এক ভরসা । আচ্ছা, তোমরা সবাই খুব ভালো মেহনত ক'রে বিশেষ আত্মাদের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছো । যারাই সেবায় সহযোগ দিয়েছে, তারা ভবিষ্যতের অনেক জন্মের জন্য সেই সহযোগের রিটার্ন প্রাপ্ত হতে থাকবে । অনেক জন্মের মেহনত থেকে এক জন্মের মেহনত তোমাদের মুক্তি দেবে । সত্যযুগে তোমাদের কোনরকম মেহনত করতে হবেনা । বাপদাদা বাচ্চাদের সাহস আর নিমিত্ত হওয়ার ভাব দেখে খুশি হন । যদি তোমরা নিমিত্ত ভাব থেকে না করো, রেজাল্টও হবেনা । আচ্ছা ।

০৫-১১-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ২৭-০২-৮৩ মধুবন

॥ সঙ্গমযুগের সুশোভিত মধুর অলৌকিক মেলা ॥

আজ, বাবা আর বাচ্চারা মিলন মেলা উদযাপন করছেন । মেলাতে ভ্যারাইটি আর সুন্দর সুন্দর বস্তু খুব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত থাকে এবং পরস্পরের সাথে সাক্ষাত হয় । বাপদাদা এই মধুর মেলাতে কি দেখছেন ? সঙ্গমযুগ ছাড়া এইরকম সুশোভিত অলৌকিক মেলার উত্সব কেউ পালন করতে পারেনা । প্রত্যেকে একে অপরের থেকে অধিক সুসজ্জিত অমূল্য রত্ন । নিজের শৃঙ্গার তোমরা জানো তো, তাই না ! সবার মস্তকে কত সুন্দর লাইটের জয়মুকুট ঝলমল করছে । এই লাইটের ক্রাউনের মাঝে আত্মার চিহ্ন হীরের মতো কত ঝিলমিল করছে । তোমরা নিজেদের মুকুটধারী রূপ দেখেছো ? সবাই দিব্য গুণের শৃঙ্গারে কত সুন্দর সুশোভিত মূর্তি ! তোমরা এমনই অলংকৃত যে বিশ্বের আত্মারা না চাইলেও আপনা থেকেই তোমাদের দিকে আকৃষ্ট হয় । এইরকম শ্রেষ্ঠ অবিদ্যার শৃঙ্গার করেছ ? এই সময়ে শৃঙ্গারের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, ভক্তরা অবিরত তোমাদের জড় চিত্রেরও অতি সুন্দরভাবে অলংকরণ করতে থাকবে । এখনকার শৃঙ্গার অর্ধকল্প চৈতন্য দেব-আত্মা রূপে অলংকরণ করা হবে এবং অর্ধকল্প জড়চিত্র রূপে অলঙ্কৃত হবে । বাপদাদা দ্বারা সব বাচ্চাদের শৃঙ্গার এখনই হয়ে গেছে । বাপদাদা আজ প্রত্যেক বাচ্চার তিন স্বরূপ, বর্তমান এবং নিজ রাজ্যের দেব আত্মার এবং ভক্তি মার্গের স্মৃতিচিহ্নের চিত্র দেখে পুলকিত । তোমরা সবাই এখন তোমাদের তিন স্বরূপ জেনে গেছ, তাই না ? তোমরা নলেজের নেত্র দ্বারা নিজেদের তিন রূপ দেখেছো, তোমরা দেখেছো, তাই না ?

আজ, বাপদাদা তাঁর সাথে মিলনের ক্ষেত্রে যে অনুযোগ তা' পূর্ণ করতে এসেছেন । এটা বাচ্চাদের চমত্কারিষ্য যারা নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বেঁধে দেয় । বাপদাদাকেও তোমরা শিখিয়ে দাও, কিভাবে

তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে । তাহলে, জাদুকর কে ? বাচ্চারা নাকি বাবা ? বাচ্চারা বাবার ওপরে স্নেহের এমন জাদু করে যে বাবা বাচ্চাদের ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননা । বাচ্চারা, তিনি অনুষ্ণণ তোমাদের স্মরণ করেন । তোমরা সবাই যখন ভোজন করো তো একেরই আহ্বান করো । তাহলে তাঁকে কত বাচ্চাদের সাথে ভোজন করতে হবে ! কতবার তো তোমরা তাঁকে ভোজন করতে আহ্বান করো । তোমরা যখন ভোজন করছো, হাঁটছ, হাঁটতে হাঁটতেও হাতে হাত দিয়ে হাঁটছ, তোমরা ঘুমাচ্ছও একসাথে । তাহলে, তাঁকে যখন এত বাচ্চাদের সাথে ভোজন করতে হবে, ঘুমাতে হবে এবং চলতে হবে, তবে তাঁর অন্য কিছু করার সময় থাকবে ? এমনকি, তোমরা যখন কোনো কর্ম করো, তখনও বলো 'এটা তোমার কর্ম, আমি নিমিত্ত মাত্র । তুমি করো, করাও আর আমরা নামে মাত্র আমাদের হাত লাগাই ।' তবে তো তাঁকে সেটাও করতে হয়, তাই না ! তারপর আবার যখন কমবেশি বিপর্যয় হয়, তোমরা বলো, তুমি জানো, তুমিই করো । বিপর্যয় সামলানোর ভারও তোমরা বাবাকে দিয়ে দাও । এমনকি, কর্মের বোঝাও তোমরা বাবাকে দাও । সদা তাঁর সাহচর্যে আছো, তাহলে বড় জাদুকর কে হলো ? বাহর সহযোগ বিনা তো কিছুই হতে পারেনা এবং সেই কারণেই মালা জপা হয়, তাই না ! আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাচ্চারা খুব ভালো ত্যাগ করেছিলো এবং বারবার তারা ত্যাগ করেছে । তারা সদা লাস্ট সো ফাস্ট অর্থাৎ শেষে এসে তীব্রগতিতে গিয়ে ফাস্ট হয়ে যায় । তারা যত ত্যাগ করে ততই অন্যদের এগিয়ে দেয়, তদনুসারে যতজনের সাথে দেখা হতে থাকে আর তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে তাদের সবার শেষারের অল্পস্বল্প অস্ট্রেলীয়রা লাভ করে । তাহলে, তোমরা কিছু ত্যাগ করেছ নাকি ভাগ্য নিয়েছ ? তাদের সাথে ইউ .কে .-এর গ্রুপও বড় । তারা উভয়ই প্রথম নিমিত্ত সেন্টার এবং বিশাল সেন্টার । এক থেকে অন্য অনেক স্থানে বাবাকে প্রত্যক্ষ করে এমন বাচ্চারা আছে, এই কারণে, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউ .কে . উভয় জায়গাতে বড়দের অন্যদেরকে তাদের সামনে এগিয়ে দিতে হয় । অন্যদের খুশিতে তোমরা সবাই খুশি, তাই না ? এটা দেখা গেছে উভয় স্থানের সেবাধারী, সহযোগী, স্নেহী বাচ্চারা সব ব্যাপারে উদার মনের । এই ব্যাপারে সহযোগী হওয়ায় বাচ্চারা মহাদানী । বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্মরণ করেন । সবার সাথে মিলিত হতে পারবেন, এতে বাপদাদা তো খুশি হন, কত দূর দূর থেকে বাচ্চারা মিলনের জন্য প্রবল আগ্রহে তাদের সুইট হোমে পৌঁছে যায় । তোমরা এখানে উড়তে উড়তে পৌঁছে যাও । স্থূলভাবে, হয়তো তোমরা যে কোনো দেশ থেকে এসেছ , কিন্তু তোমরা সবাই এক দেশের অধিবাসী । সবাই মিলে এক । এক বাবা, এক দেশ, এক মত এবং একরস স্থিতিতে স্থিত থাকা । অল্প সময়ের তোমাদের মিলনমেলায় শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য দেশের নাম নেওয়া, কিন্তু তোমরা একদেশীয় । সাকারের ক্ষেত্রেও, এই সময় তোমরা সবাই মধুবনের অধিবাসী । নিজেদের মধুবন নিবাসী ভাবতে ভালো লাগে, তাই না !

নতুন স্থানে সেবায় সফলতার আধার :

যখন তোমরা কোনো নতুন জায়গায় সেবা শুরু করো তখন একই সময়ে সবরকম সেবা করো । মন্ডায় শুভ ভাবনা, বাণীতে বাবার সাথে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে শুভ কামনার সাথে শ্রেষ্ঠ শব্দ বলো । সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, তোমার স্নেহের এবং শান্তির প্রতিমূর্তি দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করো । এইভাবে সবরকম সেবা করে তুমি সাফল্য অর্জন করবে । শুধুমাত্র বাণী নয়, সাথে সাথে সবরকম সেবা করতে হবে । এমন প্ল্যান বানাও, কারণ যেকোন সেবা করার জন্য বিশেষভাবে তোমার নিজেকে

স্টেজে স্থিত করতে হবে। সেবার রেজাল্ট যাই হোক, কিন্তু সেবার প্রতি পদক্ষেপে কল্যাণ ভরে আছে, এমনকি একজনও যদি এখানে পৌঁছে যায়, সেই সাফল্যও এতে ভরা আছে। বহু আল্মার ভাগ্যরেখা টানার নিমিত্ত তোমরা। নিজেদের এমন বিশেষ আত্মা মনে করে এইভাবে নিরন্তর সেবা করতে থাকো। আত্মা। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- পরমাত্ম ভালোবাসার শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে পদমাপদম্ ভাগ্যবান ভব

পদমাপদম্ ভাগ্যবান বাচ্চারা সদা পরমাত্ম ভালোবাসায় ডুবে থাকে। পরমাত্ম ভালোবাসার শক্তি যেকোন পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে পরিবর্তিত করে। অসম্ভব কার্যও সম্ভব হয়ে যায়। কঠিন কোনো কিছু সহজ হয়ে যায়, কারণ, বাপদাদার প্রতিজ্ঞা হলো সব সমস্যাকে পার করতে ভালোবাসার দায়িত্ব পূর্ণ করবেন। কিন্তু কখনো কখনো যারা প্রীতি রাখে তাদের মতো হয়োনা। সদা প্রীতির দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে হবে।

স্লোগানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার-আচরণের দ্বারা আশীর্বাদ জমা করলে পাহাড় সমান পরিস্থিতি তুলোর মতো অনুভব করবে।

মিষ্টি বাচ্চারা --তোমরা বেঁচে থেকেই বেহদের বাবার কোলে এসে তাঁর সন্তান হয়েছ, তাঁর সন্তান যখন হয়েছ তখন শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে, তাঁর সমস্ত নির্দেশই অভ্যাসে আনতে হবে ।

প্রশ্ন :- সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা কবে থেকে শুরু হয় এবং কেন ?

উত্তর :- যখন শিববাবা এই ব্রহ্মাতনে প্রবেশ করেন, তখন থেকেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা শুরু হয় কেননা বাবা সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । এই সময় ছোটো, বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা । সকলকেই তাদের মিষ্টি ঘর মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে তারপর জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । যদিও বাবা যখন এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন তখন এনার আয়ু ৬০ বছরের ছিলো । এনারও বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় ।

গীত :- আমার মরণ তোমারই পথে

ওম্ শান্তি । এ কার পথে এসে মরতে হয় ? মানুষ চায় যে আমরা মুক্তিধামে যাই । পরমপিতা, পরমাত্মা, শিববাবার বিজয় মালায় গ্রথিত হই । বাচ্চারা জানে যে, মনুষ্য মাত্রের আত্মাই হলো অবশ্যই বাবার গলার হার । যেমন লৌকিক বাবার রচনা লৌকিক বাবার গলার হার হয় । বাচ্চারা বাবাকে এবং বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করেন । বাস্তবে যে সমস্ত আত্মারাই আছে তারা সকলেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে । এ হলো হদের বাবা আর উনি হলেন বেহদের বাবা । প্রতিটা মানুষই চায় যে আমরা মুক্তি প্রাপ্ত করি কেননা নিরাকারের গলার হার অর্থাৎ মুক্তি আর বিষ্ণুর গলার হার অর্থাৎ জীবনমুক্তি । বাবা মুক্তি আর জীবনমুক্তি দেন । বেহদের বাবার বাচ্চা হলে তাঁর গলার হার হতে পারবে । লৌকিক মা - বাবার গলার হার হলো তাদের সন্তানরা । সেই মা - বাবারাও আবার কারোর সন্তান । গীতও গায় যে ...তুমি মাতা - পিতা যখন আমরা তোমার গলার হার হতে পারবো তখন আমরা সদা কালের জন্য খুশী হতে পারবো । বেহদের বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁর গলার হার কিভাবে হবে সেই আশা থেকে যায় । তাই যখন শিববাবা আসেন, এসে তিনি এই তিনের রচনা করেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তখন এই ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের বাবার গলার হার হতে পারে । প্রথমে লৌকিক মা - বাবার গলার হার । তাদের কাছে বেঁচে থেকেও মৃত হতে পারলে পারলৌকিক বাবার হতে পারবে এবং তখন আশীর্বাদী বর্ষা পেতে পারবে । যেমন কোনো সাহকার গরীবের বাচ্চাকে দণ্ডক নিলে সে তখনই সেই ধনী ব্যক্তির হয়ে যায় যদিও তার গরীব বাবা - মা তখনো বেঁচে থাকে । সেই সন্তানের দুজনকেই স্মরণ থাকে । তোমাদেরও লৌকিক আর পারলৌকিক দুই সম্বন্ধই স্মরণে থাকে । দু'জনের সঙ্গেই তোমরা মিলিত হও । তোমরা পারলৌকিক মা - বাবার দণ্ডক সন্তান হয়েছ তাঁর কাছ থেকে গভীর সুখ পাওয়ার আশায় । সে হলো হদের কোল আর এ হলো বেহদের কোল । তোমরা বেঁচে থাকা অবস্থাতেই তাঁর কোলে এসেছো । তোমরা জানো যে আমরা এনার হতে পারলে, দেবী - দেবতা কুলের চরম সুখ পেতে পারবো । তাই যে মাতা - পিতার সন্তান হয়েছো তাঁকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । শ্রীমত তো গাওয়া হয়েছে তাই না ! এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর মতে চলছো । আবার এমনও নয় যে চট করে সবাই তাঁর দণ্ডক সন্তান হয়ে যায় । তা হয় না । আস্তে আস্তে হয় । এখন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । ঝাড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছে । খৃষ্টান ধর্মের লোকেদের আগে ক্রাইস্ট আসে । তারপর ১০ - ২০ - ৫০ করে বাড়তে থাকে ।

এই ঝাড় এখানে সামনেই বাড়তে থাকে । ক্রাইস্ট চলে যায় কিন্তু শেষে এসে আবার মিলিত হয় । ইনি হলেন বেহদের বাবা । অনেককেই শিববাবার গলার হার হতে হবে তখনই বিষ্ণুর গলার হার হতে পারবে । শিববাবা তো নিরাকার । ব্রহ্মার দ্বারা তিনি মুখ বংশাবলী রচনা করেন । ত্রিমূর্তি শিবেরও অর্থ আছে । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ হয় না । বাবা সবকিছু ঠিক করে বুঝিয়ে দেন । গোলার নীচে লিখতে হবে স্বদর্শন চক্র (চরকা নয়) । সরকার তো চরকা লাগিয়ে দিয়েছে । এখানে হলো স্বদর্শন চক্র । দিন - প্রতিদিন কারেকশন হতেই থাকে ।

বাবা বুঝিয়েছেন -- সবসময় ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী বলতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আশীর্বাদী বর্ষা দেন । শিববাবা আছেন, তাই তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাও তাঁর সাথে অবশ্যই চাই । তাই এই বিষ্ণু হলো বর্ষা । শঙ্করের দ্বারা বিনাশের কথা গায়ন আছে, তাই এই ত্রিমূর্তির চিত্র হলো মুখ্য । এই ত্রিমূর্তির চিত্র চলে আসছে । ওখানেও যখন তোমরা রাজত্ব করো তখন সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর চিত্র থাকে । এ যেন 'কোট অফ আর্মস' (কুল মর্যাদার প্রতীক চিহ্ন) । এর অর্থ মানুষ জানে না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, এই জ্ঞান তোমরা এখন পেয়েছো, দেবতাদের কাছে এই জ্ঞান থাকে না । তৃতীয় নয়ন তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই খোলে । বাবা কেমন সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন - "মনমনাভব ।" বাবা এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো । তোমরা তো ব্রহ্মামুখ বংশাবলী । তোমরা আবার জ্ঞান - গঙ্গাও । তোমরা হলে জ্ঞান সাগরের দ্বারা ব্রহ্মা মুখ কমলের দ্বারা নির্গত মুখ বংশাবলী, জ্ঞান কুমার - কুমারী । তাই তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান ।

বাস্তবে প্রকৃত তীর্থ তো এখানেই । আত্মা আর পরমাত্মার এ হলো প্রকৃত সঙ্গম । জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান গঙ্গা । এ হলো খুব গোপন বোঝানোর বিষয় । মোটা বুদ্ধির মানুষ এ কথা বুঝতে পারবে না । তাদের জন্য সহজ যুক্তি হলো শিববাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো -- এঁনার দ্বারা । এইকথা বুদ্ধিতে থাকলে খুশীর পারদ চড়বে । তোমাদের তো ঈশ্বরীয় ছাত্রজীবন । বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । কৃষ্ণ মানুষদের পড়ান না । কৃষ্ণকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না । কৃষ্ণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন না । রাজযোগের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে, যার দ্বারা তোমরা প্রালব্ধ পেয়ে থাকো । ওখানে এই জ্ঞানের দরকার নেই । এখানে তা দরকার । বাবা বলেন, কল্পে কল্পে আমি এসে রাজযোগ শেখাই । রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলি যে এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । সম্পূর্ণ সঙ্গম যুগেরই মহিমা, যখন পতিত পাবন বাবা এসে পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান । পুরানো দুনিয়া বিনাশের জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমরা দেখো, আজকাল দুনিয়াতে কি না হয় । আজ যিনি বাদশাহ, কাল মিলিটারী যদি বিগড়ে যায় তাহলে সেই বাদশাহকেও কয়েদী বানিয়ে দেয় । যাকে খুশি মেরে ফেলে । এমন অনেক কেস হতে থাকে । এখন কারোর কোনো কথায় কোনো ভরসা নেই । চারিদিকে দুঃখই দুঃখ । আজ কারোর সন্তান হলো তো সে সুখী হলো আবার কাল মারা গেলেও সেই দুঃখ । এ তো দুঃখেরই দুনিয়া । এখন বাবা তোমাদের নতুন সুখের দুনিয়ার উপযুক্ত করছেন । বাবা নিজেই বলেন যে তোমরা কতখানি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছো । এখন তোমরাই আবার যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারো । তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে আবার তোমরাই অসুর হয়ে গেছো । কাল তোমরা দেবতাদের মহিমার গায়ন করতে, নিজেদের পাপী, নীচ বলতে । মানুষ বলে আমরা হলাম নির্গুণ আর হেরে যাওয়ার মধ্যে তাই নিশ্চই কারোর ওপর দয়া করেছেন । এই দেবতাদের কতো গুণবান বানিয়েছে এখন তোমরা জানো । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউই দেবতা বানাতে পারে না । মানুষ সম্পূর্ণ বিকারী আর পতিত হয়ে পড়েছে । বৃদ্ধ হয়ে গেলেও বিকার ছাড়তে পারে না । নাহলে নিয়ম আছে যে ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ নেওয়া উচিত । ৬০ বছরের

মধ্যে নিজেদের বোঝা বাস্তবের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া উচিত । এখন মানুষ ৬০ বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিচ্ছে । বাবা বলেন যে এনার ৬০ বছর বয়সে, অনেক জন্মের অন্তরও অন্তর যখন এনার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন ইনি সবকিছুই ছেড়ে দেন । বাবার আসাতে সারা দুনিয়ার জন্য বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়ে যায় কেননা সবাইকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । ছোটো বা বড় কেউই থাকবে না ।

বাবা এসে সকলকে মিষ্টি স্বভাবের করে তোলেন । মুক্তি বা জীবনমুক্তি দুইই মিষ্টি ধাম । সবারই বিনাশ হবে । সবার হিসেব - নিকেশও শোধ হবে । সাজা খেতে দেবী লাগে না । যেমন কাশী কলবট খেলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় । তখন আবার নতুন করে হিসেব শুরু হয়ে যায় । বাকি মুক্তিতে একজনও যায় না । ওরা ভাবে শিবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নির্বাণধামে চলে যাবো । বাবা বলেন, ফিরে কেউই যেতে পারে না । পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে । এই প্রথম নশ্বরই সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম নেয় । তাই অবশ্যই পিছনের দিকে যারা তারাও নেবে । তোমরা ৬৪ জন্ম নিয়েছো । শুরু থেকেই তোমাদের পার্ট চলতে থাকে । এ হলো তোমাদের কল্যাণকারী লিপ জন্ম । এই জন্মে অথবা এই ধর্মের যুগে তোমরা ধর্মাস্বাভে পরিণত হও । ওই সব হলো হৃদের কথা । সে সব হলো ধর্মের মাস, ধর্মের বছর আর এ হলো ধর্মের যুগ । এই লিপ জন্ম ব্রাহ্মণদের একবারই হয় । ব্রাহ্মণরা হলো শিখা, এরপর তোমরা দেবতা হবে । এখন তোমরা জানো যে বাবা আমাদের গলার হার বানান । আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকি । বাবা নিজেই বলেন, তোমরা যখন অশরীরী ছিলে তখন আমার কাছে ছিলে । এখন তোমরা বুঝে গেছো -- আমরাই প্রথম দিকে সত্যযুগে আসবো । সেখানে থাকবে দেবী - দেবতা ধর্ম । সেখানে পুরুষার্থ করার প্রয়োজন থাকবে না । পুরুষার্থ এই সঙ্গমেই করা হয় । এই হলো সঙ্গম যুগ, আর যে সঙ্গম হয়, তার আয়ু গণনা করা হয় না । এই সঙ্গম যুগেরই সময় নির্ধারণ করা হয় । এ হলো খুব ছোটো যুগ । এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে এর পরিবর্তন করেন । বাকি ওই যুগদের কোনোকিছুই নেই । দুই কলা কম হতেই রাজ্যের বদল হয় । এ তোমাদেরই সাম্রাজ্যের হয় যে কিভাবে রাজ্য দেওয়া হয় । সঙ্গম যুগে বাবা এসে পতিতদের পবিত্র করেন, তাই এই যুগের আয়ু যখন থেকে বাবা এসেছেন, তখন থেকে নির্ধারণ করা হয় । তাহলে অবশ্যই তিনি এসেছেন, তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাঁর মুখ বংশাবলী, জ্ঞান নদী হলো ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী, এনার থেকেই জ্ঞান পেতে হবে । বাবা বলেছেন, এমন কোনো নতুন জিনিস বানাও যে বোঝানো সহজ হয় । তাতে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী লেখো । বাবা তো নির্দেশ দেন, কিন্তু যিনি বানাবেন তাকে হুঁশিয়ার হতে হবে । এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে, তারপর সেবাও হালকা হয়ে যায় । শিব জয়ন্তী এলো কি এলো । অনেক ধুমধাম করে পালন করা উচিত । দুয়েই কোট অফ দেখানো হবে । আমরা আমাদের ঐশ্বরীয় কথাই বলি । বাবা হলেনই কল্যাণকারী । বাস্তবায়নও অন্যের কল্যাণ করতে থাকে । তা দেখে বাবা খুশী হন । বলা হয় "চারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম ।" মিত্র - সম্বন্ধীদেরও বোঝাতে হবে । না হলে তারাও অভিযোগ করবে । তোমরা অনেক পয়েন্টস পাও । চিত্রও খুব সুন্দর । মালাও কতো সুন্দর । রুদ্র মালা হয়ে তারপর বিষ্ণুর মালা হয় ।

তোমরা ব্রাহ্মণরাই প্রকৃত গীতা শোনাও । সত্যিকারের যাত্রার রহস্য তোমরাই বুঝিয়ে বলো । এখানে বসে তোমরা যদি স্মরণের যাত্রায় থাকো তাহলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার আর কোনো উপায় নেই । যোগের অনেক মহিমা । এতেই পরিশ্রম । এখানেই অনেক ঝড় আসে । যেমন সহজ, তেমন মুশকিলও । তোমাদের যোগ তপস্যারও চিত্র আছে । রাজস্বেরও চিত্র আছে

। রাজযোগের সাহায্যেই তোমরা দেবতা হও । তোমরা হলে রাজস্বর্ষি আর ওরা হঠযোগী । তোমাদের হলো ন্যাচারাল জটা । এখন আমরা সবাই বাবার গলার হার, সকলেই ভাই - ভাই । বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্ষাও পাই । প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামেও গায়ন আছে । উনি হলেন নিরাকার পিতা আর ইনি সাকার পিতা । শঙ্করের জন্য বলা হয় তাঁর চোখ খুললেই বিনাশ হয় । শঙ্করের সাথে পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেখিয়ে গৃহস্থী বানিয়ে দিয়েছে । অন্ধশ্রদ্ধা অনেক । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের ধনী বানিয়েছিলাম । তোমরা মন্দির বানিয়ে, দান করে, শাস্ত্র লিখে অনেক অপ্রয়োজনীয় খরচা করে দুর্গতি প্রাপ্ত করেছো । এও ড্রামাতেই নিহিত ছিলো, তাই তো বাবা বসে বোঝান । বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । তিন কালের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এ হলো ধর্মের যুগ । এইসময় ধর্মাত্মা হতে হবে । সবার কল্যাণ করতে হবে । মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে চলার রাস্তা বলতে হবে ।

২) এ হলো আমাদের ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন । বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । এই খুশীতে থাকতে হবে ।

বরদান :- শিক্ষক হওয়ার সাথে সাথে দয়ার ভাবনার দ্বারা ক্ষমা করে মাস্টার দয়ালু হও ।

সবার শুভ কামনা পেতে শিক্ষক হওয়ার সাথে সাথে মাস্টার দয়ালু হও । দয়ালু হয়ে ক্ষমা করো তাহলে এই ক্ষমা করাও শিক্ষা দেওয়া হয়ে যাবে । কেবল শিক্ষক হলেই হবে না, ক্ষমা করতে হবে -
- এই সংস্কারের দ্বারাই সকলকে শুভ কামনা জানাতে পারবে । এখন থেকে শুভ কামনা দেওয়ার সংস্কার পাকা করো তাহলে মানুষ তোমাদের জড় চিত্র থেকেও শুভ কামনা প্রাপ্ত করতে পারবে, এরজন্য প্রতি পদে শ্রীমত অনুসারে চলে শুভ কামনার সম্পত্তি ভরপুর করো ।

স্লোগান :- যার ঝুলি পরমাত্ম সম্পদে ভরপুর আছে তার কাছে মায়া আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পতিত পাবন বাবা এসেছেন পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ার বর্ষা দিতে, পবিত্র হলে সদগতি প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্ন:- ভোগী জীবন, যোগী জীবনে পরিবর্তিত হবে এর মুখ্য আধার কি ?

উত্তর :- নিশ্চয়। যতক্ষণ নিশ্চয় নেই যে আমাদের পড়াচ্ছেন স্বয়ং বেহদের বাবা ততক্ষণ না-ই যোগ লাগবে, না-ই পড়াশোনা করতে পারবে। ভোগী জীবন-ই থেকে যাবে। অনেক বাচ্চারা ক্লাসে আসে কিন্তু যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর উপরে নিশ্চয় নেই। ভাবে হ্যাঁ কোনো শক্তি আছে কিন্তু নিরাকার শিববাবা পড়ান -- এটা কিভাবে সম্ভব ? এই কথা তো নতুন। এমন পাথরবুদ্ধি বাচ্চাদের পরিবর্তন হয় না।

গীত : - ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই কথা তো বুঝেই গেছে যে শিববাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন। ঋণে ঋণে তো আর বলবেন না ভগবানুবাচ। ঘন ঘন নিজের মহিমা করা, এটা নিয়ম নয়। শিববাবা হলেন সকলের পিতা, তিনি বসে আমাদের অর্থাৎ আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। ২১ জন্মের ভবিষ্যতের জন্যে অটল অখন্ড দৈবী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করাচ্ছেন। যেমন স্কুল অথবা কলেজে বাচ্চারা জানে যে টিচার আমাদের নিজের মতন ব্যারিস্টার তৈরি করছেন, মুখ্য লক্ষ্যটি হল এটাই। বাকি সতসঙ্গে যারা যায় বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শুনতে, তাতে কিছু প্রাপ্তি হয়না তাই টিচার তবুও ভালো যারা শরীর নির্বাহের জন্যে দৈহিক বিদ্যা শিখিয়ে দেন, যাতে আজীবিকা অর্থাৎ উপার্জনের উপায় হয়। বাকিরা সব দুর্গতি-ই করে, বাচ্চারা বিবাহ ইত্যাদি করতে না চাইলে লৌকিকে পিতা বলেন সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হবেনা। যেখানে যেতে চাও চলে যাও। এখানে তো বাবা অমৃত পানও করান এবং বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারও দেন, বলেন পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। কতখানি তফাৎ -- লৌকিক পিতা ও পারলৌকিক পিতায়। একজন রাত্রির দিকে নিয়ে যান, অন্য জন দিবসে। ইনি হলেন পতিত পাবন। বলাও হয় যে সদগতি দাতা একজনই -- যিনি এসে সকলের সদগতি করেন, তাহলে দুর্গতি কে করে ? এই কথা জানা নেই। বাবা বোঝান -- সব আসুরী মতানুসারে চলে। এখানে আসে অসুর থেকে দেবতা হতে। এ হল ইন্দ্রপ্রস্থ।

অনেক অসুর লুকিয়ে এসে বসে। সব সেন্টারে এমন লুকোনো অসুর অর্থাৎ বিকারী অনেক আসে, তারা বাড়ি গিয়ে আবার বিষ পান করে। দুটি কাজ একত্রে তো চলতে পারবে না। তারা পাথরবুদ্ধি হয়ে যায়। বাবাকে চেনেই না। নিশ্চয় তো একেবারেই নেই যে আমাদের বেহদের পিতা পড়াচ্ছেন। শুধুই এসে বসে। ফলে না যোগ লাগে, না পড়া হয়। ভোগী - ই থেকে যায়। অনেকে ভাবে যে কোনো শক্তি আছে ব্যস। নিরাকার শিববাবা কিভাবে আসবেন ! কোনো শাস্ত্রেও লেখা নেই। এইসব হল নতুন কথা। গায়নও আছে শিব জয়ন্তী.... কিন্তু পাথরবুদ্ধি হওয়ার জন্যে বুঝতে পারেনা। শিব আছেন তবেই তো সব ভক্তজন স্মরণ করে। বলাও হয় শিবায় নমঃ। ভাবে তিনি পরমধামে বাস করেন। আমাদের পিতা হলেন পরমপিতা, সুতরাং তিনি সবার ফাদার হলেন কিনা। ভারতেও এমন আছে যারা ফাদারকে বিশ্বাস করেনা। মানুষদের বোঝান খুব কঠিন। মানুষ তো এই

কথাও জানেনা যে এখন দুর্গতির সময় চলছে। ভক্তি মার্গে প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল এখন ব্যভিচারী হয়েছে। ব্যভিচারী ও অব্যভিচারীতে কত তফাৎ আছে। এক হল পাপ আত্মা, অন্যজন হল পুণ্যাত্মা। অব্যভিচারী ভক্তি হলই সত্যিকারের ভক্তি। সেই সময় অর্থাৎ দ্বাপরে মানুষ সুখীও থাকে। ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবই থাকে। কলিযুগে বেশি দুর্গতি হয়ে যায়। যখন ব্যভিচারী ভক্তিতে আসে তখন বিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। দিন প্রতিদিন বিকারের জোরও বাড়তে থাকে। প্রথমে সতো প্রধান বিকার ছিল, এখন হয়েছে তমোপ্রধান বিকার। সব একেবারে তমোপ্রধান হয়েছে। ঘরে ঘরে কত ঝগড়া। শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। কৃষ্ণ তো পিতা নয়। কারো জীবন কাহিনী জানে না। ইনি হলেন পতিত - পাবন। পরম পিতা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে যে উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, জলের সাগর কি পতিত-পাবন, নলেজফুল হতে পারে। মানুষ তো জলের সাগর থেকে উৎপন্ন নদী গুলিকে পতিত-পাবনী ভেবে নেয়। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে যেমন গীতার ভগবানের কর্ম কর্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয় --- নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা হলেন রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন রচনা , এবারে বলো গীতার ভগবান কে ? ভগবান তো একজনকেই বলা হবে। তাহলে ব্যাস দেব কে কিভাবে ভগবান বলা হবে। তো এমন এমন প্রশ্ন করা উচিত -- পতিত-পাবন , পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর , ওঁনার থেকেই এই জ্ঞান গঙ্গা কিভাবে উৎপন্ন হয় ? পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী রচনা করেন। তারা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে , ফলে সদগতি প্রাপ্ত হয়। এবার জলের সাগর দ্বারা পবিত্র হয় বা জ্ঞানের সাগর দ্বারা। জল দ্বারা মানুষ পবিত্র তো হতে পারেনা। তাহলে ধাঁধা স্বরূপ এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা উচিত , এনাকে জিজ্ঞাসা করলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। ডাকে সবাই ওঁনাকেই হে পতিত পাবন সীতারাম। তারপরে গঙ্গায় স্নান ইত্যাদি করে , সুতরাং এই ধাঁধা টিও যুক্ত করা উচিত। সময় অনুসারে প্রতিটি জিনিস শোভনীয় হয়। যেমন ঐ গীতার ভগবান বিষয়ী ধাঁধাটি, তেমনই এই ধাঁধাটি। মনে খেয়াল আসে তো ঠিকই --- এমন কি জিনিস তৈরি করি যে মানুষ স্মৃতি চিহ্ন রূপে সদা নিজের কাছে রাখবে। ভালো জিনিস হলে নিজের কাছে রাখবে। কাগজ ইত্যাদি তো ফেলে দেয়। দেবতাদের ভালো জিনিস থাকলে নষ্ট করবেনা। সার্ভিসের প্র্যাক্টিসে যারা থাকে তাদের সারাদিন বিচার সাগর মন্ডন চলবে আর তারা করেও দেখাবে। শুধু বলা উচিত নয় এমন করতে হবে। এইসব কাকে বল ? বাবা করবেন নাকি বাচ্চারা করবে ? বলো কে ? বাবা তো নির্দেশ দেবেন। এমন ভালো চিত্র , ক্যালেন্ডার ছাপাও , ত্রিমূর্তি শিবের ক্যালেন্ডার প্রিন্ট হওয়া উচিত। ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী বলা ঠিক। শুধু শিব জয়ন্তী বলা ভুল। এক বাচ্চার ইচ্ছা ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীর ক্যালেন্ডার তৈরি হোক তাও রঙিন। ত্রিমূর্তি চিত্রের দ্বারা ভালো ভাবে বোঝা যায়। বাবা লকেটও এইজন্যে তৈরি করেন যাতে তার দ্বারা ভালো ভাবে বোঝান যায়। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা সদগতি করেন। সুতরাং যে পরিশ্রম করে বিষ্ণুপুরীর মালিক সে-ই হয়। যারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেনা তারা বিনাশ হয়ে যায়। তারা দন্ডও ভোগ করে , পদও প্রাপ্ত করেনা। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু যখন ভগবান আসেন তখন কত কম জন ওনাকে চিনতে পেরে ওনার আপন হয়। কোটিতে কেউ। যারা মুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে তারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারেনা। বিকর্ম বিনাশ হবেনা তাই সাক্ষাৎকার করানো হয়েছিল -- ধর্ম স্থাপকরাও আসেন দৃষ্টি নিতে। স্মরণ করতে করতে বিকর্ম বিনাশ করতে থাকলে উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করতে পারবে, অন্য ধর্মের মুখ্য বিশিষ্ট ধর্মীয় লোকজন আসবে পরে । এমন নয় বর্তমানের পোপ আসবেন না না প্রথম নম্বরের পোপ আসবেন , যিনি বর্তমানে শেষ জন্মে আছেন , তিনি আসবেন। এ হল খুব ভারী হিসাব। এখন তো এ হল কুস্তুর মেলা। এইসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। যখন দুর্গতি হওয়ার সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে যায়

তখন বাবা এসে ১৬ কলা সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রহণ স্ব দর্শন চক্র থেকে বের করা হয়। এই যে গোলা আছে , তাতে নীচে লেখা উচিত এই হল স্ব দর্শন চক্র। এ হল খুব ভালো জিনিস । এই হল ঈশ্বরীয় কোট অফ আর্মস। এইসব হল ঈশ্বরীয় কথা। স্লাইড যা তৈরি হয়েছে তার জন্যও বাবা বোঝান। যদি তারা মুরলি শুনবেনা তো নির্দেশ কাজে লাগাতে পারবেনা। মুরলি তো রোজ পড়া উচিত। যারা সার্ভিস করে তাদের কাজ করা উচিত। ত্রিমূর্তির স্লাইড তৈরি হয়, তাতে অক্ষর অনেক থাকে। স্থাপনা ও বিনাশ -- দুটি গোলা ও চাই। এই হল নরক , এই স্বর্গ। এই হল আজকের ভারত , এই হল কালকের। বাবা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিতে বসে আছেন। বাবা কে চিনে নিশ্চয় হলেই ব্যস। জীবনমুক্তি প্রাপ্তির পুরুষার্থ আরম্ভ হয়। জন্ম তো নিয়েছ তাইনা। বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে। তারপর বিকার চাইতে পারবেনা। বাবা বলেন ব্রহ্মচারীর বর্সা প্রাপ্ত হয়না। প্রাক্তিক্যালে এনাকে (ব্রহ্মাকে) দৃষ্টান্ত রাখা হয়েছে কিনা। এমন অনেকে মুশকিলে বের হয়। নিজের সম্মান ইত্যাদিও দেখে তারা । রচয়িতা হলেন বাবা , সবাইকে ওনার আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে। তোমরাও শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে পদ ব্রষ্ট হয়।

বাবা বলেন --- এই জ্ঞান মার্গে পাকা নষ্ট মোহ হওয়া উচিত। বাবার আদেশ প্রাপ্ত আছে , যে বাচ্চারা আদেশ পালন করেনা তারা হল কু সন্তান। সে সন্তান-ই নয়। পবিত্রতার আদেশ তো ভালো তাইনা। রাজযোগ তো বাবা এখনই শেখাচ্ছেন। মানুষ তো কিছুই বোঝেনা। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বোঝে। বাবা এত নির্দেশ দেন , বাচ্চারা খুব মুশকিলে করে দেখাতে পারে। বাবা বলেন ত্রিমূর্তির ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হবে। সমস্ত কিছু ত্রিমূর্তি শিবের চিত্রের উপরে নির্ভর করছে। লেখা আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। নিশ্চয়ই শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন তাইনা। কলিযুগী অসুরী রাজ্যের বিনাশ হবে। অসুরী রাজ্যে সংখ্যা কত বেশি। দৈবী রাজ্যে কম সংখ্যা থাকে। লেখাও আছে যে অনেক ধর্মের বিনাশ , এক সত্য ধর্মের স্থাপনা। বাবা বলেন -- আমি কত সুন্দর করে সাজাই তবুও শোধরায় না , উল্টো পাল্টা বলতেই থাকে। এখানে বাবা বলেন দেহ সহ যা কিছু আছে সব কিছু ভুলে মামেকম স্মরণ করো। নিজের দেহও আটকে যেও না। কারো দেহের আকর্ষণে আটকে নীচে তলিয়ে যায়। যেমন মাম্মার শরীরের সঙ্গে প্রীতি ছিল ফলে মাম্মার যাওয়ার পরে কতজন মারা যায় কারণ নাম রূপে আটকে ছিল। বাবা কত বলেন যে দেহ অভিমানী হয়োনা , মামেকম স্মরণ করো। তোমরা এই ব্রহ্মার শরীরকেও স্মরণ কোরোনা। শরীরকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারেনা। দেহি অভিমানী হতে অনেক সময় লাগে। বাবার স্মরণে থাকা --- খুব কঠিন কাজ। জ্ঞান তো খুব ভালো শোনায়। যোগে মুশকিলে থাকে। যত বড় বীর ততই মায়ার ঝড় আসবে। কারোর নাম রূপে আটকা পড়ে প্রবঞ্চিত হয় , এতেই খুব সাবধানতা চাই। যোগেই খুব পরিশ্রম আছে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। যোগে ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃতি হয়ে যায় তাই বাবা বলেন বিকর্মজীত হবে কিভাবে। যোগে থাকলে পাপও হবেনা। নাহলে একশগুণ হয়ে যায়। এখানে তো স্বয়ং ধর্মরাজ এবং বাবা উভয়েই সঙ্গে আছে তাই বলেন বাবার সামনে কোনো পাপ করবেনা , নাহলে একশো গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। যোগের দ্বারা-ই বিকর্মজীত হতে হবে। স্ব দর্শন চক্র কে জানা তো সহজ । এই গোলার নীচে লেখা উচিত চক্র , চরকা নয়। বাবা যুক্তি তো ভালো ভালো বলে দেন। বাচ্চাদের কর্মে আনতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো দেহধারীর নাম রূপে আটকাবে না। নিজের দেহেও ফেঁসে যাবে না। এই বিষয়েই খুব সাবধান হতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে নষ্ট মোহ অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতার আদেশ মানতে হবে অন্যদেরও পবিত্র করার যুক্তি রচনা করতে হবে।

বরদান :- স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়ে সর্ব খাজানার মালিক হও।

ব্যাখ্যা: তোমাদের স্লোগান হল "বদলা নিও না বদলে দেখাও" । স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন। অনেক বাচ্চারা ভাবে সে ঠিক হলে আমি ঠিক হব , এই সিস্টেম ঠিক হলে আমি ঠিক থাকব। ক্রোধীকে শীতল করে দিলে আমিও শীতল হয়ে যাব, এই খিটখিটে মানুষটিকে সরিয়ে দিলে এই সেন্টার ঠিক হয়ে যাবে এইসব ভাবা একেবারে ভুল। প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করো তাহলেই বিশ্ব পরিবর্তিত হবে। এর জন্যে সর্ব খাজানার মালিক হয়ে সময় অনুসারে খাজানাকে কাজে লাগাও।

স্লোগান - সর্ব শক্তির লাইট সদা সঙ্গে থাকলে মায়া দূর থেকেই পালিয়ে যাবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদের পেশা হল সকলের কল্যাণ করা। আগে নিজের কল্যাণ করো এবং তারপর অপরের কল্যাণ করার জন্য সেবা করো।”

প্রশ্ন:- ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও কিসের ভিত্তিতে জীবন মূল্যবান হয়?

উত্তর:- বাণী এবং কর্মের দ্বারা সেবা। যে বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা সেবা করে না, তার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সেবার দ্বারা সকলের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যে ঈশ্বরীয় সেবা করে না, সে নিজের সময়, শক্তি সবকিছুই অপচয় করে। তার পদও কম হয়ে যায়।

গীত:- তুমিই মাতা পিতাও তুমি.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এটা কার মহিমা? ভারতবাসী মানুষেরা তা জানে না। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমরা এখন জেনে গেছ যে এটা কার মহিমা। এই মাতা-পিতার দ্বারা এখন তোমরা বিষ্ণুপুরীর রাজস্ব নিষ্ক। ওপরে মাতা-পিতা রয়েছেন। বিদ্বানরা শিবলিপ্সের পূজা করতে দেন না কারণ তারা উল্টোপাল্টা বুঝেছে। বাস্তবে যখন শিবলিপ্সের পূজা করে তখন তাঁকে মাতা-পিতা বলে মনে করে না। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করার সময়ে তাদেরকে মাতা-পিতা বলে মনে করে কারণ তারা হলেন দু'জন। পাথরের মতো বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বুঝতেই পারে না যে আমরা কার পূজা করি। ‘তুমিই হলে মাতা-পিতা’ - এটা কার সম্বন্ধে বলা হয়? যেখানেই দু'জনকে দেখে তাদের সামনে এইরকম মহিমা করে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণ তো মাতা-পিতাও নয়, মাক্সিও নয় এবং জ্ঞানের সাগরও নয়। তোমরা বাচ্চারাই ভালো ভাবে জানো যে নিরাকার পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। ‘তুমিই হলে মাতা-পিতা’ - এটা কোনো দেহধারী মানুষের মহিমা হতে পারে না। লৌকিক মাতা-পিতার জন্যও এইরকম মহিমা করা হয় না। ওই লৌকিক মাতা-পিতার কাছ থেকে তো অল্পকালের জন্য কাক-বিষ্ঠাসম সুখ পাওয়া যায়। দ্বাপর এবং কলিযুগ হল দুঃখের সময়। তোমরা এখন বাবার দ্বারা বিচক্ষণ হয়েছ। কাউকে এটা বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। ত্রিমূর্তির চিত্র নিয়ে যাও, ওপরে রয়েছেন শিববাবা। এনার সম্বন্ধেই বলা হয় - ‘তুমিই হলে মাতা-পিতা’, যিনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে বিষ্ণুপুরীর রাজস্ব দেন। ইনি ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন যার দ্বারা আমরা রাজাদের রাজা হয়ে যাই। কে কিভাবে বিষ্ণুপুরী স্থাপন করল, সেটা কেউই জানে না। কেউ তো নিশ্চয়ই স্থাপন করেছিলেন। বাবার পরিচয় পাওয়ার পর বাবার কাছ থেকে বার্থ রাইট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকারও পাওয়া উচিত। বাবার দেওয়া জন্ম-সিদ্ধ অধিকার হল বিষ্ণুপুরী। তিনি নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী পদের প্রাপ্তি করান। রাজযোগ শেখান। বোঝানোর পদ্ধতিও খুব ভালো হতে হবে, যাতে কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারাও তোমরা খুব ভালো জ্ঞান দিতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এরা হল নতুন দুনিয়ার নম্বর ওয়ান মানুষ। এইরকম গায়নও আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। সেটাও স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। যদি কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে কিংবা কারোর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যেতে হয়, তাহলে সেখানেও তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। কিন্তু বাবাকেই যদি স্মরণ না কর, তাহলে সহায়তা পাবে কিভাবে? এমন অনেকেই আছে যাদের মধ্যে জ্ঞান-যোগ কিছুই নেই, তবুও সেন্টার সামলায়। সেক্ষেত্রে বাবা এসে সাহায্য করেন।

কিন্তু যে নিজের-ই কল্যাণ করে না, সে অপরের কল্যাণ করবে কিভাবে? যেমন গুরুরা নিজেরাই মুক্তি পায় না, তাহলে অন্যকে মুক্তি দেবে কিভাবে। বাবা খুব সহজভাবে বোঝান। ত্রিমূর্তির রহস্য এবং নুতন দুনিয়া, পুরাতন দুনিয়ার রহস্যও লেখা আছে। যারা সার্ভিস করে, তাদের বুদ্ধিতে এইসব রহস্য থাকে। কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে, বিছার মতো তাদের বুদ্ধিতে তীর লাগানোর চেষ্টা কর। তোমাদের পেশা হল সকলের কল্যাণ করা। কিন্তু যে নিজের-ই কল্যাণ করেনি সে অপরের কল্যাণ করবে কিভাবে? সার্ভিস তো অনেক রয়েছে। কর্মের দ্বারা সেবাও অনেকজনকে সুখের অনুভব করায়। সকলের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। যে বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা সেবা করে না, সে আর এমন কি পদ পাবে। সে তো কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় করে। যেমন ভক্তিমার্গে তোমাদের সময় এবং শক্তির অপচয় হয়েছিল। এমন অনেকেই আছে যারা আধ ঘন্টাও ঈশ্বরীয় সার্ভিস করে না। ভাগ্যে উঁচু পদ না থাকলে তার চাল-চলনও সেইরকম হয়। অনেকে আবার চলতে চলতে পড়েও যায়। তারপর তারা লেখে- বাবা, আমি গর্তে পড়ে গেছি, আঘাত লেগেছে। ওদের লজ্জা পাওয়া উচিত। মল্লযুদ্ধে কেউ হেরে গেলে তার মুখ কালো হয়ে যায়। অস্ত্রিমে যখন ট্রান্সফার হওয়ার সময় আসবে তখন তোমরা সবাই সাক্ষাৎকার করবে যে আমাদের পদ কেমন। কিন্তু তখন আফসোস করে কি হবে? বুঝতে পারবে যে প্রতি কল্পেই এইরকম গতি হবে। বলা হয়- ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিক। কিন্তু এখানে তো ঈশ্বরের মত অনুসারেও চলে না। যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমি কখনো শ্রীমৎ অনুসারে চলব না। পড়াশুনা-ই করে না। নাহলে তো কাউকে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। ছোট বাচ্চাও ছবি নিয়ে বোঝাতে পারবে যে ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, নিশ্চয়ই বি.কে.দেরকেই জ্ঞান দেন। এই উত্তরাধিকার ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যায়। বাচ্চারা যদি এইটুকুও বোঝায় তাহলেই সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাবে। নিচে লেখা আছে - এটা হল তোমার ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। এনারা হলেন জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতা। এই জগৎ মাতাই পরবর্তীকালে লক্ষ্মী হন। এই সময়ে পরমাত্মা এসে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য দেন। এটা হল জ্ঞান মার্গ। তারপর ভক্তিমার্গে দীপাবলিতে লক্ষ্মীর কাছে ভিক্ষা চাইবে। বাবা বলেন, তোমার বাচ্চারা যেখানেই যাবে, সেখানে গিয়ে বোঝাও যে আমরা এটা পড়েছি। আমাদের কর্তব্য হল ঘরে ঘরে গিয়ে বার্তা দেওয়া। আপনি যদি আসেন তাহলে আমরা আপনাকে এই ত্রিমূর্তির চিত্রের বিষয়ে বোঝাব। বাবা বসে এনাকে ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়েছেন। যেমন ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি হয় সেইরকম বিষ্ণুরও দিন এবং রাত্রি হয়। এটা বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। যেকোনো মানুষের কল্যাণ করতে হবে। এটাই হল তোমাদের পেশা - সবাইকে রাস্তা বলতে হবে। যদি দুটো রুটিও পাও, তাহলেই অনেক। মানুষের পেট তো খুব বেশি খায় না। যদি বিচক্ষণ হও তাহলে অল্প টাকাতেই কাজ হয়ে যাবে। এখানে তো এমন কেউ কেউ আছে যারা একটু কিছু ঠিকমতো না পেলেই চলে যাবে। তারা রাজস্বকেও লাখি মেরে দেয়। মাঝখানে যখন বেগরী (চরম দারিদ্র) পার্ট চলেছিল তখন এইরকম পরীক্ষা এসেছিল। অনেকেই চলে গেছে। এর পেছনে কি রহস্য ছিল সেটা তো কেবল শিববাবাই জানেন। কতজন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। নাহলে দুটি রুটি খাওয়ার জন্য কতই বা খরচ হয়। দুটো রুটি খাওয়া আর প্রভুর গুণগান করা অর্থাৎ বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। অনেক ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমি এক সেকেন্ডে তোমাদেরকে জীবনমুক্তির রহস্য বুঝিয়ে দিই। কলিযুগে জীবনবন্ধন রয়েছে। নিশ্চয়ই পরের জন্মে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা সঙ্গমযুগেই জ্ঞান দেন। যদি কেউ ভালো ভাবে বোঝায় তাহলে এটা কেবল এক সেকেন্ডের ব্যাপার। সুন্দর সুন্দর ছবিও বানানো আছে। ত্রিমূর্তির ছবি তো খুবই কম (পরিচিত), কেবল এর অর্থাটাই বোঝানো। এটাও জানে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন, বিষ্ণুর দ্বারা পালন এবং শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হয়। কিন্তু কবে

এসে এই কার্য করেন সেটা জানে না। ব্রহ্মার সন্তানরা নিশ্চয়ই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হবে। তারা জানে যে বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সেবা করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে যে এর ওপর গ্রহণ রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে রাজি হয় না। যেমন কয়েকজন এখানে পড়তে আসেনি। অন্তিমে এরা একেবারেই চলে যাবে। বাবা তো অনেক যুক্তি বলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - বাবা, আমি কি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাব? অমুক জায়গায় যাব...? আরে, তোমাদেরকে তো সব জায়গায় গিয়ে কেবল এই সেবা-ই করতে হবে। ত্রিমূর্তির ছবি নিয়ে তার সম্মুখে বোঝাও। ত্রিমূর্তি মার্গও রয়েছে। কিন্তু কেউই এর অর্থ জানে না। এমন অনেক বাচ্চাই আছে যারা সেন্টারে আসে, মুখে তো বলে যে আমরা পবিত্র থাকি, কিন্তু গুপ্ত ভাবে তারা অপবিত্র কর্ম করে। শিববাবা বলেন, আমি হলাম অন্তর্যামী। অনেকেই বিকারের বশীভূত হয় কিন্তু কিছু বলে না। তারা জানেই না যে এর জন্য কত শাস্তি পাবে। বাবা বলেন, ওরা অনেক শাস্তি পাবে। তখন অনুভব করবে যে আমি এই কথাটা গোপন করেছিলাম, এত মিথ্যা বলেছিলাম, তাই এই শাস্তি পাচ্ছি। বাবা বলেন, সময় আসলে সবাইকে নিজের চাল-চলনের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেব যে কতটা পাপ এবং অসত্য কর্ম করেছে। অনেকেই বিকারী কর্মও করে এবং সেন্টারেও আসে। শান্ত্রিতেও ইন্দ্রপ্রস্থের উল্লেখ রয়েছে। এটা কেবল একজনের কথা নয়। অনেকেই এইরকম আছে যারা এখান থেকে যাওয়ার পর শত্রু হয়ে যায়, অবলাদের ওপর অত্যাচার করে। সবকিছুই এখানকার বিষয়। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। এই কল্পবৃক্ষের ছবিটাও ফাস্টক্লাস। বোলো যে আপনারা কেবল এই জ্ঞানটা শুনুন। আমরা আপনাদেরকে নির্বিকারী হতেও বলছি না। কেবল এখানে আসলে আমরা আপনাদেরকে ভাল ভাল কথা শোনাব। আপনি বিয়ের খুশিতে আছেন, কিন্তু আপনাকে তার থেকেও অধিক খুশি করতে পারব। কথা বলার সাহস চাই। গোলার ছবিও খুব ভাল। কয়েকটা বইতেও গোলার ছবি রয়েছে। কেবল আয়ুকে বড় করে দিয়েছে। নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্ধার করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকতে হবে। এমন একদিন আসবে যখন তোমরা চিত্র নিয়ে গিয়ে সবাইকে বলবে যে শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজস্ব দিচ্ছেন। শঙ্করের দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে। দেবতা এবং অসুরের মধ্যে কোনো লড়াই হয়নি। লড়াই তো যাদব এবং কৌরবদের মধ্যে হয়। ওরা বোমা ফেলবে আর এদের মধ্যে লড়াই শুরু হবে। বিনাশের পর স্বর্গ স্থাপন হবে। কত সহজ ব্যাপার। সবাইকে বোলো যে কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। মন্মনা ভব, ব্যাস। আমাদেরকে কিছুই দিতে হবে না। আমরা টাকা পয়সার ভিখারি নয়। টাকা পয়সা আপনার কাছেই রেখে দিন। যুক্তির দ্বারা বলতে হবে। ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। তোমাদেরও বৃদ্ধি হবে। কেউ কেউ বাইরে থেকে খুব ভাল এবং খুব মিষ্টি স্বভাবের হয় কিন্তু অন্তরে ভরপুর অপবিত্রতা রয়েছে। এখানে অন্তরে এবং বাইরে সফ হতে হবে। শিববাবা সকলের অন্তর জানেন। তিনি বলেন, যে যেমন ভাবনা নিয়ে ভক্তি করে, সে তার ফল পায়। ড্রামাতে এটাই আছে। তাই যখন বাবাকে পেয়েছি তখন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারও পেতে হবে। সার্ভিসের দ্বারাই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও বাবা তো অবশ্যই পুরুষার্থ করাবেন, কখনোই টিলেমি দিতে দেবেন না। প্রোজেক্টরের দ্বারাও ভালো ভাবে বোঝানো সম্ভব। সৃষ্টিচক্রের ছবির মধ্যে কত জ্ঞান রয়েছে। বড় বড় মণ্ডপে বড় বড় ছবি রাখতে হবে। যত বড় ছবি হবে তত ভালো ভাবে পড়তে পারবে। বোঝানো খুবই সহজ। এটা হল নরক আর এটা হল স্বর্গ। এটা হল ৮৪ চক্র ঘোরানো। সঙ্গমযুগেই বাবার কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এর নামই হল সহজ রাজযোগ, অতি সহজ জ্ঞান। ড্রামা অনুসারে এই কল্পবৃক্ষকে জানতে হবে। বাবা তো চিত্র বানিয়ে দিয়েছেন। স্বর্গে এই দেবতাদের রাজস্ব ছিল। আর্য এবং অনার্য। আর্য মানে পারস-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং অনার্য মানে পাথর-বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমরাই সত্যি

কথা শোনাও। খুব দয়ালু হতে হবে। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সার্ভিস করে দেখাও। কেউ না কেউ ঠিক বেরিয়ে আসবে যে তার জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্তরে এবং বাইরে পরিষ্কার থাকতে হবে। বাবার কাছ থেকে কোনো কিছু গোপন করা উচিত নয়। সততায় পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে সেবা করতে হবে।

২) নিজের সময়কে সফল করতে হবে। সকলের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য বাণী অথবা কর্মের দ্বারা সেবা অবশ্যই করতে হবে। সকলের কল্যাণ করার পেশায় নিযুক্ত থাকতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা সুখময় স্থিতি বানাতে সক্ষম সুখ স্বরূপ হও।

স্থিতির আধার হল স্মৃতি। তুমি কেবল স্মৃতি স্বরূপ হও। তাহলেই যেমন স্মৃতি সেইরকম স্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে। খুশির স্মৃতিতে থাকলে স্থিতিও খুশিময় হয়ে যাবে এবং দুঃখের স্মৃতিতে থাকলে স্থিতিও দুঃখময় হয়ে যাবে। সংসারে তো দুঃখ ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, সবকিছুই চরমে পৌঁছাবে। কিন্তু তোমরা সুখের সাগরের সন্তানরা হলে সর্বদা খুশিতে পরিপূর্ণ এবং দুঃখের থেকে মুক্ত সুখ-স্বরূপ। তাই যা কিছু হয়ে যাক, তোমরা সর্বদা খুশিতে থাক।

স্লোগান:- সময়রূপী খাজনাকে অপচয় না করা - এটাই হল তীব্র পুরুষার্থীর লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরুষার্থের দ্বারা সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। দৈবীগুণগুলিকে ধারণ করতে হবে। নিজের অবগুণগুলিকে খুঁজে, তা বিচার করে দেখতে হবে- এখনও আর কি কি অবগুণ অবশিষ্ট আছে এবং নিজে কতটা আত্ম-অভিমানী হতে পেরেছে।

প্রশ্ন :- সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন সর্বদাই গভীর ভাবে কি এমন চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকা উচিত ?

উত্তর :- অন্য মানুষদেরও কিভাবে দেবতায় পরিণত করা যায়। কি ভাবেই বা সবাইকে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার জীবন-কাহিনী শোনাতে পারা যায় - এই চিন্তায় তোমাদের মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। দরকারে বহুরূপী সেজে বা ধোপ-দুরস্ত অন্য পোশাকে, অন্যরূপে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে। আলোচনার জন্য সেখানকার পূজারী বা ড্রাষ্ট্রীর লোকেদের সাথে দেখা করে সময় চেয়ে নেবে। এরপর যুক্তি সহকারে তাদের কাছে জানতে চাইবে, "আপনারা যার এত সুন্দর মন্দির বানিয়েছেন, তার জীবন কাহিনী কি ? তারপর যুক্তি দিয়ে তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রকৃত পরিচয় জানাতে হবে।

গীত :- অনুপম আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা।

ওঁ শান্তি! এই গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক বারই বোঝানো হয়েছে তোমাদের। প্রকৃত অর্থে আমরা এখন সেই যাত্রার মধ্যেই আছি, অর্থাৎ নিজেদের ঘর শান্তিধামে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে। ৮৪-জন্মের চক্র পুরো করে এখন ঘরে ফেরার পালা আমাদের। কিন্তু এমন কথা কারা বলতে পারে ? - একমাত্র তারাই, যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ (দত্তক) সন্তান। এছাড়া তোমরা আবার কর্মযোগীও বটে। তোমাদের চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য, শয়নে-জাগরণে সবেতেই কর্মযোগ অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করা। তেমনি তোমরা এই যাত্রার মাধ্যমে যতই বাবার স্মরণে থাকবে, যার ফলস্বরূপ তোমরাও ততই দেবতার মতনই হয়ে যাবে। এটাই 'মনমনাভব'-র প্রকৃত অর্থ। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন, লাগাতার ওঁনাকে স্মরণ করতে থাকলেই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। দেবতারও একদা এই ভারতেরই মানুষ ছিল। তাদের নানা প্রকারের চিত্রগুলিতে তা প্রদর্শিত আছে যে, একদা ওনারা এখানেই বাস করতেন। পূর্বে এই ভারতে থেকেই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। ভারতে তো কত প্রকারেরই অনেক অনেক সংখ্যায় মন্দির বানানো হয়। কিন্তু এমন সুন্দর মন্দির আর কারোরই উদ্দেশ্য বানানো হয় না। এমন কি কোনও রাজ-রাজাদের স্মৃতিতেও এমন করা হয় না। যার মন্দির বানানো হয়, লোকেরা সেই মন্দিরে বসেই তার মহিমার গুণগান করে। এমনি ভাবেই লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা সবার মহিমারই গুণগান করা হয়। আর এনাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী মহিমা লক্ষ্মী-নারায়ণের। যেহেতু লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন ১৬-কলা সম্পূর্ণ আর রাম-সীতা ছিলেন ১৪-কলার। যার অর্থ এখন তোমরা বুঝতে পারো। তোমরাও পূর্বের মতন আবারও তেমনিই (দেবতা) হতে চলেছো এখন। নিশ্চয় এমন কেউ আছেন, যিনি তাদেরকে (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) এমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন। --এই শিববাবাই পুরুষোত্তম-সঙ্গমযুগে ধরায় এসে, তাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের দর্শণ ও সেগুলির গতিগুলিকে বুঝিয়ে, তাদেরকে দেবতায় পরিণত করেছিলেন। তাই তো ভারতবাসীরা

দেবতাদের মহিমার এত গুণগান করে বলে - আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন কিন্তু নিজেরাই যে কখনও তা ছিলো, তা তারা মানতে চায় না। পূর্বে এই ভারত ভূখণ্ড থেকেই মহারাজা-মহারানী তৈরী হতো। যেহেতু ওনারা দৈবী-গুণ সম্পন্ন হতেন তাই ওনাদেরকে দেবতা বলা হতো। কিন্তু ওনারাও তো মানুষই ছিলেন। যেমন যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ -এনারাও মানুষ ছিলেন। কারণ, এই জগৎ-টা তো মানুষদেরই দুনিয়া। আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরও তো মানুষেরাই বানিয়ে থাকে। কত লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে তাদের জন্য মন্দির বানানো হয়। তবুও তারা এটা জানে না, তাদের সেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল কিভাবে ? তারা এত গুণবান হয়েছিল কি করে ? তবে কেনই বা আমরা নিজেদেরকে পাপী-নির্গুণ ইত্যাদি বলবো ? এখানেই তো ধারণার মূল তফাৎ। সবাই যখন সেই একই ভারতের অধিবাসী, ওনারা যেমন মানুষ ছিলেন-আমরাও তো তেমনই মানুষ। অবশ্য তাদের চেহারা ছিল দিব্যতায় ভরা অর্থাৎ দেবতা আর বর্তমান দুনিয়ার মানুষদের চেহারা কিছুটা অসুরদের মতন। যা ধীরে ধীরে এই স্বভাবের হয়ে যাওয়াতে, মন্দিরে গিয়ে তাদের গুণগান কীর্তন করি। যদিও তারাও মনুষ্যরূপীই ছিল, কিন্তু ওনারা ছিলেন দৈবীগুণধারী, আর আমরা হলাম আসুরীগুণধারী। অর্থাৎ আমরা হলাম অসুর আর ওনারা ছিলেন দেবতা।

বলা হয় অসুর আর দেবতাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ লেগেছিল। বাস্তবে দেবতারা তো তখনকার স্বর্গরাজ্যের দুনিয়ার, আর অসুরেরা তো বর্তমানের এই নরকের দুনিয়ার। তবে সেই যুগের, সেই দুনিয়ার দেবতারা বর্তমানের এই যুগে এখানে যুদ্ধ করবেই বা কি প্রকারে! ওনাদের নামটাই তো দেবতা, (অর্থাৎ দৈবীগুণ সম্পন্ন-অহিংসক)। তবে তারা কি কখনও হিংসক-যুদ্ধ করতে পারে ? আবার দেবতাদের রাজ্যেও অসুরদের নাম-গন্ধ পর্যন্ত থাকে না। অসুর যুগ - কলিযুগ। যখন পৃথিবী অনেক পুরোনো হয়ে যায়। যেখানে দেবতাদের যুগ - সত্যযুগ - যখন পৃথিবী থাকে নতুন অবস্থায়। তবে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবেই বা কি প্রকারে ? দেবতাদের তো যুদ্ধ করবার প্রয়োজনই নেই। ওনারাও তো এই দুনিয়াতেই রাজত্ব করেন। খুবই সহজ-সরল এই তথ্যগুলি। -তাই এভাবে বুঝতে আর বোঝাতে হবে। এর সাথে আমরা আবার ত্রিমূর্তির ছবিও দেখাবো। শিববাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী বানান। কিন্তু বর্তমান জগতের লোকেরা এসব কিছুই বোঝে না। এমন কি স্বয়ং ভগবান এসে যখন বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের এখন দৈবী-গুণ ধারণ করে মানুষ থেকে আবার দেবতা হতে হবে। তবুও তাদের বোঝার আগ্রহটাই যে নেই। বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণকে যেমন করে তৈরী করেছিলেন, তোমাদেরকেও তেমনি তৈরী করতে এসেছেন উনি। অতএব বিধি অনুসারে পুরুষার্থ করে তোমাদের এখন সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত। দেখতে হবে নিজেদের মধ্যে এখনও আর কোনও অবগুণ আছে কি না। যেহেতু বর্তমান সমাজে দেহ-অভিমান ভাবটা যে প্রবল। কিন্তু, দেবতারা ছিলেন আত্ম-অভিমानी, তারা জানতেন আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। সত্যযুগের স্বর্গে কারও অকাল-মৃত্যু হয় না। কারও কোনও প্রকারের অসুখ-বিসুখ, রোগ-ভোগ হয় না। তারা নিজেরাই সর্বপ্রকারেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। রাজাও যেমন - প্রজারাও তেমন তাই তো তাকে স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা নরক-রাজ্য। কিন্তু কাউকে যদি বলা যায়, তুমি নরকবাসী, তখন সে ক্ষেপে যায়। একমাত্র তোমরাই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারো, ভারত তখনই স্বর্গ-রাজ্য ছিল, যখন তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব-কাল ছিল। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা নরক-রাজ্য, তাই তো ওনাদের রাজ্য আর নেই। একদা যারা দেবতা হিসাবে পূজ্য ছিলেন, তারাই এখন পূজারী। প্রতিটা জিনিসই সতোপ্রধান অবস্থা থেকে তমোপ্রধান

অবস্থায় পৌঁছায়। দুনিয়াতে এমন কোনও বস্তুই নেই, যা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে পৌঁছায় না।
(অর্থাৎ নতুন থেকে পুরোনো হয় না)

তোমরা নিজেদের বেশ-ভূষা পাণ্টে সেইসব জায়গায় যেতে পারো, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের সামনে মেলা বসে। উদ্দ্যম-উৎসাহের সাথে তোমাদের মধ্যে এই ভাব আসা উচিত, অন্য মানুষদেরও কিভাবে এসব জানানো যায় যাতে বাবার সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার তারাও যেন পেতে পারে। বর্তমানে কেউ তো আর নিজেকে দেবতা বলে দাবী করতে পারে না, তাই তারা সবাই নিজেকে হিন্দু বলে। কিন্তু হিন্দু বলে তো কোনও ধর্মই হয় না। যদি তা ধর্মই হয়, তবে কে তার প্রতিষ্ঠাতা ? সভা-সমিতিগুলিতেও তোমরা অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র নিয়ে যাবে। এই চিত্র যেমন সুন্দর তেমনই কাজের। বোম্বোতে লক্ষ্মী-নারায়ণের খুব সুন্দর ভব্য মন্দির রয়েছে। সেখানকার চিত্রগুলিও খুবই রমণীয়। উন্নত মানের কারিগরেরাই এমন সুন্দর চিত্র বানাতে পারে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রদর্শিত সেই চিত্রগুলি দেখিয়ে লোকেদের বোঝাতে হবে, ওনারা প্রকৃত কে ছিলেন। ওনারা এমন উচ্চপদের অধিকারী হয়েছিলেন কিভাবে ? ওনারা অবশ্যই ৮৪-জন্ম চক্রকেও পুরো করেছেন। ওনারাই এখন আবার করে এই রাজযোগও শিখছেন, আগামী ভবিষ্যতে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। মূল কথাগুলিকে খুব সুন্দর ও ভালভাবে বোঝাতে হবে। অনেক বাচ্চাই ভাবে যে, প্রদর্শনীগুলিতে সে খুব ভাল-ভাবেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আরও ভাল তো তখনই প্রমাণিত হয়, যখন তোমরা নিজেদের কর্ম-কর্তব্যে উন্নত প্রমাণ করতে পারো। এখন তো তোমরা তোমাদের বর্তমান পুরুষার্থের হিসাবে ততটাই বোঝাতে পারো। যা শোনে তো অনেকেই, কিন্তু, এক কান দিয়ে শোনে আর অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। তাই বাবাকেও বার বার তা বলতে হয়। শুরুর প্রথমেই বাবার পরিচয় জানাবে। এই বাবাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আর এই যে এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের যে জড়-চিত্র রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তেমনই হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করবে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাও কিন্তু (তোমাদের মতনই) শিববাবার সন্তান। তাই ব্রহ্মাকে ভগবান বলা চলে না। যেহেতু ব্রহ্মাও শিববাবারই রচনা। ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং এইসব দেব-দেবীদের স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার দেওয়ান ব্রহ্মার দ্বারা। বর্তমান সময় কালে শিববাবা এখন ব্রহ্মার দ্বারা সেই রাজ্য স্থাপনের কাজই করে চলেছেন। অবশ্য আমরাও তাই বলি। - ব্রহ্মার দ্বারা উনিই বলেন, শিব ভগবান উবাচঃ। একমাত্র শিববাবাই আমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াতে পারেন। আর তাই এই পাঠের উপরেই তোমাদেরকে বিশেষ করে জোর দিতে হবে। তোমরা বি.কে.-রা তো অনেক সংখ্যায় আছো। অতএব উৎসাহের সহিত বদ্ধমূল হয়ে বলতেই পারো আমি একজন শিববংশী-বি.কে. শিববাবার পৌত্র। শিববাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সার সম্পত্তিও পাচ্ছি আমরা। শিববাবাই ব্রহ্মার মাধ্যমে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই ব্রহ্মাই আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। অন্যদেরকে এটাও জানাও, একই শিববাবা তো তোমাদেরও দাদু/ঠাকুরদা। সেই অর্থে তোমরাও কিন্তু এই প্রজাপিতা ব্রহ্মারই সন্তান। কিন্তু কেবল আমরাই তা জানি বলে ওনার মাধ্যমে শিববাবার অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি। যেহেতু তোমরা তা জানো না, তাই আমরা তোমাদেরকে তার পরিচয় জানাচ্ছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কারোও ভাগ্যে তা থাকলে, সে বুঝতেই চাইবে না। তাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাও আসে না যে তারা বি.কে! তারা এটাও সেভাবে মানতে পারে না যে, স্বয়ং শিববাবাই এই ব্রহ্মার দ্বারা তাদের রাজযোগ শিখিয়ে দেবতার পর্যায়ে উন্নত করান।

লোকেরা শিব-জয়ন্তী পালন করে। যেহেতু এই ভারতই পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জন্মভূমি। গভীর বদ্ধমূল হয়েই তোমরা তা সবাইকে জানাতেও পারো। সবারই সদগতি দাতা এই একমাত্র বাবা অর্থাৎ শিববাবা। আবার এই ভারতই ওনার জন্মভূমি। তাই বাবা স্বয়ং আবার এসেছেন এখানে। যদিও লোকেরা ওনার জন্ম-জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু এটাই তারা জানে না যে, কখন আর কার শরীরকে আধার করে তিনি এখানে আসেন। তিনি অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরকেই আধার করবেন। তা না হলে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার আর কার মাধ্যমেই বা বিলি করবেন ? আবার রাজযোগের শিক্ষাও বা কিভাবে শেখাবেন ? এমনই পরিস্কার করে বোঝাতে হবে তাদের। অতএব তোমরাও এসে বাবার থেকে সেই রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্বাদী-বর্সা নাও। মহাভারতের ভীষণ লড়াই যে প্রায় তোমাদের দোরগোড়ায়। অতএব দেরী না করে সত্বর নিজেদের ভক্তির প্রালঙ্ক ফল নিয়ে নাও, এটাই তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি। এখানে আসে তো অনেকেই, যদিও চেহারাতে তারা সবাই মানুষ, কিন্তু তাদের অনেকেরই স্বভাব ঠিক যেন দুট্টু বিকারী-বাঁদরের মতন।

তোমরা লোকেদের বোঝাবে যে, তোমরা নিজেরা এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলো। যদিও এই রুদ্র-যজ্ঞে অনেক বাধা-বিঘ্নও আসে, তবুও। দুঃচরিত্রের লোকেরা তাদের কু-বাসনা চরিতার্থের জন্য অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার চালায়। ব্রহ্মাকুমারীদের অনেকেই নিন্দা করে, যেহেতু তারা বিষ-বিকারের লোকেদের কু-অভ্যাসকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন করায়। আর এই বিষ-বিকারের কারণেই যত সব মারামারি-কাটাকাটি-হানাহানি চলতে থাকে। তাই তো বাবা বার বার সতর্ক করতে থাকেন - "কাম-বিকার মহাশত্রু"। বর্তমান সময়কালে সবাই ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট, সবাই নরকবাসী। এই বাবা এসেই বাচ্চাদেরকে স্বর্গবাসী বানান। অতএব এখন পুরুষার্থ করে এমন বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা তো নিতেই হবে। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং যেখানে পড়াচ্ছেন আমাদের। ব্রহ্মার দ্বারা ভক্তির প্রালঙ্কের ফলও দিচ্ছেন। এই নিশ্চয়তা এলে তো তক্ষুণি তারা দৌড়ে এখানে চলে আসবে। যদিও বাস্তবে এমনটা খুব কমই ঘটে থাকে। চিত্রগুলি অবশ্যই খুব সুন্দর বানাতে হবে। এর সাথে ত্রিমূর্তি আর কল্প-বৃক্ষেরও সম্বন্ধ আছে। যেমনি কোনও কোনও বাচ্চা খুব সুন্দর রীতিতে সেবার কার্য করে-তেমনি কেউ কেউ আবার ডিস-সার্ভিসও করে। বাবা অবশ্যই তা জানতে পারেন, (ড্রামার চিত্রপট অনুসারে) এসব অবশ্য হবেই। স্বর্গ-রাজ্যেও তো চাকর-চাকরাণীর দরকার পড়বে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে চাইলে, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতেই হবে। কারওকেই কোনও প্রকারের দুঃখ দেওয়া চলবে না মোটেই। লাগাতর সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকবে। আরও জানাচ্ছেন বাবা- প্রতি কল্পেরই পুরুষোত্তম-সঙ্গমযুগে উনি এই ভারতেই আসেন। এসে সবারই সদগতি করেন। অতএব সবারই উচিত ওনার কাছে আসা। তোমরা একথাও জানো, সবার উদ্ধারকর্তা এবং দিশা নির্দেশক (শিববাবা) এই ভারতেই জন্ম নেন। লোকেরা বলে যে বাবার কোনও নাম বা রূপ নেই আর সর্বত্রই সবকিছুতেই তিনি আছেন। কেবলমাত্র ভারতবাসীরাই বাবার এমন গ্লানি বা কুংসা করে থাকে। তাই তো তাদের জীবন-তরী অতলে তলিয়ে যায়। এরাই আবার ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বাবা স্বয়ং তাদেরকে ডেকে বলেন- এভাবে তোমরা যে ধর্মের গ্লানি করছো, সাথে সাথে বাবারও তো গ্লানী হচ্ছে যে। একদা তোমরাই তো কত পবিত্র থেকে দেবী-দেবতা হয়েছিলে - সেখানে আজ কত অপবিত্র হয়ে পড়েছো। যখন এই দেবী-দেবতারাি ভারতের মালিক ছিল, তখন এই ভারতেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল।

একথা তো একবাক্য সবাই বলবে, বর্তমানের এই যুগটা অবশ্যই কলিযুগ। যা কল্পের চিত্রপটের চক্র অনুযায়ী আবার তার পুনরাবৃত্তিও হয়। বাবা জানাচ্ছেন, প্রতি কল্পেই দুনিয়া যখন অতি পুরোনো হয়ে পড়ে, সেই দুনিয়াকে উঁনিই আবার নতুন রূপে বানিয়ে দেন। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেখানকার ট্রাস্টীর লোকেদের সাথে দেখা করতে পারো। আজকাল মাতাদের মান-মর্যদা অনেকটাই কমে গেছে, যেহেতু ভিখারীদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতারা ও বোনেরা কারওকে যদি রাখী বাঁধতেও যায়, সে হয়ত ভেবে নেবে নিশ্চয় কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে। তাই আগে ভাগেই তারা বলে দেয় যে, সময় নেই। কিন্তু তোমাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অথবা ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। যেহেতু অন্যেরাও এখন বি.কে.-দের মতন সাদা পোষাক পড়ছে। এইসব কারণগুলির জন্য বাবা তোমাদের বলেন, প্রয়োজনে যেমন বহরুপী হতে হবে, তেমনি আবার টিপটপ পোষাক পড়েও অন্যের সামনে যেতে হবে। এমন কি প্রয়োজনে তেমন জায়গায় মোটর-গাড়ী চড়েও যেতে হবে। খুব যুক্তি-সহকারে কথা বলবে। যেমন, তুমি বলবে - আমি শুনেছি যে, আপনি খুব সুন্দর একটা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানিয়েছেন, তাই আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, একদা এনারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মহারাজা-মহারানী ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বানানো এই মন্দিরটা খুব সুন্দর হয়েছে, তাই আমার ইচ্ছা হলো, নির্মাণ কর্তার সাথে দেখা করবার। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী আপনার নিশ্চয় জানা আছে। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা যদি জানান। প্রথমে এইভাবে জানতে চেয়ে তারপর তোমরা তাকে তা যথার্থ রূপে ব্যাখ্যা করে প্রকৃত তথ্য শোনাবে। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও এই ভাবেই মুক্তির দিশা দেখাতে হবে। যেহেতু তোমরা ছাড়া তাদেরকে সেই মুক্তির পথ আর কে বা দেখাবে ? অতএব তাদেরকেও বোঝাবে। সুতরাং সেই অনুযায়ী জ্ঞানের ধারণা ধারণ করার জন্য ততটাই উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। সেবার মধ্যে থাকলে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বাড়তে থাকবে। আবার এও দেখতে হবে, সামান্য কোনও কারণে যেন তোমাদের সেই স্থিতিতে অস্থিরতা না আসে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - স্তুতি কিম্বা নিন্দাতে সমান স্থিতিতে থাকা উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ব্রহ্মা বাবা কতই না স্মরণ করতেন। আর কেনই বা তা করবেন না। তিনি আর মাশ্রা যে তাই হতে যাচ্ছেন। -- তাই না। মানুষেরাও তাদের উদ্দেশ্যেই কত বড় বড় মন্দির নির্মাণ করছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র এমন হওয়া উচিত যা দেখে লোকে যেন খুব আনন্দ পায়। সারাদিন তোমাদের মাথায় এই চিন্তাই যেন চলতে থাকে, কিভাবে কোথায় গিয়ে সেবা করা যায় ? সব পয়েন্টগুলিকে ভালভাবে যাচাই করে নিয়ে তারপরেই ভাষণ করা উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা সেই ভাবেই করা উচিত। এমন জায়গায় যাওয়া উচিত, যেখানে বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী লোকেদের মুখ থেকে যেন আওয়াজ বেরোনো চাই - বাঃ, খুব ভাল, বাহ! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানে সর্বদা মশগুল থাকতে হবে। নিন্দা বা স্তুতিতে একই স্থিতিতে থাকতে হবে। নিজের স্থিতিকে কখনই অস্থির হতে দেবে না।

২) সবাইকে বাবার পরিচয় জানিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রকৃত জীবন কাহিনীর বর্ণনা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে নিজে কল্যাণকারী হয়ে সবারই কল্যাণ করতে থাকবে।

বরদান :- সমস্যার পাহাড়কেও উড়তী কলার দ্বারা ডিঙিয়ে যেতে পারা তীর পুরুষার্থী হও

বিস্তার :- সময়ের গতি যেমন তীর গতিতে সর্বদাই এগিয়ে যেতে থাকে, তেমনি সময় কখনও থেমে থাকে না। আর সময়কে যদি কেউ আটকাতে চায় তবুও কিন্তু সময়কে আটকাতে পারে না। সময় হলো রচনা আর তোমরা হলে রচয়িতা। তাই যে রকমই পরিস্থিতি বা যতই সমস্যার পাহাড় আসুক না কেন, উড়তী কলার বাচ্চারা কিন্তু তাতে থেমে থাকে না। আর উড়তী কলার কোনও কিছু যদি তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের আগেই থেমে যায়, তবে তখনই তাতে দুর্ঘটনা ঘটবে। অতএব তোমরা বাচ্চারাও তীর পুরুষার্থী হয়ে উড়তী কলায় উড়তে থাকো। কখনও ক্লান্ত হয়ো না কিংবা থেমে যেও না যেন।

স্লোগান :- স্মরণের যোগের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী বানানো - এটাই প্রকৃত মনসা সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমতের উপরে তোমাদের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে, বাবার আদেশ হল বাচ্চারা আমায় স্মরণ কর ও নলেজ ধারণ করে অন্যদের সেবা কর"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের উন্নতির জন্যে সব চেয়ে ভালো কোন্ পরামর্শটি দেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের কর্মের হিসাব নিকাশ (পোতামেল) রাখো। অমৃতবেলায় ভালোবেসে স্মরণ করো, বাধ্যবাধকতার মনোভাব নিয়ে নয়, শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণ দেহি-অভিমানী হয়ে দয়ালু হও তাহলে খুব ভালো উন্নতি হতে থাকবে।

প্রশ্ন:- স্মরণে বিদ্বৎ রূপ কোনটি ?

উত্তর :- অতীতের করণীয় বিকর্মগুলি স্মরণে বিদ্বৎরূপে সামনে আসে। তোমরা বাচ্চারা স্মরণে বসে বাবাকে আহ্বান করো, মায়া ভোলানোর চেষ্টা করে। তোমরা স্মরণের চার্ট রাখো তাহলেই মালায় গাঁথা হয়ে যাবে।

গান : - তুমি স্নেহের সাগর আমরা তার একটি ফোটার পিয়াসী.....

ওমশান্তি। এখানে যখন বসেছ তখন বাবার স্মরণে বসতে হবে। মায়া অনেককেই স্মরণে থাকতে দেয়না কারণ দেহ অভিমান আছে। কারো মিত্র আত্মীয় স্বজন, কারো খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। এখানে এসে যখন বসো তখন বাবাকে আহ্বান করা উচিত। যেমন যখন লক্ষ্মী পূজা করা হয় তখন লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয়। লক্ষ্মী আসেন না। এখানেও বলা হয় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো অথবা আহ্বান করো , একই কথা। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ধারণা হতে পারেনা কারণ বিকর্ম অনেক আছে। বাবাকেও স্মরণ করতে পারেনা। যত বাবাকে স্মরণ করবে তত বিকর্মজীত, নিরোগী হবে। খুবই সহজ। কিন্তু মায়া অথবা অতীতের বিকর্ম সঙ্কল্প রূপে সামনে এসে স্মরণে বিদ্বৎ সৃষ্টি করে। বাবা বলেন তোমরা অর্ধকল্প অযথার্থ ভাবে স্মরণ করেছ। এখন তো তোমরা প্রাক্টিক্যালি আহ্বান করো কারণ তোমরা জানো যে বাবা এসে গেছেন। কিন্তু এই স্মরণের অভ্যাস পাকা হয় উচিত। তোমাদের সদা নিরোগী হতে অবিনাশী সার্জেন ওষুধ দেন যে আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। আমার দ্বারা আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আমার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা ও সুইট হোম অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ করতে হবে, যেখানে যেতে হবে, সেই স্থান তো বুদ্ধিতে থাকে। বাবা সেখান থেকে এসে সত্য সংবাদ দেন এবং অন্য কেউ ঈশ্বরীয় সংবাদ দেন না। তারা তো এখানে স্টেজে পার্ট করতে এসে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। লক্ষ্মী নারায়ণ এখানে আসেন কিন্তু ঈশ্বরের ঠিকানা জানেন না। ওনাদের পয়গম্বর বলা যাবে না। এইসব তো মানুষ নাম রেখেছে। তাঁরা আসেন-ই পার্ট করতে। তাঁরা স্মরণ করবে কিভাবে ? তাঁদের পার্ট করতে করতে পতিতে পরিণত হতেই হবে, পরে অন্তিম সময়ে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তাও তো বাবা-ই এসে পরিণত করেন। বাবার স্মরণের দ্বারা-ই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা আমার কাছে পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় আছে। দেহ সহ দেহের যত সম্বন্ধ আছে সেসব ভুলে যেতে হবে। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করার

আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। সেই আদেশ পালন করলে তাদের-ই আঙুকারী বলা হয়। যারা কম স্মরণ করে তারা কম আঙুকারী। আঙুকারী আত্মা পদ মর্যাদাও উঁচু প্রাপ্ত করে। বাবার একটি ফরমান হল স্মরণ করো, দ্বিতীয় হল জ্ঞানকে ধারণ করো। স্মরণ না করলে দন্ড ভোগ করতে হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে অসীম ধন প্রাপ্ত হবে। ভগবানুবাচ, "আমার দ্বারা আমাকে জানো আর সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তকেও জানো" । এই দুটি হল মুখ্য কথা যে দুটির উপরে খেয়াল রাখতে হবে। শ্রীমতের উপর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে সুতরাং দয়ালু হতে হবে, সবাইকে পথ বলতে হবে, সবার কল্যাণ করতে হবে। মিত্র আত্মীয় স্বজনদেরকেও সত্য যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। ওটা হল দেহের যাত্রা, আর এ হল রূহানী যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কারো কাছে নেই। সেসব হল শাস্ত্রের ফিলোসফি। এ হল রূহানী নলেজ , সুপ্রিম আত্মা এই নলেজ প্রদান করেন আত্মাদের। আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অমৃতবেলায় যখন এসে বসে তখন কেউ কেউ বাধ্য বাধকতার সঙ্গে বসে। তাদের স্ব উন্নতির কোনো চিন্তা নেই। বাচ্চাদের মধ্যে দেহ অভিমান অনেক আছে। দেহী-অভিমানী হলে দয়ালু হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে।

বাবা বলেন নিজের চার্ট লেখ --- কতক্ষণ স্মরণ করেছ ? প্রথমে চার্ট রাখা হত। আত্মা বাবাকে পাঠিও না, নিজের কাছে তো রাখো। নিজের চেহারা দেখতে হবে । আমরা কি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? ব্যবসায়ীরা নিজেদের হিসাবের খাতা অর্থাৎ পোতামেল রাখো। কেউ নিজের সারা দিনের দিনচর্যা লিখে রাখো। লেখার অভ্যাস থাকে। বাবা খুব ভালো পরামর্শ দেন যে নিজের হিসেব নিকেশ লিখে রাখো। কত ক্ষণ স্মরণে করেছ ? এমন চার্ট রাখলে তো অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। বাবা মাঝ্মাকে তো লিখতে হবেনা। মালার মুক্তো যারা হয় তাদের পুরুষার্থ করতে হবে, বাবা বলেছেন ব্রাহ্মণের মালা এখন তৈরি হতে পারেনা, শেষে তৈরি হবে, যখন রুদ্রের মালা তৈরি হবে। ব্রাহ্মণদের মালা তো বদলায়। আজ ৩-৪ নম্বরে আছে , কাল লাস্ট ১৬ হাজার ১০৮ নম্বরে চলে যায়। কারো পতন হলে একেবারেই দুর্গতি প্রাপ্ত করে। মালাতেও আসতে পারেনা, প্রজাতে গিয়ে শবদাহকারী (ডোম) হয়। যদি মালায় আসতে চাও তবে পরিশ্রম করো। বাবা সবাইকে ভালো পরামর্শ দেন। যদি সে বোবা-ও হয় তাহলেও তাকে ইশারায় বাবার স্মরণ করাতে পারো। অন্ধ, পঙ্গু সে যেমনই হোক -- সুস্থ সবল দের থেকেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি গায়ন আছে। বাবার আপন হলেই উত্তরাধিকারী হয়। তাতে নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা আছে। সন্তান জন্ম নিলেই, উত্তরাধিকারী হয়। এখানে তোমরা হলে পুরুষ সন্তান। বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। তবুও বলে কল্প পূর্বেও পরাজয় হয়েছিল হয়তো। বক্সিং তাইনা। পাণ্ডবদের ছিল মায়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ। কেউ পুরুষার্থ করে বিশ্বের মালিক ডবল মুকুটধারী হয়। কেউ প্রজায় দাস দাসী হয়। সবাই এখানে পড়াশোনা করছে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অ্যাটেনশন আগের মুক্তো গুলোর দিকে যাবে। ৮ খানি মুক্তো কিভাবে তৈরি হচ্ছে। পুরুষার্থ দেখেই বোঝা যায়। এমন নয় অন্তর্যামী , সবার মনের কথা জানবে। না, জানী জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের কথা জানেন। বাকি এক একজনের মন পড়বেন নাকি। আমাকে খট রিডার অর্থাৎ সঙ্কল্প পাঠী ভেবেছ নাকি। বাস্তবে আমি হলাম জানী জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে। এই চক্র কিভাবে রিপিট হয়। আমি সেই রিপিটেশন অর্থাৎ চক্রের পুনরাবর্তনের রহস্য জানি। সেই সব রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বোঝাই। প্রত্যেকে বুঝবে যে পরমাত্মা কে এবং কি সার্ভিস করেন। বাকি বাবা প্রত্যেকের মনের কথা জানবার পেশা করেন না। তিনি হলেন চৈতন্য মনুষ্য সৃষ্টির বীজ, নলেজফুল। জানী জাননহার শব্দটি খুব পুরানো।

আমি তো যে নলেজ জানি সেইটি তোমাদের পড়াই। বাকি তোমরা সারা দিন কি কি করছ সেসব বসে দেখব নাকি ? আমি তো সহজ রাজ যোগ শেখাতে আসি। বাবা বলেন বাচ্চারা সংখ্যায় অনেক, বাচ্চারা ই পত্র ইত্যাদি লেখে এবং আমিও বাচ্চাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হই। তারপর সে আপন নাকি পর --- সেসব আমি বুঝতে পারি। এই হল প্রত্যেকের পড়াশোনা । শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে অ্যাক্ট করতে হবে। কল্যাণকারী হতে হবে।

তোমরা জানো বৃহস্পতিকে বৃষ্ণপতি দিবস বলা হয়। বৃষ্ণপতি সোমনাথও হয় , শিবও হয়। বাচ্চাদের বেশি করে বৃহস্পতিবার স্কুলে বসান হয়। গুরু করানো হয়। তোমাদের সোমনাথ পিতা পড়াচ্ছেন। রুদ্রও সোমনাথকেই বলা হয়। বলে হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ করেছেন। এই একটি যজ্ঞ-ই চলে, যাতে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। তত্ত্বও উথাল পাখাল হয়ে যায়। সবকিছু এতেই ভস্মীভূত হয়। সামনে মহাভারত যুদ্ধ । এরা সবাই শান্তির জন্য যজ্ঞ করে, কিন্তু মেটেরিয়াল যজ্ঞের দ্বারা শান্তি হতে পারেনা। এই যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রকট হয় । এই ব্রষ্টাচারী দুনিয়া এতে ভস্মীভূত হবে। এই সব বাচ্চাদের দেখতে হবে। দেখবার জন্যে মহাবীর হতে হবে। মানুষ তো হয় হয় করবে। তোমাদের জন্যে লেখা আছে --- "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" ("মিরুয়া মউত মলুকা শিকার")। সত্যযুগে খুব কম মানুষ ছিল, একটিই ধর্ম ছিল। এখন কলিযুগের অন্তে দেখ কত মানুষ আছে ? কত ধর্ম আছে ? এইসব ধর্ম কতদূর চলবে ? সত্যযুগ আসবেই। এবারে সত্যযুগের স্থাপনা কে করবে ? রচয়িতা বাবা-ই করবেন। কলিযুগের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ভুলে গেছ যে গীতার ভগবান কে ? ভগবান স্বর্গের স্থাপনা করেছেন , তাতে যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। তিনি মায়াকে পরাজিত করেন। এই রহস্যটি না বুঝে তারা অসুর ও দেবতার যুদ্ধ দেখিয়েছে। সেসব তো হয় নি। বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান প্রাপ্ত কর, সেই স্ব দর্শন চক্রটি তোমাদের ঘোরাতে হবে। বাবা এবং রচনাকে স্মরণ করতে হবে। কত সহজ কথা।

গীত : - তুমি স্নেহের সাগর -- আজ বাবা লিখেছেন , তোমরা - জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর লেখ, কিন্তু স্নেহের সাগরও নিশ্চয়ই লিখতে হবে। বাবার মহিমা অনেক। কিন্তু সর্বব্যাপী বলে দেওয়ায় বাবার মহিমা হারিয়েছে। কৃষ্ণের জন্যেও লেখা আছে ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল জন্মান্তর্মীর দিন কৃষ্ণকে দোলনায় ঝোলানো হয় । কিন্তু কারো জানা নেই কৃষ্ণ-ই নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হয়। রাধে পরিণত হয় লক্ষ্মী রূপে। লক্ষ্মী পরে জগৎ অম্বা হয়, এই কথা কেউ জানেনা। এখন বাবা বলেন আমায় জানলে তোমার সবকিছু জানা হয়ে যাবে। কিন্তু যারা দেহী-অভিমানী হয় না তাদের ধারণাও হয় না । অর্ধকল্প তো দেহ-অভিমাণে চলেছ। সত্যযুগেও পরমাত্মার জ্ঞান থাকেনা। এখানে পার্ট করতে আসে আর পরমাত্মাকে ভুলে যায়। তারা ভাবে আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। কিন্তু সেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। এই হল পরমাত্মার মহিমা। জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, ... একটি ফোঁটা বিন্দুমাত্র হল মন্মথানাভব, মধ্যাজীভব। এই টুকু প্রাপ্তিতে আমরা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে চলে যাই। স্বর্গে ঘি দুধের নদী বয়। এই সব হল মহিমা। আসলে ঘি দুধের নদী কি হতে পারে। এই কথাটিও তোমরা জানো স্বর্গ কাকে বলে। যদিও আজমের শহরে মডেল আছে কিন্তু কিছুই জানেনা। তোমরা কাউকে বোঝালে চট করে বুঝে যাবে। বাকি এই রাস বিলাস ইত্যাদি সবই হল খেলা। যেমন বাবার কাছে আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে তেমনই বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথা থাকা উচিত। বাবার মহিমা

একুরেট শোনাতে হবে। ওনার মহিমা হল অপরমঅপার । সবাই একরকম হতে পারবেনা। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। ড্রামা অনুসারে পোপের পার্ট থাকলে করতে হবে। যদি অন্য হয় তবে পরে দেখতে হবে। যা কিছু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখানো হয়েছে , সেসব এই চোখ দিয়ে দেখবে। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেখানে প্রাক্টিক্যালে যাবে। তারপর সাক্ষাৎকার হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সত্যযুগে না হয় সাক্ষাৎকার , না থাকে ভক্তি। পরে ভক্তি মার্গে এইসব আরম্ভ হয়। কত ভালো ভালো কথা বাবা বোঝান। যা আবার বাচ্চাদের অন্যকে বোঝাতে হবে। ভাই বোনেরা এসে বাবার কাছে উত্তরাধিকার নাও। ঐ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে ওঁনার মহিমা অন্তর্হিত করেছে ও যশ হানি করেছে। তোমরা বাচ্চারাই যথার্থ মহিমা করতে জানো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি অ্যাক্ট বা কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করতে হবে। সকলের কল্যাণার্থে কল্যাণকারী দয়ালু হয়ে সেবা করতে হবে।

২) স্মরণের অভ্যাসে পাকা হতে হবে। স্মরণে বসে কোনো মিত্র আত্মীয় স্বজন, খাওয়া দাওয়ার কথা স্মরণ করবেনা, এই বিষয়ে অ্যাটেনশন দিতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

বরদান :- নিজের সর্ব দায়িত্বের বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজে হালকা হয়ে নিমিত্ত ও নির্মাণ হও ।

ব্যাখা: যখন নিজের দায়িত্ব ভেবে নাও তখন মাথা ভারী হয়ে যায়। দায়িত্ব সব বাবার, আমি নিমিত্ত মাত্র -- এই স্মৃতি আমাদের হালকা করে রাখে। তাই নিজের পুরুষার্থের বোঝা, সেবার বোঝা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক পালনের বোঝা ... সব ছোট খাটো বোঝা বাবাকে দিয়ে হালকা হয়ে যাও। যদি একটুও সঙ্কল্প এল যে আমাকেই করতে হয়, আমি-ই করি তাহলেই এই আমিত্ব ভাব ভারী করে দেবে আর নির্মাণের ভাবও থাকবেনা। নিমিত্ত ভাবলেই নির্মাণতার গুণ স্বতঃই এসে যায়।

শ্লোগান - সন্তুষ্টমণি হল সে - যার জীবনের শৃঙ্গার হল সন্তুষ্টতা ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বাবার সমান ঈশ্বরীয় সহযোগী হয়ে আসুরী সমাজকে দৈবী সমাজ বানানোর সেবা কর, সার্ভিসের শখ রাখো।

প্রশ্ন:- পুরাতন দুনিয়াকে ভোলানোর চেষ্টা করা হলেও অনেক বাচ্চা-ই ভুলতে পারে না, এর কারণ কি?

উত্তর:- ওদের কর্মবন্ধন খুব কড়া হয়। যদি নতুন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধি আকৃষ্ট না হয় এবং বুদ্ধি বারবার পুরাতন দুনিয়ার দিকেই ছুটে যায়, তাহলে বলা হবে যে ওর ভাগ্যেই নেই। অর্থাৎ ওর কর্ম-ই খারাপ।

প্রশ্ন:- কিসের স্বাদ যদি একবার পেয়ে যাও তাহলে তোমরা সেবা না করে থাকতেই পারবে না?

উত্তর:- দয়ালু হওয়ার স্বাদ। যে জ্ঞানের স্বাদ পেয়েছে, সে-ই দয়ালু হতে জানে। দয়ালু বাচ্চারা সেবা না করে থাকতেই পারবে না।

গীত:- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। যে কথাটা এখন শুনলে সেটা হল - তুমি হলে ভালোবাসার সাগর। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই বাবা-ই হলেন সবথেকে বেশি প্রিয়। বাবাকে যখন স্মরণ করো তখন উত্তরাধিকারও স্মরণে এসে যায়। বাবার কথা যার স্মরণে আসবে এবং নিশ্চয় হয়ে যাবে, সে অবশ্যই খুশিতে থাকবে। এমনিতে তো শিবের মন্দিরে গেলে শিবলিঙ্গকে শিববাবা-ই বলে। কিন্তু ওদের কেন এত খুশি হয় না? ওরা তো শিবলিঙ্গের ওপর দুধ, ফুল, ফল ইত্যাদি দেয়। তোমাদের তো এইরকম দুধ ঢালার দরকার-ই নেই। নিরাকার ভগবান - তিনিই হলেন পিতা। ভক্তের ভগবান আবার রচয়িতাও। তিনিই এই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেছেন - এইরকম গায়নও করা হয়। ওরা তাঁর ভক্তি করলেও, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের যতটা খুশি পারদ চড়ে, ততটা আর কারোর ক্ষেত্রে হয় না। ভগবানের নাম শুনলেই তোমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। বুদ্ধিতে আসে যে বাবার কাছ থেকে আমরা বাবার ঘরের এবং বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাই। বাচ্চারা তো বাবার ঘরেই জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে তো কোনো অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। সম্পত্তির মধ্যে কারখানা, জমি ইত্যাদি বাইরে এখানে ওখানে থাকে। যদিও ঘরটাও সম্পত্তির অংশ, কিন্তু সম্পত্তির অদল-বদল হয়। ঘরকে স্থায়ী সম্পত্তি বলা হয়। বাকি সম্পত্তিকে অস্থায়ী সম্পত্তি বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার ঘরের মালিক হই, যেটা কখনোই অদল-বদল হওয়া সম্ভব নয়। সুইট হোমের কখনো পরিবর্তন হবে না। এছাড়া রাজস্বের মধ্যে তো কত পরিবর্তন হয়। এটা হল অস্থায়ী, আর ওটা হল স্থায়ী। মুক্তিধাম হল চিরস্থায়ী। এখানে তো অদল-বদল হয়। সূর্যবংশীদের পর চন্দ্রবংশী এবং বৈশ্যবংশীরা আসে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্পত্তির মালিক হও। তোমরা জানো যে বাবার স্থায়ী সম্পত্তির মালিক তো সকলেই হয়। কিন্তু যেটা অস্থায়ী সম্পত্তি সেটা বাচ্চারা ক্রমানুসারে পেয়ে থাকে। তোমরাই সবথেকে বেশি এবং ভালো সম্পত্তি পাও। তোমরা স্বর্গে রাজত্ব করো। চার যুগের মধ্যে ভারতবাসী ব্রাহ্মণকুল-ই হল মুখ্য। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তারা সবাই

তো পুরো চক্র আবর্তন করবে না। এই ধর্মের কেউ যদি অন্য কোনো ধর্মে কনভার্ট (ধর্মান্তরিত) হয়ে যায় তাহলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মে অনেকজন কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। এইরকম অনেকেই কনভার্ট হয়ে গেছে। দেখে বোঝা যায় যে একদিন এইরকম সময়ও আসবে। যেকোনো ব্যক্তি এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে। সৃষ্টিচক্রকে জানা তো অতি সাধারণ ব্যাপার। যতই বোকা হোক না কেন, এটা তো বুদ্ধিতে ধারণ হয়, তাই না? এমন নয় যে সৃষ্টি চক্রকে জানলে সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। না, এটা তো একটা পড়া। ওটা হল হৃদের পড়া, আর এটা হল বেহৃদের পড়া। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় তা কেবল তোমরাই জানো এবং তোমাদের বুদ্ধিতেই এটা থাকে। অন্যান্য ধর্মগুলো তো পরে পরে আসে। এই জ্ঞান খুবই সহজ। কেউ কেউ তো অনেক চেষ্টা করে তারপর বুঝতে পারে। কিন্তু এরপর সেইরকম ভাল যোগী হতে হবে। সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। সৃষ্টিচক্রকে তো জেনেছ, কিন্তু স্থিতিও সেইরকম হতে হবে। সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। কোনো না কোনো বাধা এসেই যায়। নিজেই বলে যে আমার মধ্যে মিষ্টি ভাবে কথা বলার গুণ নেই। তাই পুরুষার্থ করতে হয়। এইম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। কাল রাতেও বাবা বুঝিয়েছিলেন যে তোমরা এইভাবে লিখতে পারো যে, আমরা ৫ হাজার বছর আগের মতো পুনরায় এই রাজযোগ শিখছি। যেকোনো জায়গায় প্রদর্শনী কিংবা প্রোজেক্টর দেখানো হলে, এই আশ্চর্যজনক কথাটা অবশ্যই লিখে রাখতে হবে যে, ৫ হাজার বছর আগের মতো পুনরায় তোমাদেরকে এই প্রদর্শনীর দ্বারা রাজযোগ শেখার জন্য যুক্তি বলছি। বাবা বলছেন, ৫ হাজার বছর আগের মতো শ্রীমৎ অনুসারে এই পুরুষার্থ করছ। ওরা তো বলে যে কল্পের আয়ু হল লক্ষ বছর এবং কলিয়ুগ এখনো শিশু। তোমরা বল যে, ৫ হাজার বছর আগের মতো আমরা দৈবী স্বরাজ্য পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এরা কি লিখেছে? যদি ওরা বলে যে সত্যযুগের পর লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে দেবতাদের এত জনসংখ্যা এখন কোথায়? হিন্দুদের জনসংখ্যা তুলনামূলক কম হয়। হিন্দুরা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। কত হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। তাদেরকে শেখ (আরব উপজাতি) বলা হয়। এইরকম অনেক মানুষ রয়েছে। কেউই নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বী মনে করে না। হিন্দু ধর্মকে আদি সনাতন বলে দেয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম তো আদি সনাতন ধর্ম নয়। এটা খবরের কাগজেও দিতে পারো। ম্যাগাজিনের বিষয় নয়। লক্ষ্য লক্ষ্য খবরের কাগজ ছাপা হয়। তবে হ্যাঁ, ওরা অনেক টাকাও নেয়। কিন্তু তাদেরকে যদি বিষয়টা বুঝিয়ে দাও, তাহলে তারা ছাপার জন্য রাজি হতে পারে। চক্রের ছবিও ছাপাতে পারো। বাবা যে প্রশ্নটা লিখেছিলেন - 'গীতার ভগবান কৃষ্ণ না শিব?' - সেটাও খবরের কাগজে দিতে পারো। কখনো ওরা ছাপার জন্য টাকা নেয়, কখনো বিনা পয়সায় ছেপে দেয়। খুব ভাল খবরের কাগজে ছাপাও। কিন্তু বারবার পড়লে তবেই মানুষের চোখ খুলবে। একবার ছাপালে কেউ পড়বে আর কেউ পড়বে না। যদি প্রতিদিন দেওয়া হয় তাহলেই মানুষের চোখ খুলবে। তারপর এসে বুঝবে। পুরুষার্থ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক মায়ার বিঘ্ন আসে। পরিশ্রম তো করতেই হবে। খবরের কাগজে ছাপানো, প্রদর্শনী করা...। প্রদর্শনী তো কেবল একটা গ্রামে হয়। কিন্তু খবরের কাগজ তো সব জায়গায় যায়। সারাদিনই এইসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কি করা হবে তা বর্ণনা করা হয়। কিভাবে সেবার বৃদ্ধি করা হবে? তোমরা হলে সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সাহায্যকারী। সমাজ সেবা করা মানে তো সাহায্য করা, তাই না? তোমরা বাচ্চারা জানো যে ঐগুলো সব আসুরী সমাজ। এখন ঐগুলোকে দৈবী সমাজ বানাতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার সমাজকে স্বর্গে নিয়ে যেতে হবে। সমগ্র দুনিয়ার নৌকা এখন ডুবে যাচ্ছে। অতীতে এই দুনিয়া স্বর্গ ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে। এই চক্র কিভাবে

আবর্তিত হয়? এটা তো ড্রামা। যখন স্বর্গ ছিল তখন নরক ছিল না। তাহলে কোথায় চলে গিয়েছিল? নিচে। ড্রামা পুনরায় আবর্তিত হবে। এটা হল চৈতন্য নাটক। প্রতি সেকেন্ডে যা কিছু অভিনীত হয়, সেইসব তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। অন্য কেউ তো কিছুই বুঝতে পারবে না। ড্রামাকে বুঝে গেলে আর এটা বলবে না যে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর। স্বস্তিকা চিহ্নটাও একেবারে সঠিক। স্বস্তিকার পূজাও করা হয়। কিন্তু ওরা জানে না যে এটা আসলে কি? এর কোনো অর্থই হয় না। তাই এই সৃষ্টিচক্রটা বোঝাতে হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। তোমরা বলো যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এটা হল রাজযোগ। ত্রিমূর্তির চিত্র তো সারাদিন বুদ্ধিতে থাকে। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব পাওয়া যায়। শঙ্করের দ্বারা এই আসুরী সৃষ্টির বিনাশ হয়। ব্যস, বুদ্ধিতে যেন কেবল এই বিষয়েই চিন্তন চলতে থাকে। অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাবা লকেট বানাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। ব্যাগের ওপরেও এই ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবি ছাপাতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিতেও সবকিছু আছে। কৃষ্ণের কথাও রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিচক্রের ছবিতে নেই। একটা ছবিতে কিভাবে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব? তাই ওটা এরপরে আলাদা ভাবে বোঝানো হয়। বাবার বুদ্ধিতে সারাদিন কেবল এই চিন্তন চলে যে ওরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির কত সুন্দর ভাবে বানায়, কিন্তু কেউই জানে না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিংবা রাধা-কৃষ্ণ কে ছিল? তোমরা এখন অনেক জ্ঞান পেয়েছ। তাই প্রচুর খুশি হতে হবে। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সেবা করতে পারো। শ্রীনাথদ্বারে গিয়েও বোঝাতে পারো। যারা মন্দিরের ট্রাস্টি তাদেরকে বোঝাও। ক্যাসকেট (বাবার লাইট) নিয়ে কোনো বড় ব্যক্তিকে বিস্তারিত ভাবে বোঝালে খুব খুশি হবে। সে ভাববে, এতো যেন স্বয়ং ভগবান এসে বোঝাচ্ছেন। কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে সেবার অনেক শখ থাকে। কিন্তু বড় বড় ব্যক্তিদের কাছে যায় না। যেকোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা সেবা করতে পারো। এতে তো কিছুই খরচ হবে না। প্রথমে ওরা ভাববে যে এরা বোধহয় কিছু নেওয়ার জন্য এসেছে। সেবার জন্য অনেক যুক্তি বার করতে হবে। নয়তো সময়ের অপচয় হয়। প্রত্যেককে নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করতে হবে। অনেক দয়ালু হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে। জ্ঞানের স্বাদ না থাকলে দয়াভাবের স্বাদও আসে না। নয়তো তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো সেবা করতে পারতো। বাবা তো সেবার জন্য অনেক যুক্তি বলেন। শোনে আর চলে যায়। সার্ভিসের অনেক শখ থাকতে হবে। তাহলেই উঁচু পদ পাবে। এই ত্রিমূর্তি এবং সৃষ্টিচক্রের ছবি নিয়ে অনেক সেবা করতে পারো। যদি কোনো বিদেশি আসে, তাহলে তাকেও বোঝাও। কত সুন্দর জ্ঞান। এটা হল বিশ্বের ইতিহাস এবং ভূগোল জ্ঞান। সল্যাসীরা ভারতের প্রাচীন রাজযোগের জ্ঞান দেওয়ার জন্য বাইরে যায়। কিন্তু তারা এটা দিতে পারে না। তোমাদের কাছে চিত্রসহ সকল কাহিনী রয়েছে। কিন্তু বোঝানোর জন্য হিম্মত চাই। যদি তোমরা প্রোজেক্টারে সব ছবি দেখিয়ে জ্ঞান শোনাও তাহলে খুব ভাল হবে। বিদেশেও প্রোজেক্টারের দ্বারা খুব ভালো ভাবে জ্ঞান দিতে পারো। যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে পারো। সাথে করে সমস্ত স্লাইড নিয়ে যাও। ইংরেজিতে হলে ভাল হয়। পরিশ্রম করতে হবে। সকলের বুদ্ধিযোগ শিববার সাথে জুড়ে গেলে দ্রুত স্থাপন হয়ে যাবে। বাবাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বোঝাচ্ছেন, বিভিন্ন মত দিচ্ছেন। কিন্তু যে নেবে তাকেও খুব বিচক্ষণ, চালাক এবং বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। স্লাইডের লেখাগুলো খুব স্পষ্ট হতে হবে যাতে মানুষ পড়তে পারে। হিন্দি এবং ইংরেজি দুটো ভাষাতেই লিখতে হবে। উর্দু এবং মাদ্রাজি ভাষাতেও বানাতে হবে। তাহলে প্রোজেক্টারের দ্বারা যেকোনো জায়গাতে বোঝানো খুব সহজ হয়ে যাবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। তবেই ভালো পদ পাওয়ার আশা করতে পারো। নাহলে আর কি পদ পাবে? বেচারী মানুষেরা খুব দুঃখী। বাবার পরিচয় দিলে খুশি হয়। বাবাকে কখনো দেখেনি। পত্র লেখে

- বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কতজন বন্ধনে রয়েছে। এই বন্ধন তখনই কাটবে যখন তোমাদের নাম ছড়াবে, প্রভাব বিস্তার হবে। নিজের সমগোত্রীয়দেরকে জেল (মায়া রাবণের) থেকে বার করতে হবে। সেবা না করলে আর কি পদ পাবে। অস্ত্রিমে সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন যা যা ভুল করেছে, সব মনে পড়বে। বাবার বাচ্চা হয়েও কি কি ডিস-সার্ভিস করেছে সেগুলো বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন। তখন আফসোস হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভালো ভাবে সেবা করতে হবে। বাবার ভালো ভালো কন্যা প্রয়োজন যারা সেবা করতে পারবে। বিচার করতে হবে যে বাবার সেবাতে এমন কি সহযোগ করব যাতে আমাদের স্বরাজ্য দ্রুত স্থাপন হয়ে যায়। সার্ভিসের জন্য শখ থাকতে হবে। পাথর-বুদ্ধিকে পারস-বুদ্ধি বানানোর জন্য সেবাধারী বাচ্চাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, এটা কোনো কম কথা নয়। বাচ্চাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে কারণ আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কিন্তু গুপ্ত ভাবে। কর্ম বন্ধনের হিসাবও অনেক কড়া। এরজন্য পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে পারে না। ধূলা এবং ছাইতে বুদ্ধিযোগ আটকে থাকে। নুতন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধিযোগ আকৃষ্ট হয় না। একেই বলা হয় খারাপ কর্মের ফল। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। এমন কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয়, যার জন্য শাস্তি পেতে হবে। খুব মিষ্টি হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) বাবা আমাদেরকে স্থায়ী এবং অস্থায়ী সম্পত্তির মালিক বানাচ্ছেন - এই খুশি এবং নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান:- সকল কর্মেন্দ্রিয়কে 'ল এবং অর্ডার' অনুসারে পরিচালনা করতে সক্ষম মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।

সে-ই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান রাজযোগী, যে রাজা হয়ে নিজের কর্মেন্দ্রিয়রূপী প্রজাদেরকে 'ল এবং অর্ডার' অনুসারে পরিচালনা করতে পারে। রাজা যেমন রাজ্য দরবারের আয়োজন করে, সেইরকম তোমরাও নিজের রাজত্বের কর্মচারী অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়দেরকে নিয়ে রোজ দরবার (বিচারসভা) বসাও এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে কোনো কর্মেন্দ্রিয় বিরোধিতা করে না তো? সবাই কন্ট্রোলে আছে তো? যে মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয় কখনো ঠকাতে পারবে না। স্টপ বললেই স্টপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সঠিক সময়ে সকল শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করা - এটাই হল সর্বশক্তিমান হওয়া।

॥ বিশ্বের সর্বত্র আধ্যাত্মিক লাইট এবং জ্ঞান জল পৌঁছে দাও ॥

আজ, বাপদাদা সূক্ষ্ম বতনে অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করছিলেন। সেইসঙ্গে বাচ্চাদের সমারোহ দেখছিলেন। বর্তমান সময়ে বরদান ভূমি মধুবনে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের আড়ম্বর দেখে পুলকিত হচ্ছিলেন। স্থূল পাওয়ার হাউজ থেকে যেমন চতুর্দিকে লাইটের কানেকশন যায়, বাপদাদা দেখছিলেন মধুবন পাওয়ার হাউজ থেকে চারিদিকে কত কানেকশন গেছে এবং বিশ্বের কত কোণে লাইটের কানেকশন গেছে আর কত কোণে এখনও কানেকশন হয়নি। আজকাল গভর্নমেন্টও যেমন চেষ্টা করে তাদের রাজ্যের সব কোণে, গ্রামে চারিদিকে লাইট আর জলের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকুক। তাহলে পাণ্ডব গভর্নমেন্ট কি করছে? জ্ঞান গঙ্গা সর্বত্র যাচ্ছে। পাওয়ার হাউজ থেকে চতুর্দিকে লাইটের কানেকশন যাচ্ছে। যখন তোমরা ওপর থেকে শহর বা গ্রাম দেখ তখন কোথায় কোথায় আলো আছে, আলোগুলো কাছাকাছি নাকি দূরে দূরে, সেই দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। বাপদাদাও বতন থেকে দৃশ্য দেখছিলেন যে কতদিকে লাইট আছে আর কতদিকে এখনও লাইট পৌঁছায়নি! তোমরাও সবাই রেজাল্ট জানো, দেশে বিদেশে এখনও পর্যন্ত কোনো কোনো জায়গা বাকি থেকে গেছে যেখানে এখন কানেকশন দিতে হবে। লাইট আর জল ব্যতীত কোনো স্থানের ভ্যালু নেই। ঠিক একইভাবে, যেখানে আধ্যাত্মিক লাইট এবং জ্ঞান জলের জোগান নেই সেখানে চৈতন্য আত্মা কোন্ স্থিতিতে আছে? অন্ধকারে, পিপাসার্ত এবং উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছে। তোমরা বলো, এইরকম আত্মাদের কি ভ্যালু! তোমরা যেমন চিত্র বানিয়েছ, যেখানে আত্মাদের কড়িসম আর হীরেসম দেখাচ্ছে। লাইট আর জ্ঞান জল পেয়ে তারা কড়ি থেকে হীরেতে পরিণত হয়, যার ফলে তাদের ভ্যালু বেড়ে যায়। বাপদাদা দেখছিলেন, এদেশ এবং বিদেশ থেকে আসা বাচ্চারা পাওয়ার হাউজ থেকে বিশেষ পাওয়ার নিয়ে নিজের নিজের স্থানে চলে যাচ্ছে।

একদিকে, বাচ্চাদের ভালোবাসায় বাপদাদা উপলব্ধি করেন যে, মধুবনের শৃঙ্গার অর্থাৎ বাবার ঘরের শৃঙ্গার যাচ্ছে। যখনই বাচ্চারা মধুবনে আসে, তখন মধুবনের আড়ম্বর নাকি তাদের সুইট হোমের ঝলক, কিরকম হয়? তোমরা বাচ্চারাও উপলব্ধি করো যে, মধুবনের জাঁকজমক বাড়াতে তোমাদের স্নেহী সাথী এসেছেন। তোমরা সবাই যেমন ঘুরতে ফিরতে, উঠতে বসতে মধুবন স্মরণ করো আর সেই স্মৃতি সদা তাজা থাকে, তেমনই বাপদাদা আর মধুবন নিবাসীও তোমাদের সবাইকে স্মরণ করে। স্নেহের সাথে সাথে সেবাও একটা বিশেষ সাবজেক্ট এবং এই কারণে ভালোবাসার জন্যে তোমরা এখানেই থাকতে চাও। যেমনই হোক, সেবার জন্য তোমাদের চারিদিকে যেতেই হবে। হ্যাঁ! এমন সময় আসবে যখন তোমাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবেনা, কিন্তু সমস্ত পতঙ্গ নিজে থেকে আগুনের কাছে একই জায়গায় চলে আসবে। এটা ছোট একটা স্যাম্পল দেখেছ যে আবু তোমাদেরই। এখন তো থাকার জন্য ঘর ভাড়া করতে হয়, তাই না! তবুও একটু ঝলক দেখেছ। এমন সময় আসবে যখন চতুর্দিকে ফরিস্তা নজরে আসবে। এখন, মুখ দ্বারা সেবার পার্ট চলছে আর এখনও কিছু বাকি আছে যার জন্য তোমাদের দূরে দূরে যেতে হয়। এখন শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তিশালী সেবা যা তোমাদের আগে শোনানো হয়েছে, অন্তে সেই সেবার স্বরূপ স্পষ্ট দেখা যাবে। তারা অনুভব করবে, শুভ সংকল্পের সাথে দিব্য বুদ্ধি দ্বারা কেউ তাদের ডাকছে। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তারা বাবা আর স্থান

দেখবে । দু'প্রকার অনুভবের দ্বারা অতি তীব্র গতিতে নিজের শ্রেষ্ঠ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে । এই বছরে তোমরা কি করবে ?

তোমরা কঠোর প্রচেষ্টা করেছ । এই বছরে বাকি থেকে যাওয়া স্থানে তোমরা তো লাইট দেবেই । কিন্তু এই বছরে সব জায়গারই এই বিশেষত্ব দেখাও, সব সেবাকেন্দ্রের মধ্যে যেসব বিশেষ বড় বড় সেবাকেন্দ্র আছে, সেখানে অবশ্যই এই লক্ষ্য রাখা, যেমন, কখনো তোমরা ধর্মীয় সম্মেলন করলে সব ধর্মের অনুসারীদের একসাথে করতে তোমাদের আমন্ত্রণ করতে হবে, অথবা রাজনীতিকদের এবং বৈজ্ঞানিকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, আলাদা আলাদাভাবে স্নেহ মিলন করতে হবে । একইভাবে এই বছর সর্বত্র সব রকমের অক্যুপেশনের লোকেদের প্রস্তুত করো এবং তাদের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করো । বর্তমানে তোমরা বলো যে এখানে কালো ফর্সা এক জায়গায় সবরকম ভ্যারাইটি আছে । এক স্থানেই সব বর্ণের, দেশের এবং ধর্মের লোকেরা আছে । একইভাবে তারা বলবে তোমরা সব অক্যুপেশনের লোকেরা এখানে আছ । বিশেষ আত্মারা শুধু একই পুষ্প স্তবকে ভ্যারাইটি ফুলের মতো যেন দেখায় । সব সেন্টারে সব অক্যুপেশনের বিশেষ আত্মাদের সংগঠন হতে হবে, যাতে সারা বিশ্বে এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে যে, এক বাবা এবং একই সত্য জ্ঞান, সব অক্যুপেশনের জন্য কত সহজ আর সরল অর্থাৎ সব সেবাস্থানের স্টেজে সব অক্যুপেশনের লোকেদের দৃষ্টিগোচর হতে হবে । কোনও অক্যুপেশনের কেউ যেন বাদ না থেকে যায় । গরীব থেকে বিত্তবান, গ্রামবাসী থেকে বড় শহরের বাসিন্দা , শ্রমিক থেকে শুরু করে সবচেয়ে বড় উদ্যোগপতি পর্যন্ত সর্বপ্রকারের বিশেষ আত্মাদের অলৌকিক ঝলক প্রতীয়মান হতে হবে, যাতে কেউই এটা বলতে না পারে যে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুধু এদেরই জন্য ! সকলের বাবা সকলের জন্য । প্রত্যেকে, বাচ্চা থেকে ঠাকুরদাদা পর্যন্ত সবাই যেন এইরকম অনুভব করতে পারে যে এই জ্ঞান বিশেষভাবে তাদেরই জন্যে । যেমন তোমাদের অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণদের মনে এবং হৃদয় থেকে একই আওয়াজ বেরোয় - 'আমাদের বাবা', এইরকম বিশ্বের প্রতি কোনো থেকে বিশ্বের সবরকম অক্যুপেশনের লোকেরা যেন হৃদয় থেকে বলে, আমাদের জন্যে বাবা এসেছেন এবং এই জ্ঞান তাদের সহায় । জ্ঞানদাতা এবং জ্ঞান, উভয়ের সম্বন্ধে চতুর্দিক থেকে সবরকম আত্মাদের থেকে এই আওয়াজই বেরোনো উচিত । সবরকম অক্যুপেশনের সকলের তোমরা ক্রমাগত সেবা করলেও কিন্তু সব জায়গার সবরকমের ভ্যারাইটি হতে হবে । তারপরে এই ভ্যারাইটি অক্যুপেশনের পুষ্পস্তবক বাপদাদার কাছে নিয়ে এসো । আর তাহলেই সব সেবাকেন্দ্র বিশ্বের সব আত্মাদের সংগঠনের এক বিশেষ মিউজিয়াম হয়ে যাবে । বুঝেছ তোমরা ? যারা তোমার সম্পর্কে আছে তাদের সকলকে সম্বন্ধে এনে সেবার স্টেজে নিয়ে এসো । সময় সময়ে যে ভি. আই. পি.রা এবং সাংবাদিকেরা এসেছে তাদের সবাইকে সেবার স্টেজে আনতে থাকো, তাহলে যখন আত্মারা তাদের নিজের মুখ দিয়ে বলবে তখন সেই কথা সেই আত্মাদের জন্য ঈশ্বরীয় বন্ধনে বাঁধার সাধন হয়ে যাবে । যদি তারা শুধু একবার বলে যে এটা খুব ভালো আর তারপরে সম্বন্ধ থেকে দূরে সরে যায়, তারা ভুলে যায় । কিন্তু বারবার অনেকের সামনে খুব ভালো খুব ভালো বললে, সেই কথাও তাদের ভালো হওয়ার উৎসাহ বাড়ায় এবং সেইসঙ্গে সূক্ষ্ম নিয়মও আছে যে, যতজনের ওপর তাদের প্রভাব পড়ে, সেই আত্মাদের শেয়ার তাদেরও লাভ হয় অর্থাৎ তাদের পুণ্যের খাতায় পুঁজি হয়ে যায় । সেই পুণ্যের পুঁজি অর্থাৎ পুণ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সেই আত্মাকে ক্রমশ টানতে থাকে । অতএব, তারা তাদের জন্য যাকিছু বাবার ভূমি থেকে ডিরেক্টলি নিয়েছে, তা' কম হোক বা বেশি, সেইসব দান করার উপযোগী বানাও অর্থাৎ সেবায় সফল করো । জন্মসূত্রে যেমন স্কুলধন দানের ফলস্বরূপ তারা অল্প সময়ের রাজ্য লাভ করে, একইভাবে এই জ্ঞানধনের এবং তার অনুভবের দান করে নতুন রাজ্যে

আসার যোগ্য পাত্র হয়ে যায়। তারা খুব প্রভাবিত হয়েছিল ! এখন সেই প্রভাবিত আত্মাদের দ্বারা সেবা করিয়ে সেই আত্মাদেরও সেবার বল দ্বারা এগিয়ে যেতে দাও এবং অন্য অনেকের জন্য নিমিত্ত বানাও। বুঝেছ, কি করতে হবে ! সেবার বৃদ্ধি তো হচ্ছেই এবং ক্রমশ বাড়তে থাকবে। যাই হোক, সব ক্লাসের স্টুডেন্টসের ভ্যারাইটি তৈরি করো।

এখন, এই বছরের সিজনে বিদেশীদের সাকাররূপে বাপদাদার সাথে মিলনের পার্ট শেষ হয়ে আসছে। যেমনই হোক দেশবাসীর আত্মা হচ্ছে, কারণ তোমাদের বলা হয়েছিল, সাকার দুনিয়ার সময় অনুসারে নিয়ম হতে হবে, সেক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বতনে তোমরা এই বন্ধন থেকে মুক্ত। আচ্ছা।

চারিদিকের প্রবল উদ্যমী -উৎসাহী সেবাবাহারী বাচ্চাদের, সদা নিজেদের বাবার সাথে অনুভবকারী, বাবার কাছাকাছি থাকা আত্মা অর্থাৎ বাচ্চাদের, সদা একের স্মরণে একরস স্থিতিতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

১২-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম শান্তি "অব্যক্ত - বাপদাদা" রিভাইস : ২১-০৩-৮৩ মধুবন

গীতা পাঠশালা সঞ্চালনকারী ভাই-বোনেদের সামনে অব্যক্ত বাপদাদা

আজ, পরম আত্মা তাঁর মহান আত্মাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাপদাদা সব বাচ্চাদের মহান আত্মারূপে দেখেন। এই দুনিয়ায় যে আত্মাদের মহাত্মা বলা হয়, সেই মহাত্মারাও তোমরা-মহান আত্মাদের সামনে কি হিসেবে দেখা দেবে ? মহান বিশেষত্ব কি তোমরা জানো, যার মাধ্যমে তোমরা মহান হয়েছ ?

দুনিয়া যে আত্মাদের, সব বিষয়ে অযোগ্য বানিয়েছে, বিশেষতঃ মাতাদের, এইরকম অযোগ্য আত্মাদের যোগ্য অর্থাৎ বাবারও অধিকারী আত্মা বানিয়ে দিয়েছেন। যাদের পায়ের জুতো ভেবেছে, বাবা তাদের চোখের আলো (নয়ন মণি) বানিয়েছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে, যদি আলো না থাকে তো জগৎও থাকেনা। একইরকমভাবে বাপদাদাও জগৎকে দেখাচ্ছেন, ভারতে মাতৃশক্তির অবতার না থাকলে ভারতের উন্নতিও হবেনা। এইরকম অযোগ্য আত্মাদের যোগ্য আত্মা বানিয়েছেন। তাহলে তোমরা মহান আত্মা তো হয়েই গেলে, তাই না ! যারাই বাবাকে জেনে নিজের বানিয়েছে তারাই মহান। তোমরা পাণ্ডবরা তাঁকে জেনেছ আবার তাঁকে নিজেরও করেছে; নাকি তোমরা শুধু তাঁকে জেনেছ ? তাঁকে তো তোমরা নিজের করে নাও, তাই না ! জানার লিস্টে তো সবাই আছে, কিন্তু তাঁকে নিজের করে নেওয়াতে নম্বরওয়ান হয়ে যায়।

আপন করে নেওয়া অর্থাৎ আপন অধিকার অনুভব হওয়া, আর অধিকার অনুভব হওয়া অর্থাৎ সবরকমের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যাওয়া। নানারকম অধীনতা, এক হলো নিজের ওপর নিজের অধীনতা। দ্বিতীয় অধীনতা হলো, সকলের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করা। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী আত্মাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসা। তৃতীয়তঃ, প্রকৃতি এবং বিপরীত পরিস্থিতি দ্বারা অধীনতা। যদি তুমি এর কোনও একটার দ্বারা প্রভাবিত হও তবে তা'এটাই প্রমাণ করে যে তুমি সর্বাধিকারী নও।

অতএব, এখন নিজেকে দেখ যে বাবাকে তোমার নিজের বানানোর অনুভব অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিকারী হওয়ার অনুভব হয় ! নাকি শুধুমাত্র এটা কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে হয় বা

অন্য অবস্থায় হয়না ? বাপদাদা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে আনন্দিত হচ্ছেন, কারণ দুনিয়ার নানারকম অগ্নি থেকে তোমরা বেঁচে গেছ । আজকালকার মানুষ নানা আগুনে জ্বলছে আর সেখানে তোমরা বাচ্চারা শীতল সাগরের কূলে বসে আছ ! যেখানে তোমরা সাগরের শীতল তরঙ্গে, অতীন্দ্রিয় সুখ এবং শান্তির প্রাপ্তিতে ডুবে আছ । অ্যাটমিক বম্বস অথবা অনেকরকম বম্বসের অগ্নি জ্বালায় মানুষ এত ভয় পাচ্ছে, সেতো মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার । আজকাল সব রকমের অগ্নি যাতে আত্মার চোট লাগে, সেইরকম দুঃখ, চিন্তা এবং সমস্যা আত্মাদের জীবন্ত জ্বলার অনুভব করায়; না তারা জীবিত না মৃত । না তারা কোনকিছু ছাড়তে পারে, না কোনকিছু বানাতে পারে । এইরকম জীবন থেকে সরে গিয়ে তোমরা এখন শ্রেষ্ঠ জীবনে আছ । এই কারণে সবার প্রতি সর্বদা তোমরা ক্ষমাশীল, তাইতো ঘরেই সেবাকেন্দ্র বানিয়েছে । সেবার খুব ভালো লক্ষ্য রেখেছ তোমরা । এখন তো গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় সেন্টার আছে । যতই হোক, এখন গলিতে গলিতে জ্ঞান -স্থান হতে হবে । ভক্তিমার্গে তারা দেবস্থান বানায় কিন্তু এখানে ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ আত্মা থাকতে হবে । সব বাড়ীতে হয়তো কোনকিছু নেই কিন্তু দেবতাদের চিত্র অবশ্যই থাকবে । একইভাবে, ঘরে ঘরে চৈতন্য ব্রাহ্মণ আত্মা হতে হবে । যখন গলি গলিতে জ্ঞান -স্থান হবে তখন প্রত্যেক গলিতে প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়বে । এখনও অনেক সেবা বাকি আছে । তবুও তোমরা বাচ্চারা সাহসের সাথে যতদূর সেবা করেছে, তারজন্য বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ সাহসী বাচ্চাদের অভিনন্দন জানান, এবং সহায়তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শুভ আশীর্বাদও দেন তিনি । আর তারপর যখন ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়ে দীপাবলী উদযাপন করে এখানে আসবে, বাপদাদা তোমাদের পুরস্কার দেবেন ।

বাপদাদা এটা দেখে খুব খুশি যে, মহান আত্মাদেরও চ্যালেঞ্জ করে পবিত্র প্রবৃত্তির প্রমাণ দিয়ে, তোমাদের হৃদের ঘরকে বাবার সেবার স্থান বানিয়ে, সুযোগ্য বাচ্চাদের প্রত্যক্ষ পার্ট প্লে করছে, এইজন্য বাপদাদা এইরকম সেবাধারী বাচ্চাদের দেখে সদাসর্বদা খুশি থাকেন । এতেও মাতাদের সংখ্যা বেশি । যদি কোন বিষয়ে পাণ্ডব এগিয়ে যায় তো শক্তি সবসময় খুশি হয় । বাপদাদাও পাণ্ডবকে সামনে রাখেন । পাণ্ডবরা নিজেরাও শক্তিকে সামনে রাখা জরুরী মনে করে । প্রথম চেষ্টা তোমরা কি করে থাকো ? মুরলি কে শোনাবে ? এতেও তোমরা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো । শিববাবা ব্রহ্মা-মাকে সামনে রেখেছেন এবং ব্রহ্মা-মা সরস্বতী মাকে সামনে রেখেছেন । তাহলে তো এটাই ফলো মাদার ফাদার হয়ে গেল, তাই না ! সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে অন্যকে সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়ার মধ্যেই তোমার এগিয়ে যাওয়া অন্তর্ভূত হয়ে আছে । যখন থেকে বাপদাদা মাতাদের ওপর নজর রেখেছেন তখন থেকে দুনিয়ার লোকেরাও 'লেডিজ ফার্স্ট '-এর স্লোগান শুরু করেছে । তারা তো এমনই স্লোগান দেয়, তাই না ! যদি তোমরা ভারতের রাজনীতির দিকে দেখ তো দেখবে যে, সব পুরুষও নারীর মহিমা গায় । একদিক থেকে পাণ্ডবরাও তো নারীই । আত্মা নারী আর পরমাত্মা পুরুষ । তাহলে এর অর্থ কি হলো ? তোমরা বলো 'আত্মা বলে ', তোমরা এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বলো পুংলিঙ্গে নয় । তোমরা যা চাও হতে পারো কিন্তু তোমরা তো নারী, তাই না? পরমাত্মার কাছে তো তোমরা নারীই । তোমরা অনুরাগী নও ? এক বাবার সাথেই তোমরা সর্ব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ করো । তোমরাই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাই না ! বাপদাদা বাচ্চাদের সাথে এটাই অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছিলেন । তোমরা সব হারানিধি বাচ্চারা 'এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়', সদা এই অনুভবে থাকো । এইরকম বাচ্চারাই বাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মা হয় । আত্মা -

এইরকম সদা প্রবল উদ্যম এবং উৎসাহে থেকে, সদা সকল আত্মাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ কল্যাণের ভাবনা রাখে, শ্রেষ্ঠ সাহসের দ্বারা বাপদাদার সহায়তার সমর্থ, যারা এইরকম সেবাস্থানের নিমিত্ত হয়েছে সেই মহান আত্মাদের পরমাত্মার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদান:- দায়িত্বের স্মৃতি দ্বারা সদা অ্যালার্ট থেকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ভব

বাচ্চারা, প্রকৃতি এবং মনুষ্যাত্মাদের বৃত্তির পরিবর্তন করানোর দায়বদ্ধতা তোমাদের । কিন্তু এই দায়িত্ব তখনই পালন করতে পারবে যখন বৃত্তি শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় সম্পন্ন, সত্বপ্রধান এবং শক্তিশালী হবে । এই দায়িত্বের স্মৃতি তোমাকে সদা অ্যালার্ট রাখে । সব আত্মাকে মুক্তি -জীবনমুক্তি দেওয়া, উত্তরাধিকার লাভ করতে তাদের সমর্থ বানানো, অনেক বড় দায়িত্ব । সেইজন্য কখনও অমনোযোগী হয়োনা এবং তোমাদের বৃত্তি যেন সাধারণ না হয় ।

স্লোগান:- নিজের সব কর্মের দ্বারা সহায়দাতা বাবাকে প্রত্যক্ষ করলে, অনেক আত্মারা তাদের লক্ষ্য খুঁজে পাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- অপগুণ মুক্ত করে স্বচ্ছ হৃদয়ের হও, সত্যতা এবং পবিত্রতার গুণ ধারণ করো
তাহলেই সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে ।

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্মাজীত অবস্থা কখন আর কিভাবে হবে ?

উত্তর :- যখন লড়াইয়ের উপকরণ সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবে, তখন তোমাদের ক্রমানুসারে কর্মাজীত অবস্থা হতে থাকবে । এখন এর দৌড় চলছে । কর্মাজীত হওয়ার জন্য পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি দূর করা উচিত । শিববাবা, যার থেকে আমরা ২১ জন্মের আশীর্বাদী বার্ষা পাই, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না আসে, আর সম্পূর্ণ পবিত্র হও ।

গীত :- হে প্রাণী নিজের মুখ দেখো

ওম শান্তি । যেহেতু বেহদের বাবাকে বাচ্চারা পেয়েছে আর বাচ্চারা তাঁকে চিনতেও পেরেছে তাই এখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে আমরা কত পাপ আত্মা ছিলাম আর এখন কতো পুণ্য আত্মা হচ্ছি । যতো আমরা শ্রীমতে চলবো ততই বাবাকে অনুসরণ করবো । বাচ্চাদের সামনে এক তো এই চিত্র আছেই আর দিলওয়াড়া মন্দিরও সম্পূর্ণ স্মরণে হয়েছে । গানও গাওয়া হয়, দূরদেশে থাকা এখন পরদেশে পতিত শরীরে এসেছে । বাবা নিজেই বলেন যে, এ হলো পরের দেশ । পরের কার ? রাবণের । তোমরাও পরের দেশে অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে আছ । ভারতবাসী প্রথমে রাম রাজ্যে ছিল । এখন পরের অর্থাৎ রাবণ রাজ্যে আছে । শিববাবা তো বিচার সাগর মন্ডন করেন না । এই ব্রহ্মা বিচার সাগর মন্ডন করে বোঝান যে, দিলওয়াড়া মন্দির হলো জৈনদের । যারা চৈতন্য হয়ে গিয়েছিলো তাদেরই জড় স্মরণ । আদি দেব, আদি দেবীও এখানে বসে আছে । ওপর হলো স্বর্গ । এখন যারা তাদের ভক্ত তারা যদি এই জ্ঞান পায় তাহলে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে বরাবর নীচে যারা আছে তারা রাজযোগের শিক্ষা নিচ্ছে । ওপরেও প্রবৃত্তি মার্গ আবার নীচেও প্রবৃত্তি মার্গ । কুমারী কন্যা, অধর কন্যা এদের চিত্রও আছে । অধরকুমার আর কুমারীদের চিত্রও আছে । মন্দিরে আদিদেব ব্রহ্মাও আছে আবার বাচ্চাদের চিত্রও আছে । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীই রাধা কৃষ্ণ হয় । এ হলো ব্রহ্মার আত্মার অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম । এ হলো বাবা এবং বাচ্চাদের স্মরণ । এমন তো নয় যে হাজার বা লাখ চিত্র রাখবে । মডেল হিসেবে কিছু চিত্র রাখা হয় । জগত অম্বা, জগত পিতা আর তাদের অনেক সন্তানও আছে । মায়েদের আধিক্য থাকার কারণে ব্রহ্মাকুমারী নাম লেখা হয়েছে । মন্দিরেও কুমারী কন্যা এবং অধর দেবী আছে । ভেতরে গেলে হাতির উপর অধিষ্ঠিত পুরুষদের চিত্রও আছে । এ সব কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো ।

তোমরা এখন স্বচ্ছ হৃদয়ের হতে শুরু করেছো । আত্মার থেকে অপগুণ মুক্ত করছো । তোমাদের মাশ্মা যখন কাউকে বোঝাতেন তখন তার সেই জ্ঞানের তীর লেগে যেত । তারমধ্যে স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা ছিলো । তিনি ছিলেনও কুমারী । মাশ্মার নামও প্রথমে আসে । প্রথমে লক্ষ্মী এবং তারপরে নারায়ণ । এখন বাবা তোমাদের বলছেন মাশ্মার মতো গুণ ধারণ করো । অপগুণ মুক্ত হতে থাকো । মুক্ত না হতে পারলে তোমাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । সুপুত্রদের কাজই হলো প্রতিটি কথাকে বোঝা । আগে তোমরাই অবুঝ ছিলে । এখন বাবা তোমাদের বুঝদার করে তুলছেন । অজ্ঞান অবস্থায় বাচ্চারা

থারাপ হয় আর তখন বাবার নাম বদনাম করে। ইনি হলেন বেহদের বাবা। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী নামে পরিচয় দিয়ে তারপর ঈশ্বর বাবার নাম বদনাম করলে তার কি হাল হবে। এমন কাজ কেন করবে যাতে পদও ভ্রষ্ট হয় আর অনেকের লোকসান হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝান, দূরদেশ থেকে আসি এই পরদেশে। এরপর দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। ভক্তিও দ্বাপর থেকেই শুরু হয়, এখন সকলেরই তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থা। এ হলো বেহদের পুরানো ঝাড়। বেহদের এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। বেহদের এই সন্ন্যাসও কেউ করাতে পারে না। দুনিয়ার সন্ন্যাসী হদের সন্ন্যাস করায়। বেহদের বাবা বেহদের পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করায়। তিনি আত্মাদের বোঝান, হে বাচ্চারা, এ হলো পুরানো দুনিয়া। তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত। অবশ্যই এই বিনাশ হবে তাই বেহদের বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো। হে আত্মারা, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা বাবা আমাদের পড়ান। যতক্ষণ না এই কথা পাক্সা নিশ্চিত হয়, কিছুই বুঝতে পারবে না। প্রথমে এই নিশ্চিত করো যে আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী। আমরা অশরীরী আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করি। না হলে এই জনসংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে। যেমনভাবে আত্মারা পরমধাম থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করে তেমনই পরমপিতা পরমাত্মাও এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন - তোমরা হলে আমার বাচ্চা। আমি সাগরের সন্তান তোমরা জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিলে। এখন আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যারা বেশী বিকারে যায় তাদেরই ভ্রষ্টাচারী পতিত বলা হয়। এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন বিকারী তাই এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আমি এই রাবণ রাজ্যে এসেছি। ৫ হাজার বছর আগেও আমি এসেছিলাম। প্রতি কল্পে আমি আসি আর আসিও এই সঙ্গম যুগে, বাচ্চাদের মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিতে। সত্যযুগে হলো জীবনমুক্তি। তখন বাকি সবাই মুক্তিতে থাকে। তাও এত সব যে আত্মা তাদের কে নিয়ে যাবে? বাবাকেই লিবারেটর আর গাইড বলা হয়। বাবা এসেই ভক্তদের ভক্তির ফল দেন। তোমরাই পূজারী থেকে পূজ্য হও। বাবা আর কোনো অসুবিধা করান না। দিলওয়াড়া মন্দিরের চিত্র সম্পূর্ণ সঠিক। বাচ্চারা যোগে বসে, তাদের শিক্ষা কে দেন? পরমপিতা পরমাত্মার চিত্রও আছে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনা করছেন। এখানেও চিত্রে দেখো, ঝাড়ের নীচে তপস্যা করছে। ব্রহ্মা, সরস্বতীরও মাতা হয়ে গেছেন। গায়নও আছে.... স্বমেব মাতাশ্চ পিতা নিরাকারকে কিভাবে বলবে। এনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেছেন তাই ইনি মাও হলেন। সন্ন্যাসীরা তো নিবৃত্তি মার্গের - নিজের মুখেই তারা বলে, এরা আমার অনুসরণকারী। তারাও বলে যে আমরা অনুসরণকারী। এখানে তো মাতা, পিতা দুইই আছে, তাই বলা হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা তিনি বন্ধুও। যার মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও পড়েন, তাই সখাও হয়ে যান। শিববাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের দত্তক নিয়েছি। তোমরা রাজযোগ শিখছো। শিববাবার তো নিজের শরীর নেই। মন্দিরে তো লিঙ্গ রাখা আছে। দিলওয়াড়ার অর্থ বুঝতেই পারে না। অধর কুমার, কুমারীরাও আছে আর শিক্ষক শিববাবার চিত্রও আছে। স্বর্গের মালিক যিনি বানাবেন তাঁকে তো ওস্তাদ হওয়া চাই। ওখানে কৃষ্ণের কথা নেই। ওখানে ব্রহ্মা বসে আছেন - সেখানে কৃষ্ণ কিভাবে আসবে? কৃষ্ণের আত্মা তপস্যা করছেন সুন্দর হওয়ার জন্য। এখন উঁনি শ্যাম। ওপরে বৈকুণ্ঠের সুন্দর চিত্র রয়েছে। ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরাই পরে দেবতা হবে। তোমাদের এমন যিনি বানান তিনি হলেন সবথেকে উঁচু। তাই এই দিলওয়াড়া মন্দিরও সবথেকে উঁচু।

তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান তো সবাইকে দাও, কিন্তু কেউ কি বুঝতে পারে যে জ্ঞানে এসে পতি - পত্নী দুজনে একসাথে থেকে পবিত্র থাকা - এ তো অনেক বড় শক্তি। কিন্তু এই কথা বুঝতে পারে না

যে এ হলো সর্বশক্তিমান বাবার শক্তি । বাবা দেখো তোমাদের স্বর্গের কতো লোভ দেখান । বাচ্চারা পবিত্র হও তাহলেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । মায়ার তুফান তো অনেকই আসবে বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা কতো ফার্স্টক্লাস ছিলে । তোমাদের কি হয়ে গেল ? বাবা চট করে বলে দেবে, এইসময় ব্রাহ্মণদের মালার মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারে কে কে আছে । কিন্তু সবাই এইভাবে থাকবে না । এই কামাইয়ে দশা বসবে । কারোর যদি রাহুর দশা আসে তাহলে ছেড়ে চলে যায় আবার সেই পুরানো দুনিয়ায় । তারা বলে আমাদের দ্বারা এই পরিশ্রম হবে না । বাবাকে স্মরণ করতে পারি না । এই 'না' বলতে তারা নাস্তিক হয়ে যায় । দশা সবসময় ঘুরতে থাকে । মায়ার আসাতে টিলে হয়ে যায় । যদি ভাগলী হয়ে যাও তাহলে শ্যাম (কালো) হয়ে যাবে । এখানে আসেই তো সুন্দর হওয়ার জন্য । তোমরা ব্রাহ্মণ বংশের যারা তারা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছে । এখানে অনেক জবরদস্ত কামাই । বাচ্চারা জানে যে মাশ্মা - বাবা, লক্ষ্মী - নারায়ণ হবেন । বাচ্চারা বলে, বাবা, আমরা আপনার সমান পুরুষার্থ করে অবশ্যই সিংহাসনের উপযুক্ত হবো । উত্তরাধিকারী হবো । কিন্তু তবুও গ্রহের দোষ তো এসেই যায় । চলনও ভালো হওয়া চাই । তোমাদের কাজই হলো ঘরে ঘরে এই সন্দেশ পৌঁছানো যে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বিনাশ সামনে উপস্থিত তোমরা এই নিমন্ত্রণ দাও । দিন - প্রতিদিন তোমাদের বুদ্ধি হতে থাকবে । সেন্টারও খুলতে থাকবে । এত বড় বড় বাড়িও কম পড়ে যাবে । আগে গিয়ে কত বাড়ির প্রয়োজন হবে । এই ড্রামাতে যারা আসবে তাদের জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন । বাচ্চারা নিজেদের জন্যই সবকিছু করছে । তাই বাচ্চাদের বেহদের খুশী হওয়া চাই কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিযোগ নষ্ট করে দেয় । এখন মালা সম্পূর্ণ হতে পারবে না - অস্তিমে রুদ্রের মালা হবে তারপর বিষ্ণুর মালা হবে । বাবা কতো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন । অশ্বাদেবীর মন্দিরের সামনেও সেন্টার হওয়া উচিত যাতে সবাইকে বোঝানো যায়, ইনিই হলেন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । তাহলে সেখানেও ভিড় হতে থাকবে । তোমরা কেবল কাজ করো, অর্থ ছম - ছম করে আসতেই থাকবে । এই নাটকে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা দশটা সেন্টার খোলো, বাবা গ্রাহক দিয়ে দেবে । কিন্তু সেন্টারই খুলতে পারো না । কলকাতার মতো শহরে তো অনেক সেন্টার খোলা চাই । হিন্মতবান বাচ্চা আর সাহায্যকারী বাবা, যে কাউকেই টাচ্ করে দেবে । কাজ তো তোমাদের করতে হবে । বহুরূপীর সন্তান তোমরাও বহুরূপ ধারণ করে এই সেবা করতে পারো । যে কোনো জায়গায় গিয়ে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । জৈনদেরও সেবা করতে হবে । অনেক ভালো, বড় বড় জৈন আছে । কিন্তু বাচ্চাদের এমন বিশাল বুদ্ধি নেই যে সার্ভিস করতে পারে । কিছু দেহ - অভিমান থেকেই যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার হয়ে মায়ার বশে যেও না । কর্মাভিত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বাবাকে ভুলে নাস্তিক হওয়া যাবে না ।

২) বুদ্ধিতে বেহদের সন্ন্যাস ধারণ করতে হবে । বেহদের খুশীতে থেকে বিশাল বুদ্ধির হয়ে সেবা করতে হবে ।

বরদান :- সবকিছু বাবার কাছে সমর্পণ করে ডবল লাইট থেকে বাবার সমান পৃথক এবং প্রিয় হও ।

ডবল লাইটের অর্থ হলো সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করা । এই শরীরও আমার নয় । এই শরীর সেবার অর্থে বাবা আমাকে দিয়েছে । তোমাদের তো এই প্রতিজ্ঞা যে"তন - মন - ধন সবই তোমার" । যখন শরীরই আমার নয় তখন আর কি রইলো । তাই যেন সর্বদা কমল পুষ্পের দৃষ্টান্ত স্মৃতিতে থাকে যে আমি কমল পুষ্পের সমান পৃথক এবং প্রিয় । এমন পৃথক যারা থাকতে পারে তারাই পরমাত্ম প্রেমের অধিকারী হয় ।

শ্লোগান :- মর্যাদার সীমারেখায় যারা থাকে তারাই মর্যাদা পুরুষোত্তম ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী এই তিন শব্দ যে বলা হয় তার যথার্থ অর্থ বোঝা অত্যন্ত জরুরী । মানুষ ভাবে যে এই তিন গুণ একত্রে চলতে থাকে, কিন্তু বিবেক কি বলে -- এই তিন গুণ কি একসাথে চলে আসছে বা তিন গুণের পার্ট আলাদা আলাদা যুগে আসে ? বিবেক তো এই কথাও বলে যে এই তিন গুণ একসাথে চলে না, যখন সত্যযুগ থাকে তখন সতোগুণ, দ্বাপরে রজোগুণ, আর কলিযুগে থাকে তমোগুণ । যখন সতো থাকে তখন রজো বা তমো থাকে না, যখন রজো থাকে তখন আবার সতোগুণ থাকে না । মানুষ তো এই কথাই ভেবে আসছে যে এই তিন গুণ একসাথে চলে আসছে । এই কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল, দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে, মানুষ যখন সত্য কথা বলে, পাপ কর্ম না করে, তখন তার সতোগুণী অবস্থা, কিন্তু বিবেক বলে যে আমরা যখন সতোগুণী বলি তখন এই সতোগুণের অর্থ সম্পূর্ণ সুখ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি সতোগুণী । বাকি এমন বলবে না যে, সত্য কথা বলেন, তাই উনি সতোগুণী আর যে মিথ্যা কথা বলে সে কলিযুগী তমোগুণী, এমনভাবেই দুনিয়া চলে আসছে । এখন আমরা যখন সত্যযুগ বলি, তার অর্থ সমস্ত সৃষ্টি সতোগুণ, সতোপ্রধান হওয়া প্রয়োজন । হ্যাঁ, কোনো এক সময় এমনই সত্যযুগ ছিলো যখন সমস্ত সংসার সতোগুণী ছিলো । এখন সেই সত্যযুগ নেই, এখন হলো কলিযুগী দুনিয়া, সমস্ত সৃষ্টির উপর তমোপ্রধানতার রাজ্য । এই তমোগুণী সময় সত্যযুগ কেমন করে আসবে ! এখন হলো ঘোর অন্ধকার, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয় । ব্রহ্মার দিন হলো সত্যযুগ, আর ব্রহ্মার রাত হলো কলিযুগ, তাই আমরা এই দুই যুগকে মেলাতে পারি না ।

২) "এই কলিযুগী দুনিয়ায় কোনো সার নেই, এই সংসার হলো অসার"

এই কলিযুগী সংসারকে কেন অসার সংসার বলা হয় ? কেননা এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই, কোনো বস্তুতেই সেই শক্তি নেই অর্থাৎ সুখ, শান্তি আর পবিত্রতা নেই, অথচ এই সৃষ্টিতেই এক সময় সুখ, শান্তি আর পবিত্রতা ছিলো । এখন সেই শক্তিই নেই কারণ এই সৃষ্টিতে পাঁচ বিকার রূপী ভূতের প্রবেশ ঘটেছে, তাই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর অথবা কর্মবন্ধনের সাগর বলা হয়, এই কারণেই মানুষ দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে, পরমাত্মা আমাকে ভব সাগর থেকে পার করো, এর থেকে সিদ্ধ হয় যে অবশ্যই কোনো অভয় বা নির্ভয়তার কোনো সংসার আছে যেখানে আমরা যেতে চাই, তাই

এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়, যা পার করে আমরা পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় যেতে চাই । তাই দুনিয়া দুটি, এক হলো সত্যযুগী সারের দুনিয়া, দ্বিতীয় হলো কলিযুগী অসারের দুনিয়া । দুই দুনিয়াই এই সৃষ্টিতেই হয় । আচ্ছা -- ওম শান্তি ॥

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা রুহানী যাত্রা করছ , তোমাদের এই মৃত্যুলোকে আর ফিরতে হবেনা,
তোমাদের উদ্দেশ্য হল মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া ও দেবতায় পরিণত করা "

প্রশ্ন:- ১৬ কলা সম্পূর্ণ আত্মাদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- তারা নিজের জ্ঞানের ঝুলি জ্ঞান রত্নে ভরপুর করে অন্যদেরও ভরবে। জ্ঞান রত্নের দান করে নিজের পদ মর্যাদা উঁচু করবে। দ্বিতীয়ত, তারা পাকা মহাবীর হবে, মায়া তাদের একটুও চলায়মান করতে পারবেনা। তারা শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত অখন্ড অচল হয়ে চলবে ।

প্রশ্ন:- পাপ মুক্ত হয়ে পুণ্য আত্মায় পরিণত হওয়ার যুক্তি কি ?

উত্তর :- এই অন্তিম জন্মের কাহিনী বাবাকে শুনিয়ে বাবার পরামর্শ নাও। তার সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করতে করতে জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো তাহলেই পুণ্য আত্মায় পরিণত হবে ।

গান : - ভোলানাথের চেয়ে অনুপম

ওম্ শান্তি । বাবা ওম্ শব্দটির অর্থ বুঝিয়েছেন। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি । আত্মার নিজস্ব স্বরূপ বা লক্ষ্য হল শান্তি। আত্মার ধর্ম হল শান্তি। বাবাও নিজের পরিচয় দেন। যেমন পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় তেমনই আত্মাদের। মানুষ ওম্ শব্দটির অর্থ কত লম্বা করে দিয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ ভগবানও বলে দেয়। ভোলানাথের কত মহিমা আছে। ভোলানাথ শঙ্করকে বলা হবে না কারণ শঙ্কর আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান না। সেসব তো ভোলানাথ-ই বলে দেন। ভোলানাথ উত্তরাধিকার প্রদান করেন -- শঙ্কর করেন না। এমনিতেও শঙ্কর শান্তি প্রদান করেন না। না। শান্তি প্রদান করতে সাকারে এসে বোঝাতে হবে। শঙ্কর তো সাকারে আসেন না। ভোলানাথ-ই শান্তি , সুখ, দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। প্রতিটি অবিনাশী বস্তু দেন কারণ বাবা হলেন অবিনাশী , উত্তরাধিকারও অবিনাশী দেন। ড্রামাকেও অবিনাশী বলা হয়। হৃদের ড্রামা বা নাটক তো এখন তৈরি হয়েছে। বেহৃদের নাটক তো হল অনাদি ড্রামা। স্থূল নাটক মানুষদের দ্বারা তৈরি। সেসব রিপিট হয়। যেমন কংস বধের নাটক তৈরি হয়েছে , সেটি আবার রিপিট করে দেখানো হবে। এই বেহৃদের ড্রামা সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়। কলিযুগের অন্তে শেষ হয়ে আবার রিপিট হয়। ওয়ার্ল্ড রিপিট বলা হয়। কোন্ ওয়ার্ল্ড ? নিশ্চয়ই সত্যযুগী ওয়ার্ল্ড ছিল যা আবার রিপিট হবে। অর্ধকল্পের পরে পুরানো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপিট হয়। নতুনকে দিন , পুরানোকে রাত বলা হয়।। এইসব হল বুঝবার কথা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান নিতে হবে। পড়তে হবে। সেসব পড়াশোনা ১৫-২০ বছর চলে । এ হল কঠিন পরীক্ষা , এর উদ্দেশ্য হল মানুষ থেকে দেবতা করা। যা কিছু পাপের বোঝা আছে সেসব দহন করতে হবে। তার জন্যে বাবা রুহানী যাত্রা শিখিয়েছেন। যেখান থেকে এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হবেনা। দৈহিক যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর অনেক করা হয়েছে, তোমরা বাচ্চারা আদি জেনেছ , মধ্য জেনেছ । মধ্য কালে কত বড় বড় ঘটনা হয়েছে। রাবণ রাজ্য শুরু হয়। ভক্তি মার্গ শুরু হয়। মানুষ ব্রষ্টাচারী হওয়া শুরু হয়। সম্পূর্ণ ব্রষ্টাচারী হতে অর্ধকল্প সময় লাগে। মায়ার রাজ্য দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। সূতরাং ভক্তি ও রাবণ

রাজ্য দুই নাম-ই হল পতনের। ভক্তির পরে ভগবানের প্রাপ্তি। বাবা বলেন তোমরা সবচেয়ে বেশি ভক্তি কর। তারপরে জ্ঞানও তোমরাই প্রাপ্ত কর। জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গমে তোমাদের বৈরাগ্য চাই। তোমরা পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস কর। তাদের শেখান শঙ্করাচার্য্য , তাদের হল হঠ যোগ। অনেক রকমের যোগ শেখে তারা। ঘর সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ করে তারা। তারা হল তত্ত্ব জ্ঞানী , তত্ত্ব যোগী বলা হয় তাদের। জ্ঞানও দেয় তারা তত্ত্বের সাথে । চক্র পরিক্রমা করবে, আমাদের পাট করতে হবে এইসব তারা বোঝে। এইসব কথা তাদের সামনে এমন যেন বানরের সামনে ডুগডুগি বাজানো। এই বানর সম মানুষদের মন্দির সম করতে এই জ্ঞান ডাক্ষ করতে হয় , জ্ঞান ডাক্ষকেই তারা ডুগডুগি নাম দিয়েছে। আর বলে দেয় রাম এসে বানর সেনা নিয়েছিলেন। বাবা বলেন তোমরা সবাই বানর ছিলে। শিববাবা জ্ঞানের ডুগডুগি বাজিয়ে বানর থেকে মন্দির সম যোগ্য করেছেন। তারা ভাবে লঙ্কায় রাবণের রাজ্য ছিল । বাবা বলেন সম্পূর্ণ দুনিয়া সাগরের মধ্যখানে স্থিত । এই সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতে রাবণের রাজত্ব। তারা হৃদের কথা শোনায়। বাবা বেহৃদের রহস্য বলে দেন। সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের শৃঙ্খলে আটকে আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে পতিত বলা হয়। পতিত ডাকে যে , হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র কর। আত্মকেই পবিত্র হয়ে ঘরে (পরম ধামে) ফিরতে হবে। তোমরা জানো এক পিতার সন্তান আমরা সকলে ভাই বোন হই। তবে নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও চাই। শিববাবা বলেন যে তোমরা নিরাকার আত্মারা হলে শিব বংশী , তারা সাকারে হয় ভাই বোন । নিরাকার স্বরূপে সবাই হও ভাই-ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাকারে এসে তোমাদের ভাই বোন করেন। আত্মিক রূপে ভাই ভাই দৈহিক রূপে ভাই বোন। সুতরাং এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে আমরা হলাম শিব বংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি বাবার কাছে। বাবাকে অবিনাশী সার্জেনও বলা হয়। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন হল পৃথক । বাবা এসে কর্ম , অকর্ম ও বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন। প্রত্যেককে নিজের নিজের জীবন কাহিনী শোনাতে হয়। এই কথাটি তো জানো যে তোমরা দ্বাপর থেকে পতিত হয়েছ। এখন এই হল তোমাদের শেষ জন্ম , যা কিছু পাপ কর্ম আছে সবই জমা হয়েছে। এবারে আমাদের পুণ্য জমা করতে হবে। এত জন্মের পাপ কিভাবে কাটবে আর আমরা পুণ্য আত্মায় কিভাবে পরিণত হব ? বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে আর জ্ঞান রঞ্জের দান করতে হবে। যে অনেক দান করবে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। ভারতের মতন দান কেউ করেনা। এবারে তারা এতসব কথা থেকে পেয়েছে ? বেহৃদের বাবা হলেন সবচেয়ে বিরাট দানী। বাবা এসে জীবন দান করেন। ঝুলি ভরে তুষ্ট করেন। নিজের ঝুলি কম বা বেশি ভরার দায়িত্ব বাচ্চাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। নম্বর অনুযায়ী ঝুলি ভরেন। অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে। অনেক সেন্টার আছে। বৃদ্ধি হতেই থাকবে। শিববাবার বংশাবলী হল অবিনাশী। সেই টি সাকার বংশাবলী হয়। ড্রামা অনুসারে শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ হতেই হবে। তোমরা হবেনা --- সে হতে পারেনা। ড্রামা অনুসারে এত হতেই হবে জট ড্রামা অনুসারে হয়েছিল , তারা-ই সত্যযুগের দেবতায় পরিণত হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেই থাকে। অনেকে ঝরে যায়। কেউ আবার এত পাকা মহাবীর হয় যে মায়া তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। তারা অচল অখন্ড থাকে। অখন্ড অর্থাৎ শুরু থেকে চলে আসছে যারা। বাচ্চারা, মহাবীর তোমাদেরই বলা হয়। অচল স্থির হতে হবে , এমন কেউ যেন বলতে না পারে যে আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়েছি। না। হতে হবে নিশ্চয়ই। ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন কি ? যারা ভালো ভাবে নিজের ঝুলি ভরে অন্যেরও ঝুলি ভরে। ড্রামা অনুযায়ী কল্প পূর্বে যারা জ্ঞান ধারণ করেছে , তারা-ই করবে। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি। পুরুষার্থ তো করতেই হবে। পুরুষার্থ না করলে প্রালব্ধ প্রাপ্ত হবেনা। তারা সব মানুষ , মানুষের দ্বারা পুরুষার্থ করে।

শাস্ত্রও মানুষ তৈরি করেছে। এখন তোমরা পরম পিতা পরমাত্মার শ্রীমং প্রাপ্ত করছ। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। উঁচু থেকে উঁচু ওঁনার নিবাস। বাবা এসেছেন সুখ ধাম , শান্তি ধামের মালিক করতে। সবাইকে শান্তি ধাম নিয়ে যাবেন। কত বিশাল বেহদের পান্ডা তিনি। তিনি-ই হলেন একমাত্র , বাকিরা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক পান্ডা আছে। কুস্ত্র মেলায় অনেক পান্ডা থাকে। এইটি হল সত্যিকারের কুস্ত্র মেলা। কিন্তু পান্ডা একজন-ই আছে। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তারা-তো পাঁচ পাণ্ডব দেখিয়েছে। বাস্তবে গায়ন আছে এদের। এই হল শক্তি সেনা , বন্দে মাতরম। মুখ্য হল ভারত। ইনি হলেন সকলের মাতা পিতা , সকলকে পবিত্র করেন। কৃষ্ণকে- তো সবাই মানে না। কৃষ্ণের নাম গীতায় লিখে দেওয়ার জন্যে ভারতকে কেউ উঁচু তীর্থ স্থান ভাবেনা। বাবা বলেন গীতা পাঠ করতে করতে মানুষদের কি অবস্থা হয়েছে। বাবা তো সবাইকে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দেন। জ্ঞান তো অসীম আছে। সাগরকে দোয়াতের কালি বানাতেও অসীম , যার সীমা নেই। গীতায় শিবায় নমঃ না লিখে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমাদের অন্ধের লাঠি হাতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে যে কে হলেন উঁচু থেকে উঁচু ? পরম পিতা পরমাত্মা। স্বর্গের অধিকার কার কাছে প্রাপ্ত হয় ? ওঁনার কাছে। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। স্থাপনা হয়েছিল। বর্ণের পুনরাবৃত্তি হবেই। তোমরা শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞের রচনা করা হয়। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ , তারা হল মিথ্যা ব্রাহ্মণ। ভগবানুবাচ -- বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। এখানে তোমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন। ওখানে মানুষ , মানুষদের পড়ায়। সবচেয়ে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? যতই বোঝাও তবু বলে দেবে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। পাথরবুদ্ধি যে তারা। আরে, আমরা সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করি , সর্বব্যাপীর সম্বন্ধ হয় কি ? প্রদর্শনী করতে থাকো তাহলেই বুদ্ধি হতে থাকবে। তোমরা অনেক ভোট প্রাপ্ত করবে। বাবা লেখেন -- ধার্মিক নেতাদেরও নিমন্ত্রণ দিতে হবে। তারপর পাহারাও দিতে হবে। যদি তোমরা এই দুই তিনটি কথা প্রমাণ করতে পারো তাহলে তাদের ধাক্কা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

তাহলে বাচ্চারা , সার্ভিস জোর দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। অনেকে বুঝতেও পারে। কিন্তু বাইরে বেরোলেই শেষ হয়ে যায়। সৃষ্টি চক্রকে বুঝবে সেও খুব কঠিন। এমন করে সবকিছু বুঝে যারা চলে যায় তাদের চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে ফর্ম ভরে তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে কেন ? পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী যে বাচ্চারা পরিশ্রম করেছে তারা ঠিক। ড্রামায় যা ছিল তাই রিপোর্ট হয়েছে। যতখানি সার্ভিস বৃদ্ধি হওয়ার ছিল , যতজন ব্রাহ্মণ সংখ্যায় হওয়ার ছিল হয়েছে। বৃদ্ধি হতেই থাকবে। কেউ এক সেকেন্ডে বাবাকে চিনবে। কেউ সাত দিনে, কেউ এক মাসে, কেউ চলতে চলতে নিশ্বেজ হয়ে পড়বে। তাকে সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়ে সবল করতে হবে। বাচ্চারা জানে -- শ্রীমং অনুসারে আমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছি। শ্রীমং অনুসারে স্বর্গবাসী করতে হবে। এখন তোমরা শিবালয়ে যাচ্ছ। প্রথমে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে তারপর এত জন্মের পর রাবণ নরকবাসী করে দিয়েছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ নরকবাসী কাঙাল হয়ে পড়েছ।

বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা হলে স্ব দর্শন চক্রধারী। রাবণের মাথা দেহ থেকে পৃথক কর । রাবণ শত্রুকে পরাজিত কর। রাবণ হল বিদেশী। আমাদের রাম রাজ্য ছিল। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াকে রাবণ পরাজিত করেছে। এই হল শোক বাটিকা । সত্যযুগ হল অশোক বাটিকা। এখানে হোটেলের নাম অশোকা হোটেল রাখা হয়েছে। যেমন সন্ন্যাসীরা শিব নাম রেখেছে। শিব ও বিষ্ণুর মালা বিখ্যাত।

ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারেনা। কৃষ্ণের মালাও হতে পারেনা। এই হল রুদ্র মালা। বিষ্ণুর মালা হল প্রবৃত্তি মার্গের। মানুষ বলবে এনার মতন পবিত্র কর । মুখ্য লক্ষ্য সামনে রাখা আছে। তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছ। পুরানো দুনিয়াকে লাখি মারছ। কৃষ্ণের আত্মা গৌর বর্ণ ছিল , তাই স্বর্গের গোলক ওনার হাতে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিবকেও শ্যাম বর্ণ দেখানো হয়েছে। শিব, যিনি হলেন সর্বের রচয়িতা, ওঁনাকেও কেউ জানেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন মনুষ্য আত্মাদের জীবন দান করতে হবে। বেহদের বাবার কাছে দান নিয়ে অন্যদের দিতে হবে। মহাদানী নিশ্চয়ই হতে হবে।

২) স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে রাবণের মাথা দেহ থেকে পৃথক করতে হবে। বেহদের বৈরাগী হয়ে বিকারের সন্ধ্যাস করতে হবে।

বরদান :- ড্রামার মধ্যে সমস্যা গুলিকে খেলা মনে করে অ্যাক্যুয়েট পার্ট করতে সমর্থ হিরো পার্টধারী হও ।

ব্যাখা: হিরো পার্টধারী তাকেই বলা হয় -- যার কোনো অ্যাক্ট-ই সাধারণ নয়, প্রত্যেকটি পার্ট হবে অ্যাক্যুয়েট। যতই সমস্যা হোক , যেমনই পরিস্থিতি হোক কারো অধীন হবেনা , বরং অধিকারী রূপে সমস্যা গুলি এমন পার করবে যেন খেলতে খেলতে পার করছে। খেলায় সदा আনন্দ থাকে, সে খেলা যেমনই হোক , বাইরে ক্রন্দনের পার্ট কিন্তু অন্তরে এই অনুভূতি হবে যে এইসবই বেহদের খেলা। খেলা ভাবলে বড় বড় সমস্যাও হালকা হয়ে যাবে।

শ্লোগান - যে সর্বদা প্রসন্ন থাকে সে-ই হয় প্রশংসার পাত্র ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – ভালোভাবে পড়াশুনা করে তার প্রমাণ দাও। সেবা করে অন্যদেরকেও যোগ্য বানাও। তাহলেই উঁচু পদের অধিকারী হবে।

প্রশ্ন:- এই বেহদের স্কুলে কারা প্রশংসিত হয়?

উত্তর:- যে নিজে ভালো ভাবে পড়াশুনা করে এবং অন্যকেও নিজের সমান বানানোর সেবা করে, আধ্যাত্মিক উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, কেবল অন্যকে দেখেই খুশি হয় না, উপরন্তু মাতা-পিতার সমান সেবা করে তাঁদের সিংহাসনে বসে - সেইরকম বাচ্চারা মাতা-পিতা এবং অনন্য বাচ্চাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। যে নিজের সময়কে অপচয় করে, পড়াশুনায় মনোযোগ দেয় না, মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে না, তাদের ওপর করুণা হয়। ওরা উঁচু পদ পাবে না। ওরা কেবল কমপ্ল্যান (অভিযোগ) করে যে আমার যোগ লাগে না।

গীত:- ধৈর্য ধর রে মন...

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, শ্রীমৎ অনুসারে চললেই সুখের দিন আসবে। যত শ্রীমৎ অনুসারে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হবে। কারণ, শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী তো সকলেই হবে, কিন্তু যে সঠিকভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে সে খুব ভালো শ্রেষ্ঠাচারী হবে। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও কেউ ভালো ভাবে পড়ে এবং কেউ কম পড়াশুনা করে কিংবা একেবারেই পড়ে না। যারা পড়াশুনা করে না তাদেরকে খারাপ বলা হয়। এই পড়াশুনাতেও কেউ ভালো ভাবে পড়ে এবং অন্যকেও সেইরকম যোগ্য বানায়। কেউ কেউ তো একদম মনোযোগ দেয় না। বাচ্চারা এটাও বোঝে যে, যদি আমরা কোনো বিষয় ভালো ভাবে পড়ি তাহলে সেইরকম যোগ্য হব, নাহলে অযোগ্য হয়ে যাব। যে যোগ্য হবে সে নিশ্চয়ই ভালো পদ পাবে। তোমরাও সুখধামের জন্য এই পড়া পড়ছ। তারপর সেখানেও ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। মানুষ একটু ভালো পদ পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করে। ওটা হল ঋণিকের কাক-বিষ্ঠা সম সুখ। এখানে তো অসীম সুখ পাওয়া যায়। যে সন্তান শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, সে-ই অসীম সুখ পাবে এবং ব্রাহ্মণ কুলেও তার নাম সুপ্রসিদ্ধ হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হল - সেবা করে অন্যদেরকেও উঁচু পদের প্রাপ্তি করলে তোমার পদও উঁচু হয়ে যাবে। ভালো ভাবে পড়াশুনা করে বাবার কাছে তার প্রমাণ দিতে হবে। বাবা, আমি এতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি। প্রদর্শনীতেও তোমরা প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে থাক। পরিচয় দেওয়ার পর তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নাও। বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। দুইরকম বাবা হয় - লৌকিক এবং পারলৌকিক। লৌকিক বাবার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যাকে কাক-বিষ্ঠা সম সুখ বলা হয়। বেহদের বাবা বেহদ (অসীম) উত্তরাধিকার দেন, স্বর্গের মালিক বানান। তাই বাচ্চাদেরকেও সেবা করে নিজের সমান বানাতে হবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করলেই হবে না, তাঁর মতো সেবাও করতে হবে। কেবল কৃষ্ণ অথবা অন্য কাউকে স্মরণ করা, কিন্তু তাদের মতো গুণ ধারণ না করা - এটা কোনো কাজের কথা নয়। এর দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে দেবতাদেরকে স্মরণ করতে করতে অধঃপতিত হয়েছে। এখন মাম্মা-বাবাও সদগতি করার সেবাতে রত আছেন। যে মা-বাবার মত সেবা করে, সে-ই মা-বাবার সত্যিকারের সন্তান। নাহলে তাদেরকে দুর্বল বলা হবে। বাবাও তখন-ই খুশি হবেন, যখন তিনি দেখবেন যে আমার প্রিয় সন্তান

আমার মতো সেবা করছে। লৌকিকেও যে বাচ্চা ভালো ভাবে পড়াশুনা করে, সে বাবার হৃদয়ে স্থান পায়, ভালো উপার্জন করে। এখানেও তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক উপার্জন করতে হবে। কেবল অন্যকে দেখে খুশি হলে চলবে না। পড়াশুনা করে এবং অন্যকে পড়িয়ে উঁচু পদ পেতে হবে। তবেই মা-বাবা এবং অনন্য বাচ্চারা তার প্রশংসা করবে। এটা হল বেহদের স্কুল। হাজার হাজার স্টুডেন্ট এখানে পড়াশুনা করে। যে ভালো ভাবে পড়ে না, সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমার ঠিক মতো যোগ লাগে না। সেই বাচ্চা বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না। যেহেতু সন্তান হয়েছ, তাই মা-বাবা তো প্রতিপালনও করেন, তাই না? কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবা বোঝাচ্ছেন, মা-বাবা এবং অনন্য সন্তানদেরকে ফলো করো। অনেক সেবা করতে হবে। ঐরকম সোশ্যাল ওয়ার্কার তো কোটি কোটি রয়েছে। কিন্তু তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে। যদি জ্ঞান থাকে তাহলে। নয়তো বুঝতে হবে যে পুরো জ্ঞান নেই। জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতা বেশি থাকার জন্য পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়, উঁচু পদ পায় না। বাবার করুণা হয়। এই পড়াশুনাতে পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। পুরুষার্থ না করলে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। কেউ দুই-তিন বার ফেল করলে নিজের সময়কে অপচয় করে। তাই যে কম পড়াশুনা করে তার উচিত যারা ভাল পড়াশুনা করে তাদেরকে সম্মান করা। কারণ সে তখন বড় ভাই-বোন হয়ে যায়। মাঝা-বাবার মত সেবা করে। যারা ভালো সার্ভিস করে তাদেরকে সব জায়গায় ডাকে। তাই বুঝতে হবে যে, কেন না আমি পুরুষার্থ করে এইরকম হব, অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাব। বেহদের বাবার পরিচয় দিয়ে বলতে হবে যে কিভাবে তাঁর কাছ থেকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই বেহদের বাবা হলেন জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্ব এবং সদা সুখদায়ী। দুইজন বাবা আছেন। একজন হলেন আত্মাদের পিতা, এবং অন্যজন অলৌকিক পিতা। তাই তোমরা বাপদাদা বোলো। লৌকিক সম্বন্ধেও বাপদাদা থাকেন। ইনি হলেন পারলৌকিক বাপদাদা। লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে তোমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পাছ। লৌকিক বাবার কাছ থেকে প্রত্যেক জন্মেই অল্পকালের সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। প্রত্যেক জন্মেই আলাদা আলাদা বাবা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার উত্তরাধিকার সত্য এবং ত্রেতাযুগে ২১ জন্ম ধরে চলে। হয়তো আলাদা আলাদা বাবা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু আমরা তো সুখধামেই থাকি। তারপর দ্বাপর থেকে মায়ার রাজত্ব শুরু হয় এবং আমরা ক্রমশ নিচে নামতে থাকি। এটা বুদ্ধিতে থাকতে হবে। যখন নীচে নামতে থাকে তখন জলদি জলদি জন্ম নেয়। অর্ধেক কল্প ধরে ২১ জন্ম নেয়, আর বাকি অর্ধেক কল্পে ৬৩ জন্ম কেন? পতিত হওয়ার জন্য দ্রুত নীচে নামতে থাকে। যখন বাবা আসলেন, তখন আমরা একেবারে নীচে নেমে গেছিলাম। এখন তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ হয়েছ। হয়তো তোমাদের কলিযুগের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু নিজেকে সঙ্গমযুগী বলে মনে কর। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে পরমধামের মালিক বানাচ্ছেন। গৃহস্থে থাকা সত্ত্বেও তোমরা বোঝ যে ওরা কলিযুগে রয়েছে আর আমরা সঙ্গমযুগে আছি। ওরা হল বিকারী সারস, আর আমরা হলম নির্বিকারী হাঁস। বাইরে থেকে দেখাতে হবে না। অন্তর্যামী বাবা অন্তরকে জানেন। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, কোনো পাপ কর্ম কোরো না। কথিত আছে, এক টাকার চোর আর লাখ টাকার চোর সমান। একবার চুরি করলে এক-দুই বছর তার ওপর সন্দেহ থেকে যায়। সেই সন্দেহ মিটে যাওয়া খুবই মুশ্কিল। তাই এইরকম কাজ করার কি দরকার? মায়া এইরকম কাজ করায়। মায়া মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার পরে স্মৃতিতে আসে যে আমি এটা কি করেছি? তখন বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন- ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এরপরে আর করো না। এটাও ভাল যে ভুলটা বলে দিয়েছ। নাহলে বেড়ে যেত। পত্রতে বাবাকে লেখে - আমি ক্রোধ করেছি, মুখ কালো করে দিয়েছি। নিজের এবং

দ্বী-র দুইজনের-ই করেছি। প্রত্যুত্তরে বাবা লেখেন - বাবার বাচ্চা হয়ে, প্রতিজ্ঞা করার পরেও মুখ কালো করেছ, ব্রাহ্মণ কুলে কলঙ্ক লাগিয়েছ, তাই শাস্তি পেতে হবে। এটা হল উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুল। দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমরা ব্রাহ্মণরা ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। তোমরা সত্য এবং ত্রেতাযুগে ২১ জন্ম ধরে রাজত্ব করেছিলে। তখন তোমরা সুন্দর ছিলে। তারপর ৬৩ জন্ম ধরে কাম-চিতায় বসে কালো অর্থাৎ শ্যাম হয়ে গেছ। কথিত আছে, সাগরের সন্তানরা কাম-চিতায় বসে মারা গিয়েছিল। তারপর সাগর যখন জ্ঞানের বর্ষা করল তখন তারা জেগে উঠল। গোরা হয়ে গেল। কৃষ্ণের আত্মাকে তো অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হবে। ২১ জন্ম সুন্দর এবং ৬৩ জন্ম শ্যাম। বর্তমানে তার পা পুরাতন দুনিয়ার দিকে এবং মুখ নুতন দুনিয়ার দিকে আছে। যে নম্বর ওয়ান পূজ্য ছিল, সে-ই নম্বর ওয়ান পূজারী হয়ে এখন লাস্ট নম্বরে আছে। নিজেই পূজারী হয়ে নারায়ণের পূজা করত। এখন সে-ই পূজ্য নারায়ণ হচ্ছে। একেই ফার্স্ট নম্বরে যেতে হবে। ব্রহ্মার দিন হল স্বর্গ এবং ব্রহ্মার রাত হল নরক। শিববাবা রাতকে দিন বানানোর জন্য আসেন। এখন অর্ধেক কল্প ব্যাপী এই রাত সমাপ্ত হয়ে দিন শুরু হচ্ছে। মুখে শিবরাত্রি বললেও শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নামে বলে দিয়েছে যে কৃষ্ণের জন্ম রাত্রে হয়েছে। কিন্তু এই কথাটা আসলে শিববাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিববাবার তো তিথি-তারিখ-বেলা কিছুই জানা নেই যে তিনি কখন এসেছেন। কৃষ্ণের বেলা রয়েছে। সে পুনর্জন্ম নেয়। শিববাবা তো হঠাৎ করে এসে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কখনো কখনো তো বোঝাই যায়নি যে কে এসেছে? কে কথা বলছে? পরবর্তী কালে বোঝা গেছে যে ইনি হলেন শিববাবা, জ্ঞানের সাগর। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণু পুরী স্থাপন করেন। ব্রহ্মা এখানেই আছে। কৃষ্ণপুরীও এখানেই। লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনের পেছনে বিষ্ণুর ছবি থাকে। কিন্তু কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন গভর্নমেন্টের ত্রিমূর্তির চিত্র রয়েছে। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। বাচ্চারা বেশি কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু লৌকিক এবং পারলৌকিক পিতার মধ্যে পার্থক্যটা তো বুঝতে পার। হে পতিত-পাবন, হে দয়াময়, হে দুঃখহর্তা-সুখকর্তা... -ইত্যাদি বলে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সত্যযুগে কেউ স্মরণ করে না। এখানেই বাবা সকল মনস্কামনা পূর্ণ করে দেন। সত্যযুগে এত অসীম ধন-সম্পদ পাবে যে সেখানে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। তোমাদেরকে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যে চলে না, সে হল অনাথা। ওদেরকে সারস বলা হয়। হাঁসকে সারসদের সাথেও থাকতে হয়। গৃহস্থে তো থাকতেই হবে। তাই রিপোর্ট আসে যে ভাই ঝগড়া করে, অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করে। এই দুনিয়ায় তো কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। পবিত্রতার জন্যও ঝগড়া হয়। খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ম পালন করতে হয়। এটা অনেকের কাছেই একটা সমস্যা হয়ে যায়। বাবা কত করে বোঝান যে স্মরণে থেকে খাবার খাও। কিন্তু নির্দেশ পালন করে না। অভ্যাস করতে হবে। তোমরা হলে শক্তি সেনা, যারা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানিয়ে দেয়। স্মরণের দ্বারা পাপ নাশ হয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাই কোটির মধ্যে কয়েকজন বেরিয়ে আসে। পুরুষার্থ করতে করতেও ফেল হয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে বাবার বাচ্চা হল, বাবা-বাবা বলতে থাকল। কিন্তু তারপরে যদি শ্রীমৎ অনুসরণ না করে তাহলে পড়ে যাবে এবং ছেড়ে চলে যাবে। মায়া আকর্ষণ করে, তাই বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। আগের কল্পে যা হয়েছিল, সেটাই আবার রিপিট হবে। পরিশ্রম করতে হবে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, সে-ই ধারণা করতে পারবে। মাঝা-বাবা বলে ডেকেও যারা তাদেরকে ফলো করবে না, তাদের দুর্গতি হবে। অর্থাৎ কম পদ পাবে। যে পড়াশুনা করবে তার সামনে যে পড়াশুনা করবে না সে মাথা নোয়াবে। চাকর-বাকর হবে। যে ব্রাহ্মণ হবে না, সে প্রজাদের মধ্যেও অতি সামান্য পদ পাবে। অন্য কোনো ধর্ম স্থাপক রাজত্ব স্থাপন করে না। বেহদের বাবা-ই ভবিষ্যতের জন্য রাজত্ব স্থাপন করেন। পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা এখন ফুলের মতো

হচ্ছ। যারা বিকারের বশীভূত হয়, তারা কাঁটা হয়ে যায়। আদি-মধ্য-অন্ত একে অন্যকে দুঃখ দেয়। এটা হল কাঁটার দুনিয়া। সঙ্গমযুগে তোমরা এখন ফুল হচ্ছ। সত্যযুগ হল ফুলের বাগান। এটা হল কল্যানকারী সঙ্গমযুগ বা কুন্ড। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। তোমরা এখন জানো যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিষি। রাজস্ব প্রাপ্তির মধ্যে মজা আছে। যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে হবে - এইরকম কথা বলে কি লাভ? বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের অনুভব রয়েছে। সার্ভিস তো করতেই হবে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস কর যে আমি কতজনের সেবা করেছি। যদি জ্ঞান থাকে তাহলে সেবাতেও নিযুক্ত হতে হবে। জ্ঞান না থাকলে সেবাও করতে পারবে না এবং উঁচু পদও পাবে না। ভাগ্যে না থাকলে পুরুষার্থও করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করতে হবে। খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিয়ম পালন করতে হবে। স্মরণে থেকে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) মাতা-পিতার মতো সেবা করতে হবে। বড়দেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তিমান বাবার সহায়তার স্মৃতি দ্বারা সর্বদা সফলতার অনুভব করতে থাকা কন্সাইন্ড রূপধারী হও।

সর্বশক্তিমান বাবাকে সাথী বানিয়ে নিলে শক্তিগুলো সর্বদা সাথে থাকবে। আর যেখানে সর্বশক্তি রয়েছে সেখানে সফলতা থাকবে না - এটা তো অসম্ভব। কিন্তু যদি বাবার সাথে কন্সাইন্ড থাকার মধ্যে কোনো কমতি থাকে, মায়া যদি কন্সাইন্ড রূপকে আলাদা করে দেয়, তাহলে সফলতাও কম হয়ে যায়। পরিশ্রম করলে তবে সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু সফলতা তো মাস্টার সর্বশক্তিমানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।

স্লোগান:- যদি সকলের আশীর্বাদ পেতে চাও তাহলে "হাঁ জী" বলতে থাকো এবং সহযোগের হাত বাড়িয়ে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে হবে তোমাদের। অতএব দৈবীগুণগুলি ধারণ করো আর আসুরী স্বভাবের অবগুণগুলিকে ছাড়তে থাকো, পবিত্র হও।

প্রশ্ন :- দৈবী স্বভাবের বাচ্চাদের মধ্যে এমন কি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারা যাবে ?

উত্তর :- তাদের সেবার ধরণ দেখে। তারা নিজেরা নিজেদের পতিত অবস্থা থেকে কতটা পবিত্র হতে পেরেছে এবং কত জনকে পবিত্র বানাবার সেবা করেছে। তেমন ভাল পুরুষার্থী হলে কি তার মধ্যে আর কোনও আসুরী অবগুণ থাকে ? সেবার সময় এসব কিছুই প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় মিশন হলো, দৈবী-গুণ শেখাবার মিশন। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে পতিত মানুষদের পবিত্র বানাবার সেবায় নিয়োজিত।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ।

ওঁম্ শান্তি! ভক্তি-মার্গের লোকেরা শিবের মহিমা কীর্তন করে - শিবায়ঃ নমঃ। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ হলেন এই শিববাবা। ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে শিব-পরমাত্মায়ঃ নমঃ। দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ, বিষ্ণু দেবতায়ঃ নমঃ, কিন্তু একমাত্র ভগবানের বেলায় বলা হয় শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। অর্থাৎ তফাৎ-টা এখানেই। কারণ পরমাত্মা কেবল একজনই ও একক সত্ত্বা। যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ। তাই তো ওঁনার মহিমাও এত উচ্চ-স্তরের। আবার বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে ওঁনার কর্ম-কর্তব্যও অতি উচ্চ স্তরের। ওঁনার ধামও উচ্চ থেকে অতি উচ্চ। এমন কি ওঁনার নামও উচ্চ থেকে অতি উচ্চ - তাই তো একমাত্র উনি ছাড়া আর কারও বেলায় পরমাত্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র এই পরমাত্মার বেলাতেই এত উচ্চ মহিমা করা হয় - হে পতিত-পাবন বলে। যেহেতু উনি আসেন এই পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরের আধারে। আর সেই পতিত শরীরের নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা। উনি (শিব পরমাত্মা) স্বয়ং তা বলছেন- অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্মে ব্রহ্মার অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শরীরেই প্রবেশ করেন উনি। কিন্তু যিনি সূক্ষ্ম-বতনবাসী সম্পূর্ণ ব্রহ্মা তার শরীরে কিন্তু অবশ্যই নয়। শিববাবা স্বয়ং তা জানাচ্ছেন, ব্রহ্মার অনেক জন্মের পরে এই অন্তিম জন্মে উনি ব্রহ্মার শরীরকেই আধার করেন তিনি। সবচাইতে বেশীবার জন্ম নিয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণ। এইভাবে অনেক জন্ম নিতে নিতে অন্তিম জন্মে তারাই অতি সাধারণ হয়ে যায়। তাই শিববাবা তা বলেনও না যে, উনি কোনও পবিত্র শরীরকেই আধার করেন। সাধারণ শরীরকে আধার করেই উনি অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং বলতে থাকেন। তাই এমন সময়ে অবশ্যই এই সাধারণ শরীরের আধার নিয়ে, এনার মাধ্যমেই সেই ভগবানই বসে আত্মাদের বুঝিয়ে বলছেন- উঁনিই সেই পরমপিতা পরমাত্মা। উঁনি যেমন কৃষ্ণের আত্মা নন, আর না তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের আত্মা উঁনি। উঁনি পৃথক সত্ত্বা পরমপিতা পরমাত্মা। যাকে আবার এভাবেও বলা যায় - শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। এখন উঁনি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু, সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন না উঁনি। যেহেতু এখানকার স্থূল-বতনে পতিত আত্মাদের পবিত্র বানাতে হবে ওনাকে। পূর্বে ওনার দ্বারাই সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মাও পবিত্র হয়েছিলেন, তাই সেই ব্রহ্মাকে আবার সূক্ষ্ম-বতনেও দেখানো হয়। কত সুন্দর রীতিতে এসব বুঝিয়ে দেন বাবা। কিন্তু তবুও মানুষেরা তা শুনেও না শোনার ভান করে উল্টো দিশায় চলতে থাকে।

তাদের কেবল আসুরী ও বিকারী বুদ্ধির কথাবার্তাই ভাল লাগে। আর যদি তারা ঈশ্বরীয় বুদ্ধির কথাবার্তা শুনতো, তবে তাদের সব সংশয়ই দূর হয়ে যেতো। ত্রিমূর্তির চিত্র সামনে না রেখে লোকদেরকে বোঝানো বেশ মুশ্কিল। লোকেরা তো ত্রিমূর্তিতে ব্রহ্মার নামও দেখিয়ে থাকে। যেহেতু শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার রচনা করান। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, যারা এখন বাবার সন্মুখে বসে আছো, কেবল তোমরাই তোমাদের পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় আসতে যাচ্ছো। কিন্তু কে কতটা হতে পারবে যা তোমাদের সেবার ধরণেই তা বোঝা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় কে খুব ভাল পুরুষার্থী আর কার মধ্যে এখনও কতটা অবগুণ অবশিষ্ট আছে। দেবতাদের মধ্যে তো কেবল দৈবী-গুণই থাকে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের আসুরীগুণ আর অন্যদের দৈবীগুণের বর্ণনা টুকুই করেন। তোমাদেরকেও এখন সব ধরণের আসুরী গুণগুলিকে ছাড়তে হবে। না হলে উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে না।

বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়ে বলছেন - বাচ্চারা দৈবীগুণ ধারণ করো। খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই সতর্ক ভাবে পবিত্র থেকে, চরিত্রবান আচরণ করবে। পতিত মানুষদের কু-চরিত্রের বলা হয়। কিন্তু দেবতারা চরিত্রবান হন বলেই তো তাদের এত জয়গান। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরুষার্থ করতে হবে। যে যেমনটা করবে - সে ঠিক তেমনটাই পাবে। এখন যে ভগবান স্বয়ং তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তার সাথে আবার জ্ঞানের পাঠও পড়াচ্ছেন। জ্ঞানের সাগর বাবা তো কেবল এই একজনই মাত্র। যিনি তোমাদের জ্ঞান দান করে সন্নতির পথে নিয়ে চলে। সেই কারণেই ওনাকে সুখদেবও (যিনি দৈবীয় সুখ দেন) বলা হয়। এখানকার এসব কথা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অপূর্ব! যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে, একমাত্র তাদেরই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। অনেকেই এই প্রশ্ন করে যে, এই দাদাকে ব্রহ্মা বলা হয় কেন ? তাদেরকে বলবে, তোমরা নিজেরাই এসে ক্লাসে বসে তার উত্তর জেনে যাও। ওঁনার ৮৪-জন্মের কাহিনীও তোমরা জানতে পারবে। আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেবতায় পরিণত হতে যাচ্ছি। পবিত্র হতে না পারলে, বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের = সর্বোচ্চ হলেন ভগবান- নিরাকার শিববাবা। আশীর্বাদী-বর্ষা দেবার জন্য তাই অবশ্যই ওঁনাকে এই (স্কুল) ব্রহ্মার শরীরেই আসতে হয়। যার শরীরের নাম (প্রজাপিতা) ব্রহ্মা। সূক্ষ্ম-বতনবাসীকে ব্রহ্মাকে কিন্তু প্রজাপিতা বলা হয় না। যেহেতু উনি কোনও প্রজার রচনা করেন না। আমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা যেমন সাকার রূপে আছি, আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তেমনি সাকার রূপেই আছেন। তোমারা নিজেরাই এখানে এসে এই ধরনের রহস্যগুলি বুঝে যাও। আমরা এই (ব্রহ্মা) দাদাকে ভগবান বলি না। ইনি তো প্রজাপিতা অর্থাৎ প্রজাদের পিতা। তবে এনার শরীরেই কিন্তু শিববাবার প্রবেশ ঘটে - আমাদের পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্য। বর্তমান দুনিয়ায় কেউ-ই সম্পূর্ণ পবিত্র নয়। একমাত্র ত্রিমূর্তি শিববাবা ছাড়া। তাই লোকেরা শিববাবার বদলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলে থাকে। কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা শব্দটির কোনও অর্থই হয় না। ব্রহ্মাকে আবার মনুষ্যদের রচনাকারও বলা হয়। তাই তো তাকে প্রজাপিতা বলা হয়। এনারই শরীরে সেই নিরাকার (শিব) প্রবেশ করে আমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন। সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আর এই (স্কুল বতনবাসী) ব্রহ্মা পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় আসেন। যেমন ভাবে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে, দেবতায় পরিবর্তিত হই। একমাত্র শিবের বেলাতেই বলা হয় শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের ক্ষেত্রে দেবতা বলা হয়। তাই মনে রাখতে হবে, একমাত্র ভগবানই ভক্তের রক্ষক। একমাত্র উনিই সবার সদগতি দাতা। আবার যেহেতু একমাত্র উনিই

পতিত-পাবন, তাই তো ওনাকে (এই পতিত দুনিয়ায়) আসতেই হয় পতিতদের পবিত্র বানাতে। সবার আগে পবিত্র হন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদেরও পূর্ণজন্মের চক্রে অবশ্যই আসতে হয়। ৮৪-জন্ম পুরো হতে হতে অন্তিম জন্মে তারাও সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। তখন বাবা সেই শরীরেই প্রবেশ করেন। যিনি ব্যক্ত ব্রহ্মা। আর সূক্ষ্ম-বতনে যিনি উনি অব্যক্ত ব্রহ্মা। সূক্ষ্ম-বতনে কোনও সৃষ্টির রচনা হয় না। লোকেরা সাধারণতঃ এই ব্যাপারটাতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলে, তোমাদেরকেই তা বিশ্লেষণ করে সুন্দর ভাবে তাদেরকে বোঝাতে হবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন যে, অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্ম অর্থাৎ ৮৪-জন্মে এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করি।

(নতুন কল্পের শুরুতে) এই ভারতেই দেবী-দেবতারা আসে প্রথমে। ক্রমে ক্রমে তারা শেষের দিকে যেতে থাকে। তারাই পরবর্তীতে (কল্পে) আবারও দেবী-দেবতাই হবে। তা বোঝাবার জন্য সাথে বিরাট রূপের ও বিভিন্ন চিত্রও অবশ্যই রাখা উচিত। তোমরা তো যথার্থ অর্থপূর্ণ ভাবেই তা বানিয়েছো। ব্রাহ্মণদের স্থান মাথার মুকুটে- যেহেতু তারাই শীর্ষে, দেবতারা যার মস্তক, ক্ষত্রিয় অর্থে যারা বাহু, বৈশ্য পেটের অংশ, আর শূদ্র হলো পা। শূদ্রের পরে আবার ব্রাহ্মণ। এটাই হলো বর্ণের চক্র (প্রকৃত বিরাট রূপ)! তোমরা নিজেরা তা ভালভাবে বুঝে নিয়ে, অন্যদেরকেও তা সহজ সরল ভাবে বোঝাতে হবে।

বাবা তো অনেক বারই বুঝিয়েছেন যে, কাগজে যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয় - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন, সেখানে অবশ্যই চিঠি লেখা উচিত, অমুক যখন স্বর্গবাসী হয়েছেন, এতদিন তবে নরকেই বাস করছিলেন। আর বর্তমানের এই নরকের দুনিয়াতেই আবারও তাকে জন্ম নিতে হবে। আর যদি সে স্বর্গেই গিয়ে থাকে, তবে তোমরা তাকে এই নরকে ডেকে এনে নরকের ভোজন কেনই বা খাওয়াবে ? সে যখন স্বর্গেই গেছে, তবে তার জন্য আবার কাল্লাকাটির কি প্রয়োজন ? কিন্তু, কাররই এই সামান্য বুদ্ধিটাই নেই যে, এই সময়কালে স্বয়ং বাবা এসে বাম্বাদের রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপন করেন। বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে একমাত্র তোমরা বি কে ব্রহ্মণেরাই বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সা নিয়ে থাকো - আর বাকীরা তো পড়ে আছে কলিযুগেই। একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আত্মারা তাদের পিতা পরমাত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে এখন। একেই প্রকৃত কুস্ত-মেলা বলা হয়। আর তোমরা জ্ঞান-গঙ্গারা জ্ঞান-সাগর থেকেই উৎপত্তি হয়েছো। ভক্তি-মার্গে বোঝানো হয় যে, গঙ্গার জলে স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু লোকেদের পবিত্র করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য তো তোমাদের এই মিশনেরই। যেহেতু এটাই একমাত্র ঐশ্বরীয় মিশন। তোমরাই শ্রীমৎ-অনুসারে পতিত মানুষদের পবিত্র বানিয়ে দেবতায় পরিবর্তিত করার সেবা করো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মোটেই পতিত-পাবন নয়। কৃষ্ণও আমাদের মতনই মানুষ মাত্র। তিনিও পুরো ৮৪-জন্মের চক্রে আসে। যার প্রথম রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ ও অন্তিম রূপ ব্রহ্মা-সরস্বতী। ওনারাই আদি দেব ও আদি দেবী। কিন্তু এসব গুহ্য কথা জানান কে ? -(শিববাবা স্বয়ং) লোকেরা তো গুণগান করে - শিব পরমাত্মাঃ নমঃ, এমনও বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার ধরণ ও পদ্ধতি যে একেবারেই ভিন্ন। যেহেতু বাবা যে শ্রীমৎ দেন তাতেই সবার সদগতি হয়। গতি (মুক্তি) আর সদগতি। যিনি দুর্গাতিদের সদগতিতে নিয়ে আসেন। তবে ওনার এই বিশেষ শ্রীমৎ অন্যসব মানুষদের মত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। (অর্দ্ধ-কল্প) ভক্তি-মার্গ হলো ঘন তমশার রাত আর (প্রথম) অর্দ্ধেক কল্প জ্ঞানের অর্থাৎ দিন বা আলোর। শিববাবা বলেন, তাই তো উনি (সন্তানদের কথা ভেবে) ঘোর তমশাচ্ছন্ন রাতেই আসেন, সেই রাতের অবসান ঘটিয়ে তাকে দিন বানাতে। আর এই জ্ঞান একমাত্র

শিববাবার কাছেই আছে। মুনি-ঋষি ইত্যাদিরাও অবশ্য তাই বলে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর হলেন অসীম-অনন্ত। এমন বাবাকে যারা জানে না তারা তো নাস্তিকই। (আর তাই তো) অর্ধেক কল্প আস্তিকতা আর বাকী অর্ধ কল্প নাস্তিকতা। কিন্তু তোমরা এখন বাবাকে আর বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো, যা অন্যেরা তা জানে না, তাই তাদেরকে বলা হয় অনাথ। এখন যেমন অনেক ধর্ম, তেমনি বহু মতবাদও। তাই বাবা বলছেন, এখন এই পুরোনো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত। সর্বদাই স্মরণ করা উচিত শান্তিধাম আর সুখধামকে। যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, ততই উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। ঘর-সংসার-গৃহস্থলীতে থেকেও তোমাকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী ছাড়া গৃহস্থালী সংসার চলবেই বা কি প্রকারে! এরই মধ্যে তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে আর বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাবাবা বলেন, উনি নিজেও তো স্বর্ণকার ছিলেন। তোমাদের আত্মা আর শরীর উভয়ই এখন পতিত, অতএব তোমরা আত্মারা যখন পবিত্র হবে, শরীরও তখন পবিত্র হয়ে যাবে। খাঁটি সোনার গহনা এভাবেই তো তৈরী হয় - তাই না! কিন্তু বর্তমানের এই শরীর ও আত্মা উভয়ই যে কলিযুগী। তাকে পবিত্র বানাবার যুক্তি তো এই বাবাই বলে দিচ্ছেন। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে এমনটাই বলা হয় যে, হে বাবা তোমার সঙ্গতি ও মতের এই শ্রীমৎ সবার থেকেই ভিন্ন। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, এই সদগতির দিশা আর অন্য কেউই বলতে পারবে না। যেখানে ওনার এত জয়গান, নিশ্চয়ই কখনও তিনি তেমন কিছুই করেছিলেন।

বর্তমান সময়টা কলিযুগী সময়কাল, এর পরেই সত্যযুগ আসবে। এই দুয়ের মধ্যস্থলে বর্তমানের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অবস্থান করছো তোমরা। একমাত্র তোমরাই ব্রহ্মা-বংশী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তাই কেবল তোমরাই (বি.কে.-রা) পদ্মফুলের মতন পবিত্র হতে পারো। তোমাদের যুদ্ধও করতে হয় মায়ার সাথে। এই মায়ার কারণেই অনেকে ফেল হয়ে যায়। কাম-বিকারের ঘৃষিও লাগে ভীষণ জোরে। এ বিষয়ে বাবা তাই খুব সতর্ক থাকতে বলেন। নিজেই যদি তাতে কুপোকাং হও, তবে তো আর অন্যদের বলতেই পারবে না - কাম-মহাশত্রু। বাবা বলছেন, তবুও পুরুষার্থ চালিয়ে যেতে থাকো। মায়া একবার হারালো, দু-বার হারালো, তারপরেও যদি তৃতীয়-বারও হেরে যাও, তবে তো সেখানেই সব শেষ। নিজেও তাতে পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা যখন করেছো, তখন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করার পর আর পতিত হওয়া চলবে না। কিন্তু সবাই তো আর নিজের প্রতিজ্ঞার উপরে অটল থাকে না। তাদের পতনও হতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার বাবাকেই ছেড়ে দেয়। অনেকেই এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েও যায়। অন্তিম ক্ষণে এসব কিছুই সাফল্যকারক অবশ্যই হবে, তখনই বুঝতে পারবে কে কোন পদ পাবার উপযুক্ত। তাই পুরুষার্থ খুব ভালভাবেই করা উচিত। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে নিজেও দুঃখী হয়েই মারা যায়। এই বাবা কিন্তু সবাইকে কেবল সুখই দিয়ে থাকেন। বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে তোমাদেরও কর্তব্য তেমনই হওয়া উচিত সবাইকে সুখ দেওয়া। তোমাদের কর্ম-কর্তব্যে যদি কেউ দুঃখ পায়, তবে তোমরাও দুঃখী হয়েই মরবে। তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হবে সেই কারণে। অসীম বেহদের বাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে আন্তরিকারী, বিশ্বাস-ভাজন হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস ভাজন ও আশ্রয়কারী হয়ে থাকতে হবে। কখনও কাউকেই কোনও প্রকার দুঃখ দেওয়া চলবে না।

২) বাবার থেকে পুরোপুরি আশীর্বাদী-বর্ষা নেবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হবার পুরুষার্থ করতে হবে। কাম-বিকারের চিতা থেকে নিজের সুরক্ষা করতে হবে। এর থেকে নিজেকে সাবধানে রাখতেই হবে।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি ও বৃত্তি দ্বারা সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে বিশ্বের আধার-মূর্ত হও

বিস্তার:- বাচ্চারা, তোমরাই বিশ্বের সব আত্মাদের আধার মূর্ত । তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারাই বিশ্বের বাতাবরণে পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের পবিত্র দৃষ্টিতেই বিশ্বের অন্যান্য আত্মারা আর প্রকৃতি উভয়ই পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টিতেই সৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতেই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। তোমরা এমন দ্বায়িত্বের মুকুট পড়া বাচ্চারা আগামী ভবিষ্যতে মুকুটের অধিকারী হও।

স্লোগান :- কর্ম করার সময় অনাসক্ত ও অধিকারী ভাবে কর্ম করলে কোনও বন্ধনই তার বাঁধনে বাঁধতে পারবে না।

. :: মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য ::

আমরা যে বলে থাকি, আমাদের জীবন তরী পরপারে পার করে দাও প্রভু - এই পরপারের বিষয়টা কি ? লোকেরা ভাবে যে, পরপার মানে জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রে না আসা, মানে মুক্তি পেয়ে যাওয়া। তা তো মানুষের ভাবনা শুধু, কিন্তু বাবা বলেন- বাচ্চারা, যেখানে সুখ-শান্তি আছে অর্থাৎ যা দুঃখ-অশান্তি থেকে বহুদূরে, আর কোথাও এমন কোনও দুনিয়াই নেই। মানুষেরা সুখ পেতে চাইলে আত্মাকে জীবন ধারণ করতেই হবে। আর সেই সুখ-শান্তির দুনিয়া হলো- যেখানে সর্বদাই সুখ বিরাজ করে অর্থাৎ সত্যযুগের বৈকুণ্ঠধাম, যা দেবতাদের রাজ্য। সেই দেবতাদেরকেই অমর বলা হয়। কিন্তু অমর বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। কারণ দেবতাদের আয়ু এত লম্বা নয় যে, তারা কখনও দেহত্যাগ করেই না। অতএব লোকেদের সেই ভাবনা অবশ্যই ভুল, যেহেতু তা অবাস্তব। সত্যযুগ ও ত্রেতাতেও আয়ু সমান নয়। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে দেব-দেবীদেরও অনেক বার জন্ম হয়। ২১ জন্ম তো তারা খুব ভালভাবেই রাজ্য-ভোগ্য ভোগ করে। তারপর দ্বাপর আর কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৬৩-বার জন্ম নেয়। ২১ জন্ম তারা থাকে চড়তী কলায় (উল্লতির সোপানে) আর ৬৩ জন্ম তাদের হয় (অবনমন) উতরতী কলায়। এইভাবে মানুষেরা মোট ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু লোকেরা ভেবে থাকে যে, মানুষেরা ৮৪ লক্ষ যোনিতে জন্ম নেয়। (৮৪ লক্ষ নয় লক্ষ্য ৮৪) -এটাই একটা বড় ভুল। মানুষেরা যদি মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিয়ে তার কর্মের সুখ-দুঃখ দুটোই ভোগ করতে পারে, তবে আবার পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যোনিতে যাবার প্রয়োজনই বা কেন পড়বে। লোকেদের এই সাধারণ জ্ঞানটাই যে নেই যে, মানুষেরা কেবল ৮৪ জন্মই নেয়। অবশ্য এটা ঠিক

যে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সব মিলিয়ে মোট ৮৪ লক্ষ যোনিই আছে বিশ্বে। তাদের আবার কত অনেক প্রকারের জন্মের ধরণও আছে। এর মধ্যে মানুষেরা মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিয়েই তাদের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে। তেমনি পশু-পক্ষীরাত তাদের ভোগ সেই যোনিতেই ভোগে। না তো পশুরা মনুষ্য জন্ম নেয়, আর না মানুষেরা পশু জন্ম নেয়। কারণ, মানুষেরা মনুষ্য যোনিতে এলেই যে ফল ভোগ করবে, তাতেই তো তারা তা অনুভব করতে পারবে। একই ভাবে, পশুরাও তাদের পশু যোনিতেই সুখ-দুঃখের অনুভব করতে পারে। কিন্তু পশুদের মধ্যে সেই বুদ্ধিই তো নেই যে, তারা তাদের কোন কর্মের ফল ভোগ করছে। পশুদের ভোগের কারণকেও মানুষেরা বুঝতে পারে, যেহেতু মানুষেরা বুদ্ধিমান। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষেরা ৮৪-লক্ষ যোনির ভোগ ভোগে। জড় পদার্থ ঝাড়-বৃক্ষও জন্মায় তারা তাদেরই গোত্রের যোনির মাধ্যমে। এও তো খুবই সহজ-সরল বিবেকের কথা যে, জড় ঝাড়-বৃক্ষও যেমন যেমন কর্ম-অকর্ম করবে, তাদেরও হিসেব-নিকেশ সেই অনুসারেই হবে। যেমন দেখো, গুরু নানক সাহেবও এমন কথা বলেছেন- ["অন্তকাল জো স্ত্রী সিমরে, এয়সি চিত্তা মেঁ জো মরে, বল-বল বেশ্যা যোনি কো অবতরে। অন্তকাল জো নারায়ণ সিমরে, এয়সি চিত্তা মেঁ জো মরে, ও পিতাম্বর (নারায়ণ) কো পায়ে। - {গুরুগ্রন্থ সাহিব}] তেমনি, "অন্তকালে জো পুত্র সিমরে, এয়সি চিত্তা মেঁ জো মরে, শুয়োর কী যোনি মেঁ বল-বল উতরে।" কিন্তু এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষও শুয়োর যোনিতে যায়। কিন্তু শুয়োর কথার অর্থ এই যে, মানুষের কার্যও এমন হতে পারে, যা জানোয়ার বা পশুর কার্যেরই মতন। তার মানে এই নয় যে, মানুষেরাই সেই পশু হয়। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে ভয় দেখাতেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব তোমাদের নিজেদেরকে বর্তমানের এই পুরুষোত্তম-সঙ্গম সময়ে নিজের নিজের জীবনধারাকে পাঁটে নিয়ে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা - ওঁম্ শান্তি!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশাল বুদ্ধি স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধামে, পতিত থেকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে, নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট না করে সঞ্চয় করতে হবে"

প্রশ্ন:- এই জ্ঞান মার্গে হেলদি অর্থাৎ সুস্থ কে এবং আনহেলদি অর্থাৎ অসুস্থ কে ?

উত্তর :- হেলদি সে যে বিচার সাগর মন্থন করে জীবনে রমনীয়তার অনুভব করে আর আনহেলদি সে যে বিচার সাগর মন্থন করেনা। যেমন গরু ঘাস খেয়ে সারা দিন জাবর কাটে , মুখ চলতেই থাকে। মুখ না চললে ধরে নেওয়া হয় অসুস্থ , এইটাও ঠিক তেমনই ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা বেহদের বাবার কাছে আসে রিফ্রেশ হতে কারণ বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার কাছে বেহদ বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এই কথা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এই কথাটি যদি সর্বদা স্মরণে থাকে তাহলেও বাচ্চাদের অপার খুশীর অনুভূতি হবে। বাবা এই ব্যাজ বা পরিচয়-চিহ্নটি যে বানিয়েছেন, সেই চিহ্নটি চলতে ফিরতে দেখতে থাকো। ওহো ! ভগবানের শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এই রূপে পরিণত হচ্ছি। ব্যাস ব্যাজ দেখে বাবা , বাবা করতে থাকো। তাহলেই সর্বদা স্মৃতি থাকবে। আমরা বাবার দ্বারা এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হই। তাই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত তাইনা। মিষ্টি বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি চাই। সারা দিন যেন সার্ভিসের সঞ্চয় উৎপন্ন হয়। বাবাকে অমন বাচ্চা চাই যারা সার্ভিস ছাড়া থাকতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের চারিদিকে ঘেরা দিতে হবে অর্থাৎ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধামে পরিণত করতে হবে। ভালো স্টুডেন্টদের দেখে টিচারদেরও পড়াতে ভালো লাগে। তোমরা তো এখন স্টুডেন্ট হওয়ার সাথে উঁচু মানের টিচারও হয়েছ । যত ভালো টিচার , ততই অন্যকে নিজ সম করে তুলবে। কখনো ক্লান্ত হবেনা। ঈশ্বরীয় সার্ভিসে অনেক খুশী অনুভব হয়। বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই হল বেহদের বৃহৎ ব্যবসা -- ব্যবসায়ীরা ধনী হয়। তারা এই জ্ঞান মার্গেও বেশি উদ্দীপ্ত হয়। বাবাও বেহদের ব্যবসায়ী কিনা। এই সওদা খুবই ফাস্ট ক্লাস, কিন্তু এই মার্গে অনেক সাহস ধারণ করতে হয়। নতুন বাচ্চারা পুরনোদের চেয়ে পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাগ্য আছে, সুতরাং পুরুষার্থও প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে করতে হবে। নিজের সম্পূর্ণ চেকিং করা উচিত। এমন চেকিং যারা করে তারা রাত দিন পুরুষার্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলবে আমরা আমাদের সময় নষ্ট কেন করব , যত সময় আছে সঞ্চয় করা যাক। নিজের সঙ্গে পাকা প্রতিজ্ঞা করে আমরা বাবাকে কখনও ভুলবনা। স্কলারশিপ নিয়েই পাস করব। এমন বাচ্চাদের অনেক সাহায্যও প্রাপ্ত হয়। এমন নতুন পুরুষার্থী বাচ্চাদের তোমরা দেখবে , সাক্ষাৎকার করবে। যেমন শুরুতে হয়েছে তেমনি শেষের দিকেও দেখবে। যত কাছে আসবে ততই আনন্দে নাচতে থাকবে। আর ঐ দিকে রক্তের খেলাও চলতে থাকবে।

বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় রেস চলছে। যত এগিয়ে যাবে ততই নতুন দুনিয়ার দৃশ্য সামনে দেখতে পাবে। খুশী বাড়তে থাকবে। যারা সামনে দৃশ্য দেখতে পাবেনা তাদের খুশীর অনুভূতিও হবেনা। এখন তো কলিযুগী দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য ও সত্যযুগী নতুন দুনিয়ার সঙ্গে অনেক প্রীতি থাকা উচিত। শিববাবা স্মরণে থাকলে স্বর্গের বর্সাও স্মরণে থাকবে। স্বর্গের বর্সা স্মরণে থাকলে শিববাবাও স্মরণে থাকবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা স্বর্গের দিকে এগিয়ে চলেছি , পা- দুটি নরকের

দিকে, মাথাটি স্বর্গের দিকে। এখন তো ছোট বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার সর্বদা এই নেশা থাকে ওহো ! আমরা গিয়ে বালক কৃষ্ণের রূপ ধারণ করব । যার জন্য কন্যারা এডভান্সে উপহার পাঠাতে থাকে। যাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে সেই গোপীকারা উপহার পাঠায় , তাদের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়। আমরা-ই অমর লোকের দেবতা হব। কল্প পূর্বেও আমরা-ই হয়েছিলাম তারপর আমাদের-ই ৮৪ বার পুনর্জন্ম হয়। এই ডিগবাজি (বাজোলী) খেলাটি স্মরণে থাকলেও সৌভাগ্য -- সর্বদা অপরিসীম খুশীতে থাকো। বড় লটারী প্রাপ্ত হচ্ছে। ৫ হাজার হাজার বছর পূর্বেও আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলাম আগামী কাল আবার প্রাপ্ত হবে। ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন কল্প পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছি তেমনই করব। তারা-ই আমাদের মাতা পিতা হবেন। যিনি কৃষ্ণের পিতা ছিলেন তিনিই হবেন। এমন ভাবে সারাদিন বিচার সাগর মন্বন করতে থাকলে অনেক রমনীয়তায় থাকবে। বিচার সাগর মন্বন না করলে তাকে ধরা হবে আনহেলদি। গরু ঘাস খায় , সারাদিন জাবর কাটে মুখ চলে। মুখ না চললে ধরে নেওয়া হয় অসুস্থ , এখানেও ঠিক সেরকম।

বেহদের বাবা ও ঠাকুরদা দুই জনেরই মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আছে কত স্নেহ পূর্ণ ভাবে পড়ান। শ্যাম থেকে গৌর বর্ণে পরিণত করেন। তাই বাচ্চাদের খুশীর পারদ তুঙ্গে থাকা উচিত। পারদ তুঙ্গে থাকবে স্মরণের যাত্রা করলে। বাবা কল্প কল্প স্নেহপূর্ণ ভাবে লাভলী সার্ভিস করেন। পাঁচ তত্ত্ব সহ সবাইকে পবিত্র করেন। কত বিশাল এই বেহদের সেবা। বাবা খুব স্নেহ সহ বাচ্চাদের শিক্ষা দেন কারণ বাচ্চাদের ঠিক করা পিতা বা শিক্ষকের কাজ। বাবার শ্রীমৎ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হবে। যত ভালোবেসে স্মরণ করবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। এইটি চাটে লেখা উচিত আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলি নাকি স্ব মত অনুসারে। শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা একুরেট হবে। যত বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি হবে ততই গুপ্ত খুশী অনুভব হবে, উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। নিজের মনকে জিঞ্জাসা করতে হবে এতটাই অপার খুশীর অনুভব হয় কি ! বাবাকে এত-টাই ভালোবাসি আমরা ! ভালোবাসা মানে-ই স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারা এভারহেলদি, এভারওয়েলদি হবে। পুরুষার্থ করতেই হয় অন্য কারো স্মৃতি যেন না আসে। একমাত্র শিববাবা-ই যেন স্মরণে থাকে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যেন প্রাণ দেহ থেকে বেরোয়। একমাত্র শিববাবা আর কেউ নয়। এইটাই হল শেষ মন্ত্র অথবা বশীকরণ মন্ত্র , রাবণকে পরাজিত করার মন্ত্র।

বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চার এত সময় তোমরা দেহ অভিমানে থেকেছ এখন দেহী অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস কর। দৃষ্টির পরিবর্তন হওয়াই হল নিশ্চয় বুদ্ধির প্রমাণ চিহ্ন। দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট ভাবো, আত্মা ভাই-ভাই এর দৃষ্টি যেন হয়ে যায় , তবেই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী স্বরূপে ভাই-বোনের দৃষ্টি পাকা হয়ে যাবে। ভোরবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো -- ঘুম এসে গেলে জমা হবেনা ক্ষতি হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথোপকথন বা রুহ রিহান করো। বাবা আপনি আমাকে কি থেকে কি করে দিয়েছেন , বাবা সবই আপনার কামাল । বাবা আমাদের অসীম খাজানা প্রদান করেছেন , বিশ্বের মালিক করেছেন ! বাবা আমরা আপনাকে কখনো ভুলতে পারবো না। ভোজন গ্রহণ করাকালীন, কর্ম সম্পাদন করাকালীন আপনাকেই স্মরণ করব। এমন প্রতিজ্ঞা করতে থাকলে স্মরণ পাকা হয়ে যাবে। মোস্ট বিলাভেড অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবা হলেন নলেজফুলও , রিসফুলও। নম্বর ওয়ান পতিত থেকে নম্বর ওয়ান পবিত্রে পরিণত করেন। ব্যাস, মিষ্টি বাবার স্মরণে গদগদ হয়ে থাকা উচিত। বাবা কে এইভাবে স্মরণ করলে অন্তরে আনন্দ খুশীর অনুভব হয়। ওহো! আমি ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু রূপ ধারণ করব ! তারপরও আবার

৮৪ জন্মের পর ব্রহ্মা রূপ ধারণ করব ! তখন বাবা পুনরায় বিষ্ণু রূপে পরিণত করবেন। আবার অর্ধকল্প পর রাবণ পতিতে পরিণত করবে! কি ওয়াল্ডার ফুল ড্রামা ! এই স্মৃতিতে থেকে সর্বদা আনন্দিত থাকি ! শিববাবা কতখানি যোগ্য করে তুলেছেন । বাঃ ভাগ্য বাঃ ! এমন এমন বিচার করে একেবারে নেশায় মত্ত হয়ে যাওয়া উচিত। বাঃ ! আমরা স্বর্গের মালিক হই ! বাকি আমরা খুব ভালো সার্ভিস করি, শুধুমাত্র এইটুকুতেই খুশী হইয়ানা। প্রথমে গুপ্ত সার্ভিস নিজের এই স্মরণের সার্ভিস করতে থাকো। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে , এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে। অভ্যাস হয়ে গেলে তোমরা ক্ষণে ক্ষণে অশরীরী অনুভব করবে। আজ বাবা বিশেষ করে এই পয়েন্টে জোর দিয়ে বলছেন , যে অভ্যাস করবে সে-ই কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করবে। এই অবস্থায় বসে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে করতে ঘরে ফিরে যাই। দিন প্রতিদিন স্মরণের চার্ট বাড়িয়ে যাওয়া উচিত। দেখতে হবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কত পার্সেন্ট হয়েছে ? কাউকে দুঃখ দাও না তো ? কোনো দেহধারীর প্রতি বুদ্ধি আটকে নেই তো ? বাবার সংবাদ কতজনকে দাও ? এমন চার্ট রাখো তাহলেই অনেক উন্নতি হতে থাকবে। আচ্ছা ।

দ্বিতীয় মুরলি :--

আজ বাচ্চারা তোমাদের সঙ্কল্প , বিকল্প , নিঃসঙ্কল্প বা কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের বিষয়ে বোঝান হচ্ছে। যতক্ষণ তোমরা এখানে আছো ততক্ষণ তোমাদের সঙ্কল্প অবশ্যই সৃষ্টি হবে। সঙ্কল্প ধারণ না করে কোনো মানুষ একটি সেকেন্ডও থাকতে পারবেনা। এবারে এই সঙ্কল্প এখানেও চলবে অর্থাৎ সৃষ্টি হবে , সত্যযুগেও চলবে আর অস্তানকালেও চলে , কিন্তু জ্ঞানে আসার পর সঙ্কল্পগুলি সঙ্কল্প থাকেনা , কারণ তোমরা পরমাত্ম সেবায় নিমিত্ত হয়েছ , ফলে যজ্ঞ অর্থে যে সঙ্কল্প চলে সেসব সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় বরং সেসব হল নিঃসঙ্কল্প। বাকি যেসব ফালতু সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কলিযুগী সংসার ও কলিযুগী মিত্র আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যে সঙ্কল্প গুলি উৎপন্ন হয় সেসবই হল বিকল্প যার দ্বারা বিকর্মের সৃষ্টি হয় এবং বিকর্মের দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বাদ বাকি যজ্ঞের প্রতি অথবা ঈশ্বরীয় সেবার প্রতি যে সঙ্কল্প চলে সেসব হয় নিঃসঙ্কল্প। শুদ্ধ সঙ্কল্প সেবার প্রতি অবশ্যই চলবে। দেখো বাবা এখানে বসে আছেন তোমাদের পালনার জন্যে। তো এই সার্ভিস করবার জন্যে মাতা পিতার সঙ্কল্প নিশ্চয়ই চলবে কিন্তু এই সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় এর দ্বারা বিকর্মের রচনা হয়না , কুনতু যদি কোনো বিকারী সম্বন্ধের প্রতি সঙ্কল্প সৃষ্টি হয় তবে বিকর্মের সৃষ্টি অবশ্যই হয়। বাবা তোমাদের বলেন মিত্র আত্মীয় স্বজনদের ভালাই সার্ভিস করো কিন্তু অলৌকিক ঈশ্বরীয় দৃষ্টি রেখে। সেখানে মোহের অনুভূতি যেন না আসে। অনাসক্ত হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করো। কিন্তু যদি কেউ এখানে থাকা সত্ত্বেও , কর্ম সম্বন্ধে থাকা সত্ত্বেও তার থেকে মুক্ত হতে পারছেননা তবুও তাদের বাবার হাত ছাড়া উচিত নয়। হাত ধরে থাকলে যা হোক কিছু একটা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেই। এবারে প্রত্যেকে নিজের মধ্যে অবস্থিত বিকারের সম্পর্কে তো জানে ! যদি কারো মধ্যে একটি বিকারও আছে তার মানে সে হল দেহ অভিমানী , কারণ যার মধ্যে বিকার নেই সে হল দেহি অভিমানী। কারো মধ্যে কোনো রকম বিকার থাকলে তাকে দন্ড ভোগ করতে হবে আর যে বিকার বিহীন হবে সে দন্ড ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। যেমন দেখো কোনো কোনো বাচ্চাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ নেই তারা সার্ভিসও খুব ভালো করতে পারে। এখন তাদের খুবই জ্ঞান বিজ্ঞানময় অবস্থা , তখন তো তোমরাও সবাই ভোট দেবে। এখন যেসকল আমি জানি তেমনই তোমরা সবাই জানো ভালোদের সবাই ভোট দেবে। এবারে এই কথাটি নিশ্চয় করে নাও যাদের মধ্যে বিকার আছে তারা সার্ভিস

করতে পারবেনা। যারা বিকার বিহীন হয় তারা সার্ভিস করে অন্যদের নিজ সমান গড়ে তুলতে পারবে তাই নিজের সাবধানতার প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। বিকারের উপরে সম্পূর্ণ জয় লাভ করা উচিত। বিকল্পের উপরে পূর্ণ বিজয় প্রয়োজন। ঈশ্বর অর্থে সঙ্কল্প গুলিকে নিঃসঙ্কল্প রাখতে হবে।

বাস্তবে নিঃসঙ্কল্প স্থিতি তাকে বলা হয় যখন সঙ্কল্পের সৃষ্টি হবেনা, সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত থাকবে, সেই স্থিতি তখন হবে যখন তোমরা হিসাব নিকাশ মিটিয়ে চলে যাবে, সেখানে সুখ দুঃখের আভাস থেকে নির্লিপ্ত থাকবে কোনো রকম সঙ্কল্প সৃষ্টি হবেনা। সেই সময় কর্ম অকর্ম দুই স্থিতির উর্ধ্বে অকর্মী স্থিতিতে অবস্থান কর।

এখানে তোমাদের সঙ্কল্প নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে কারণ তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শুদ্ধ করার নিমিত্ত হয়েছ। তার জন্যে তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। সত্যযুগে শুদ্ধ সঙ্কল্প সৃষ্টি হওয়ার দরুন সেই সঙ্কল্প গুলি সঙ্কল্প নয় , কর্ম গুলি কর্ম নয় , সেসব অকর্ম হয়ে যায়। বুঝলে। এবারে এই কর্ম , অকর্ম ও বিকর্মের গতি তো বাবা-ই বোঝান। বিকর্ম থেকে মুক্ত কেবল একমাত্র বাবা করতে পারেন যিনি এই সঙ্গমে তোমাদের পড়াচ্ছেন তাই বাচ্চারা নিজেদের উপরে খুব খবরদারি রাখো। নিজের হিসাব নিকেশ দেখতে থাকো। তোমরা এখানে এসেছ হিসাব নিকেশ মিটিয়ে দিতে। এমন তো নয় এখানে এসে হিসাব নিকেশ নতুন করে রচনা করবে ফলে কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। এই গর্ভ জেলের দণ্ডও কিছু কম নয়। তাই বেশি পুরুষার্থ করতে হবে। এই লক্ষ্যটি খুব কঠিন তাই সাবধান হয়ে চলতে হবে। বিকল্প গুলিকে পরাজিত করতে হবে। এখনও কতদূর তোমরা বিকল্পের উপরে জয় লাভ করেছ , কতদূর নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় অর্থাৎ সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত স্থিতিতে অবস্থান করেছ , এইসব তোমরা নিজেকে জানতে পারো। যে নিজেকে বুঝতে পারেনা সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে কারণ তোমরা হলে ওনার উত্তরাধিকারী তাই উনি বলে দেবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি রুহ-রিহান অর্থাৎ কথোপকথন করতে হবে, ভোজন গ্রহণ করাকালীন, কর্ম সম্পাদন করাকালীন বাবার স্মরণে থাকতে হবে, দেহের সম্বন্ধ ভুলে আত্মা রূপে ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পাকা করতে হবে।

২) বিকল্প গুলিকে (অপবিত্র চিন্তন) পরাজিত করে সুখ দুঃখ থেকে নির্লিপ্ত হয়ে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় থাকতে হবে। নিয়মানুযায়ী সকল বিকারের আছতি দিয়ে যোগ যুক্ত হতে হবে।

বরদান :- দিব্য গুণ রূপী প্রভু প্রসাদ গ্রহণকারী ও বিতরণকারী সঙ্গমযুগী ফরিস্তা তথা ভবিষ্যতের দেবতা হও ।

ব্যাখ্যা: দিব্য গুণ হল সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ। এই প্রসাদ বেশি করে বিতরণ করো, যেমন একে অপরকে স্নেহ বশতঃ স্থূল টোলি অর্থাৎ স্থূল প্রসাদ খাওয়াও, ঠিক তেমনই এই গুণ রূপী প্রসাদ

থাওয়াও। যে আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন তাকে নিজের মনস্কামনা অর্থাৎ শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা শক্তির দান কর এবং কর্ম দ্বারা গুণ মূর্তি স্বরূপে, গুণ ধারণ করতে সাহায্য করো। ফলে এই বিধি দ্বারা সঙ্গমযুগের যে লক্ষ্য আছে - "বর্তমানের ফরিস্তা তথা ভবিষ্যতের দেবতা" এই স্বরূপটি সহজেই সকলের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে দৃশ্যমান হবে।

শ্লোগান - সর্বদা উৎসাহ - উদ্দীপনায় থাকা-ই হল ব্রাহ্মণ জীবনের প্রাণ ।

“মিষ্টি বাচ্চারা –কোনো দেহধারীর প্রতি নিজের বুদ্ধিকে আটকে রেখে না। একমাত্র বিদেহী বাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে এবং অন্যকেও কেবল বাবার কথা-ই স্মরণ করতে হবে।”

প্রশ্ন:- নিজের জীবনকে হীরের মতো শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য কোন্ কোন্ মুখ্য বিষয়ের ওপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে?

উত্তর:- ১- খাবার খুব যোগযুক্ত হয়ে বানাতে হবে এবং খেতে হবে। ২- একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে জীবনদান করতে হবে। ৩- কোনো বিকর্ম করা যাবে না। ৪- যারা ফালতু কথা বলে তাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয়। ৫- কোনো দেহধারীর প্রতি নিজের বুদ্ধিকে আসক্ত করা যাবে না। কোনো দেহধারীতে ফেসে গেলে চলবে না। ৬- প্রতি পদক্ষেপে অবিনাশী সার্জেন-এর কাছ থেকে মতামত নিতে হবে। সার্জেনের কাছে নিজের অসুখ লুকানো যাবে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কার স্মরণে বসে আছে? (শিববাবার) কেবল শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে, অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা যাবে না। এই দেহধারী তোমাদের সামনে বসে আছেন। এনাকেও স্মরণ করতে হবে না। তোমাদেরকে কেবল বিদেহীকে-ই স্মরণ করতে হবে, যার নিজের কোনো শরীর নেই। মাম্মা, বাবা এবং যারা অনন্য সেবাধারী বাচ্চা, তারা তো শিববাবার কাছ থেকেই শেখে। তাই শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে। হয়তো কোনো বাচ্চা গিয়ে কাউকে বোঝায়, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে একে শিববাবা-ই পড়ান। বুদ্ধিতে কেবল শিববাবার স্মরণ থাকতে হবে, কোনো দেহধারীর নয়। যদি তুমি এই দেহধারীকে (ব্রহ্মাবাবা) স্মরণ কর তাহলে তো সেটা কমন ব্যাপার হয়ে গেল। বাবা বলেন, কখনো কোনো দেহধারীতে ফেসে যেও না। তোমাদেরকে তো কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে - যিনি সকলের সদগতিদাতা। যদি এই সাকার মাধ্যমকে স্মরণ করো তাহলে সেই স্মরণ নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমন লৌকিক বাবাকে বাচ্চারা স্মরণ করলে কোনো লাভ হয় না। যদি ব্রাহ্মণীর কথা স্মরণ করে যে, আমাকে অমুক ব্রাহ্মণী পড়াবে, তাহলে সেটাও নিষ্ফল হয়ে যায়। কারোর কথা স্মরণে আসা উচিত নয়। আমাদেরকে শিববাবা পড়াচ্ছেন, তিনিই হলেন কল্যানকারী। কোনো দেহধারীর প্রতি কেউ সমর্পিত হয় না। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) তোমাদেরকে বলছেন- মন্মনা ভব। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে দুর্গতিকে প্রাপ্ত করবে। বাবা জানেন যে কারোর কারোর ব্রাহ্মণীর সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে যায়। এটা রঙ (ভুল)। দেহধারীর প্রতি কোনো আসক্তি থাকা উচিত নয়। বাবার ফরমান হল- একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। ভোরবেলা উঠে আমাকে স্মরণ কর। দেহধারীকে লৌকিক বলা হয়। ওদেরকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে-ই স্মরণ কর। একজনের-ই গুণগান কর। বলা হয় শিবায় নমঃ, শিববাবা হলেন বিদেহী। বাবার কাছ থেকে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাঁর তো দেহও নেই। বাবা বলেন, এই শরীরের দ্বারা আমি কেবল তোমাদেরকে পড়াই। আমার নিজের কোনো শরীর নেই, তাই এই শরীরের আধার নিই। আগের কল্পেও এনার দ্বারা-ই আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে ছিলাম, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়েছিলে। এটাই হল আমার সেবা - পতিতদেরক পবিত্র বানানো। এছাড়া কৃপা কিংবা আশীর্বাদ প্রার্থনা করা অর্থহীন। এইসব ব্যাপার ভক্তিমার্গে চলে, এখানে নয়। এমন না যে কারোর অসুখ হলে আমি তাকে সুস্থ করে দেব -

এটা আমার কর্তব্য নয়। আহ্বান করে - আমাদের মতো পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাও। গায়ন তো করে, কিন্তু এর অর্থ জানে না। ভক্ত তো গোটা দুনিয়াতে আছে। ওরা সবাই কাকে স্মরণ করে। পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করে। তিনি হলেন দুনিয়ার সকল মানুষের মুক্তিদাতা এবং পথ প্রদর্শক। বাবা-ই দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে পরমধামে নিয়ে যান। তাই বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে রায় নিতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। সার্জেন তো একজন-ই। এটা হল সার্জেনের থাকার এবং কথা বলার জায়গা। এই সার্জেনের মতো মতামত অন্য কেউ দিতে পারবে না। বাচ্চাদের টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়। প্রতিদিন-ই একটু একটু করে আয়ু কমছে। সামনেই বিনাশ, এখন যদি গাফিলতি করো তাহলে অনেক আফসোস করতে হবে। পরিনিন্দা-পরচর্চা করে সময় অপচয় করার ফলে তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তোমাদের উচিত অন্যদেরকেও বাঁচানো। দুনিয়ার মানুষ তো একে অন্যকে বাবার সাথে মিলিয়ে দেয় না, বরং দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। যেহেতু বর্তমানে সকলের অবরোহণ কলা, তাই সকলেই ভুলভাল মত দেবে। বাচ্চারা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে, তাই কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। কিছু লুকানো উচিত নয়। এটা তো তোমরা জানো যে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করে এসেছি। কিন্তু বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি পাপ করতে থাক, তাহলে আর কি বলা যাবে! এরা বলে যে আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান, আর নিজেরাই পাপ করছে! পাপ করার পর না বললে সেই পাপের বোঝা নামে না, উপরন্তু সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ভাবে, আমাকে তো কেউ দেখছে না। কিন্তু ভগবান তো দেখছেন, তাই না? নাহলে গর্ভাবস্থায় শাস্তি প্রাপ্ত হয় কিভাবে। এটা ভেবে অন্তরে পাপবোধ হয় যে, আমি এই পাপ কাজ করেছি। কেউ কেউ বিকারের বশীভূত হওয়ার পরও এখানে এসে বসে। বাবা তো জানতে পারেন। ওদের বুদ্ধি এতই তুচ্ছ যে কিছুই বোঝে না। পাপ কাজ করে অথচ কিছু বলে না। কোনো কোনো বিষয় তো সাকার বাবাও জানতে পেরে যান। কিন্তু বাচ্চারা কিছু বলে না। বাবা বলেন, পাপ করতে থাকলে সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং তারপর একশ' গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। চোর কেবল চুরি-ই করে। চুরি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে চিন্তা-ই করে না। তাদেরকে জেলবার্ড (কারাবাসী) বলা হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাবার কথা স্মরণ করানো ছাড়া কেউ যদি অন্য কোনো পরিনিন্দা-পরচর্চার ফালতু কথা শোনায়, তাহলে বুঝবে যে সে হল শত্রু। ফালতু কথা বলাও উচিত নয় এবং শোনাও উচিত নয়। একে অপরকে সাবধান করে দাও। বলো- শিববাবাকে স্মরণ কর। কেউ হয়তো রেগে গিয়ে বলে যে, ও আমাকে কেন বলছে? কিন্তু শিববাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়াই তোমাদের কর্তব্য। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মাতীত অবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ মন-বানী-কর্মে কিছু না কিছু ভুল হতেই থাকে। অন্তিমে কর্মাতীত অবস্থা হবে। কেবল কয়েকজন পাস উইথ অনার হবে। যে সেবা করে না, তার এইরকম অবস্থা হবে না। যারা সেবারত থাকে, তারা-ই একে অপরকে স্মরণ করায় যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? (ব্রহ্মা) বাবা নিজের উদাহরণ দিয়েও বলেন যে, স্নান করার সময়ে, ভোজন করার সময়ে আমাকেও স্মরণ করিয়ে দাও যে শিববাবাকে স্মরণ কর। নিজে স্মরণ না করলেও বাবার নির্দেশ পালন করা উচিত। যদি নিজের কল্যাণ করতে চাও তাহলে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দাও। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা রয়েছে। যে ব্রাহ্মণরা ভোজন বানায় তাদের যোগ ঠিক মতো হলে তবেই তো ভোজনে শক্তি আসবে। স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা জীবনদান পাও। নিজের জীবনকে হিরেতুল্য বানাতে হবে। সবথেকে সহজ বিষয় হল আমাকে স্মরণ কর এবং পবিত্র হও। পতিত হল একশ' গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্মও বিনাশ হবে এবং আমি উত্তরাধিকারও দেব। কম স্মরণ করলে কম উত্তরাধিকার

পাবে। গীতাতেও শুরুতে এবং শেষে 'মন্মনা ভব' কথাটা আছে। কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসা উচিত নয়। শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের কল্যাণ হবে, পাপ নাশ হবে। গঙ্গাস্নান করলে পাপ বিনাশ হয় না। হয়তো বলে যে ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই ভাবনাটাই তো ভুল। গঙ্গা পতিত-পাবন নয়। একমাত্র বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কোনো স্থূল বস্তুকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে। আত্মা বলে- হে গড ফাদার, পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলছেন, আমি এসেছি এবং তোমাদেরকে একদম সহজ পদ্ধতি বলছি যে কেবল আমাকে স্মরণ কর। অস্তিমে আমার কথা স্মরণে থাকলে তুমি আমার কাছে চলে আসবে। জীব এবং আত্মা। মনুষ্য আত্মাকে পাপ আত্মা এবং পুণ্য আত্মা বলা হয়। কখনো পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মা-ই পতিত হয়ে যায়, তখন সে পতিত শরীর পায়। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা হল অবিনাশী। বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই অবিনাশী। বাবা বলেন- প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, আমি কেবল একবার এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানাই। তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী বানিয়ে অশরীরী হওয়ার এবং আমাকে স্মরণ করার নির্দেশ দিই। ব্যাস, এটাই হল আত্মার যাত্রা। ওটা হল শরীরের যাত্রা। এখানে তোমরা জানো যে আত্মাদেরকে এখন ঘরে ফিরতে হবে। যোগ-অগ্নির দ্বারা-ই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ হবে। তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। যদি না হও তাহলে প্রজাদের মধ্যেও কম পদ পাবে। যদি সামান্য কিছু শোনে, তাহলেও তার বিনাশ হয় না। যে ভালোভাবে পড়বে এবং পড়াবে, সে-ই উঁচু পদ পাবে। সবথেকে সহজ বিষয় হল- স্মরণ। পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। একজনই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তাই শিববাবার গান গাওয়া উচিত। তোমাদের বুদ্ধি ওইখানে থাকতে হবে যে, শিববাবা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। এখন নাটক সম্পূর্ণ হবে। আমাদেরকে অর্থাৎ সকল অভিনেতাকে এখন শরীরের ভান ছেড়ে ঘরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যে যত স্মরণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে। যেমন একটা পিলার তৈরি করে, এবং যে আগে সেটাতে হাত লাগিয়ে তারপর ফিরে আসবে সে জিতবে। তোমাদের পিলার হল শিববাবা। এটা হল স্মরণের যাত্রার প্রতিযোগিতা। যত বেশি স্মরণ করবে, তত তাড়াতাড়ি পিলারের কাছে পৌঁছাবে, তারপর স্বর্গে আসতে হবে। এই যাত্রাতে ক্লান্ত হলে চলবে না। এখন তো দুঃখধাম শেষ হয়েছে। আমাদেরকে তো সুখধাম এবং শান্তিধামে যেতে হবে। আজকে দুঃখধাম আছে, কালকে সুখধাম হয়ে যাবে। এখন সবাইকে এইভাবে বাবার কথা স্মরণ করাও। বাবা হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, একমাত্র আমাকে-ই স্মরণ করলে তরী তীরে পৌঁছে যাবে। সময় নষ্ট করো না। ভক্তিমার্গেও অনেক পরনিন্দা-পরচর্চা করেছে। ভক্তিমার্গে কত জোরে জোরে ভগবানকে ডাকে আর বলে যে, ভগবান আমাদের সদগতি করার জন্য এসে। এখন বাবা এসেছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, পবিত্র হও। হয়তো যুগল একসাথে রয়েছে, কিন্তু খেয়াল রাখো যে আগুন লাগছে না তো? আগুন লাগলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একবার আগুন লাগলে তারপর লাগতেই থাকবে। তাই নিজেকে সামলাতে হবে। যোগযুক্ত থাকার জন্য অনেক অভ্যাস করতে হবে। যতই আওয়াজ হোক, ভূমিকম্প হোক কিংবা বোমা পড়ুক - তোমাদেরকে ভয় পেলে চলবে না। দেখই না কি হয়। এটা তো জানো যে ভারতেই রক্তের নদী বইবে। দেশভাগের সময়ে রক্তের নদী বয়েছিল। এখনো অনেক আপদ আসবে। সেইসব তোমাদেরকে দেখতে হবে। কারোর পৌষমাস তো কারোর সর্বনাশ। তোমরা ফরিস্তা হচ্ছে। যারা খুব ভালো সেবাদারী হবে, তারাই সেই সময়ে টিকতে পারবে। এরজন্য অনেক মজবুত হতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবার মতো এতো মিষ্টি বাবা আর কখনো পাওয়া যাবে না। তাঁর মত অনুসারেই চলতে হবে। মুখ্য বিষয় হল পবিত্র হতে হবে। যে বিকারের বশীভূত হয় তাকেই পতিত বলা হয়। দেবতারা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে তো সবাই বিকারী। ওটা হল

শিবালায়, আর এটা হল বেশ্যালায়। এখন বিকারী থেকে নির্বিকারী হয়ে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে। বাবা বলেন, আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। তোমাদেরকে আমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাব। কেবল পবিত্র হতে সাহায্য কর, সবাইকে বাবার নিমন্ত্রণ দাও। পাঁচ হাজার বছর আগেও যখন আমি গীতা শুনিয়েছিলাম, তখনও বলেছিলাম যে একমাত্র আমাকে-ই স্মরণ করলে পবিত্র হবে। চক্র ঘোরালে চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ এবং হ্যাপিনেস মিলবে। সত্যযুগে তো সবকিছুই ছিল, তাই না? বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে ২১ জন্ম কখনো রোগী হবে না। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে; আমি প্রতিজ্ঞা করছি - এটা ভগবানুবাচ। বাবা কেবল 'বাবা' এবং 'বাদশাহী'-র বিষয়ে পড়ান। 'মন্মনা ভব' এবং 'মধ্যাজী ভব', ব্যাস। এই পড়া কতই না সহজ। কেবল হৃদয়ে এটা লিখে দাও। খুব কমজন ব্যবসায়ী ওস্তাদের কাছ থেকে এই ব্যবসার পদ্ধতি শেখে। ওইসব ব্যবসাও কর, তার জন্য কোনো বারণ নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, যারা নিজেরা বাবা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করে, এবং অপরকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, তারা-ই হল প্রিয়। এইরকম বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা এবং বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের যাত্রাতে ক্লান্ত হওয়া যাবে না। একে অন্যকে সাবধান করে, বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে। নিজের সময় অপচয় করা যাবে না। পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয় এবং শোনাও উচিত নয়।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য মন-বাণী-কর্মে কোনো ভুল করা চলবে না।

বরদান:- জ্ঞানের সাথে গুণসমূহকে ধারণ করে নম্বর ওয়ান হওয়ার যোগ্য সর্বগুণ সম্পন্ন হও।

বর্তমানে নিজেদের মধ্যে বিশেষ কর্মের দ্বারা গুণদাতা হওয়া প্রয়োজন। তাই জ্ঞানের সাথে সাথে গুণসমূহকেও ধারণ কর। এটাই সংকল্প কর যে, আমাকে সর্বদা গুণের প্রতিমূর্তি হয়ে, অন্যকেও সেইরকম বানানোর বিশেষ কর্তব্য করতেই হবে। তাহলে ব্যর্থ কিছু দেখার, শোনার কিংবা করার অবসর-ই পাবে না। অন্যকে না দেখে, ব্রহ্মাবাক্যে ফলো করে প্রতি মুহূর্তে গুণের দান করতে থাক। তাহলেই সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার এবং বানানোর উদাহরণ স্বরূপ হয়ে নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- শান্তির শক্তি দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করা-ই হল মনসা সেবা।

কুমারীদের ভাঙিতে অব্যক্ত বাপদাদার মধুর শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য

আজ বাপদাদা তোমাদের সবার সাথে কোথায় মিলিত হতে আসছেন ? কোন্ স্থানে তোমরা বসে আছ ? যে স্থানে তোমরা মিলনোৎসব পালন করতে এসেছ সেখানে সাগর এসেছেন নদীর সাথে মিলিত হতে । সাগর তীর পছন্দ তো করো, তাই না ! কত শ্রেষ্ঠ স্থান যেখানে শুধু সাগর নয়; অনেক নদীও এসেছে মিলিত হতে । সাগরেরও নদীদের মিলন কত ভালো লাগে । এইরকম মিলন মেলা আর কোনও যুগে হবে ? সারা কল্পে এই যুগের মিলন ভিন্ন ভিন্ন রূপে-রীতিতে স্মরণ এবং উদ্‌যাপন করা হবে । তোমরা তো এইরকম মিলন উৎসব পালন করতেই এসেছ, তাই না ? এই কারণেই তো তোমরা এখান ওখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ, তাই তো ? তোমরা সাগরে মিশে মাস্টার স্তান সাগর হয়েছ অর্থাৎ বাবা সমান বেহদ স্থিতিতে স্থিত হয়েছ । এই বেহদ অনুভব করো তোমরা ? বেহদের বৃত্তি থাকা অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকা ; শুধু নিজের বা নিজের হদের সম্পর্কিত আত্মাদের কল্যাণার্থে নয়, বরং সকলের প্রতি কল্যাণমূলক বৃত্তি হতে হবে । "আমি তো ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছি, পবিত্র আত্মা হয়েছি " -অবিরত নিজের উন্নতিতে, প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলা, বাবা সমান বেহদের বৃত্তিতে স্থিত হওয়া নয় । হদের বৃত্তি অর্থাৎ শুধু নিজের প্রতি সন্তুষ্টি । তুমি ঠিক এই পর্যন্তই থাকতে চাও নাকি সামনে এগোতে চাও ? কোনো কোনো বাচ্চা বেহদের সেবার সময়ে এবং বেহদের প্রাপ্তির জন্য গোল্ডেন চাম্প এবং গোল্ডেন মেডেল নেওয়ার পরিবর্তে, "আমি ঠিক চলছি, কোনো ভুল করিনা, লৌকিক অলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই আমি আমার দায়দায়িত্ব পূরণ করছি, সংগঠনে থাকতে কোনো সংস্কারের দ্বন্দ্ব নেই, এইরূপ সিলভার মেডেল নিয়েই খুশি হয় । এটা তো বাবা সমান বেহদ স্থিতিতে থাকা হল না, তাই না ! বাবা বিশ্ব কল্যাণকারী আর বাচ্চা স্ব-কল্যাণকারী, এইরকম জুটি মানাবে ? তোমাদের এটা শুনতেও তো ভালো লাগেচেনা । তাহলে যখন তোমরা সেইরকম হয়ে চলতে থাকো তখন তোমাদের ভালো লাগে ? যদি সকল ধনভাণ্ডারের বালক ধনভাণ্ডারের মহাদানী না হয়, তবে তাকে লোকে কি বলবে ! যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাবার সমস্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছ ? তখন সবাই হ্যাঁ বলবে, তাই না ! ধনভাণ্ডার তোমরা কিসের জন্য পেয়েছ ? শুধুমাত্র নিজেরা পানভোজন করবে আর নিজেরা ভোগ করবে, এইজন্য পেয়েছ ? সেইসব বিলিয়ে দাও এবং বাড়িয়ে নাও, তোমরা এই ডিরেকশনই তো পেয়েছ, তাই না ? তাহলে কিভাবে ভাগ দেবে তোমরা ? গীতা পার্শালা খুলেছ নাকি যখনই তোমরা চাম্প পেয়েছ সেইসব ভাগ করে দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ ? বেহদের বাবার থেকে বেহদের প্রাপ্তি আর বেহদের সেবায় প্রবল উদ্যম আর উৎসাহে থাকতে হবে । সঙ্গমযুগে কুমারী জীবন শ্রেষ্ঠ বরদানী জীবন । তাই ড্রামা অনুসারে তোমরা বিশেষ আত্মারা নিজে থেকেই বরদানী জীবন লাভ করো । এইরকম বরদানী জীবন সকলকে বরদান এবং মহাদান দিতে প্রয়োগ করেছ ? নিজে থেকেই প্রাপ্ত হওয়া বরদানের রেখা, শ্রেষ্ঠ কর্মের কলম দ্বারা তুমি যতবড় চাও টানতে পারো । এও এই সময়ের বরদান । এই সময়ও বরদানী, কুমারী জীবনও বরদানী এবং বাবাও বরদাতা । কার্যকলাপও তোমায় বরদান দেয় । তাহলে এর পুরোপুরি লাভ নিয়েছ ? ২১ জন্মের লম্বা রেখা সুনিশ্চিত করার এবং ২১ প্রজন্ম সদা সম্পন্ন হওয়ার যে চাম্প পেয়েছ, তাকি নিয়ে নিয়েছ ? কুমারী জীবনে যত চাও তোমরা করতে পারো । মুক্ত আত্মা হওয়ার ভাগ্য লাভ করেছ তোমরা । নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি স্বতন্ত্র নাকি পরাধীন ! পরাধীনতার বন্ধন নিজেরই মনের ব্যর্থ কমজোর

সংকল্পের জাল । তোমরা নিজেরাই যে জাল বুনেছ সেই জালে নিজেকে পরাধীন তো বানাওনি? কোশ্চেনের জাল আছে ? যে জাল তোমরা বুনেছ তার যদি তোমরা ছবি তোলো তবে সেটা কোশ্চেনেরই রূপ হবে । যে কোশ্চেন উত্থাপিত হয় তোমরা তো সেসবের অনুভাবী, তাই না! ! "কি হবে, কিভাবে হবে, এই রকম তো হবেনা " এইগুলো সব জাল । প্রথমদিকে তোমাদের বলা হয়েছিলো, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের একটাই সমর্থ সঙ্কল্প হলো - "যা হবে তা' কল্যাণকারী হবে । যা হবে শ্রেষ্ঠ হবে এবং সবচেয়ে ভালো হবে ।" এই সঙ্কল্প হলো জালকে সমাপ্ত করার । অবশেষে খারাপ দিন, অকল্যাণের দিন সমাপ্ত হয়েছে । সঙ্গমযুগের সব দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন, খারাপ দিন নয় । সব দিনই তো তোমাদের উৎসবের, তাই না ! সবদিন উদযাপন করার । এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের জাল সমাপ্ত করো ।

কুমারীরা তো বাপদাদার এবং ব্রাহ্মণ কুলের গর্ব । ফার্স্ট চান্স কুমারীরা পায় । পাণ্ডবরা আমোদ পায় যে, ছোট ছোট কুমারীরা টিচার হয়ে যায়, দাদী হয়ে যায়, দিদি হয়ে যায় । তাহলে তোমরা এত চান্স পাও ! তাও যদি তুমি তোমার চান্স না নাও, তাহলে কি বলবে ! তোমরা জানো কি বলো তোমরা ? 'আমি সহযোগী হবো, কিন্তু সমর্পিত হবোনা ।' যে সমর্পণ করবেনা সে সমান কিভাবে হবে ! বাবা কি করেছেন ? তিনি তো সবকিছু সমর্পণ করেছেন নাকি শুধু সহযোগী হয়ে থেকেছেন ? জগৎ অম্মা কি করেছেন ? তিনিও তো কুমারীই থেকেছিলেন । তাহলে তোমরা ফলো ফাদার মাদার করছ নাকি পরস্পর সিস্টার্স ফলো করো ? "এনার জীবন দেখে আমারও এইরকম হতে ভালো লাগে ।" তবে তো ফলো সিস্টার্সই হলো, তাই না ! এখন কি করবে ? তোমার নিজের কমজোর অবস্থার জন্যই ভয় হয়, অন্য কিছু থেকে হয়না । তাহলে এখন তোমরা কি নেবে ? গোল্ডেন মেডেল নেবে নাকি সিলভারই ঠিক আছে ? কমজোরি দেখোনা, সেইসব দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে । না নিজে কমজোর হবে, না অন্যদের কমজোরি দেখবে । বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে ?

বাপদাদা তো কুমারীদের দেখে খুব খুশি হন । মানুষের কাছে কুমারী এলে তো তাদের দুঃখ হয় । আর বাপদাদার কাছে যতবেশি কুমারী আসবে বাপদাদার খুশি ততবেশি, কারণ বাপদাদা জানেন প্রত্যেক কুমারী বিশ্ব কল্যাণকারী, মহাদানী, বরদানী । বুঝেছ তাহলে কুমারী জীবনের মহত্ব কত ! কুমারীদের আজ বিশেষ দিন, তাই না ! ভারতে অষ্টমীতে কুমারীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায় । তাই বাপদাদাও অষ্টমী উদযাপন করছেন । প্রত্যেক কুমারী অষ্ট শক্তির প্রতিমূর্তি । আচ্ছা -

এইরকম সর্বশ্রেষ্ঠ বরদানী জীবন অধিকারী, গোল্ডেন চান্স অধিকারী, ২১ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখা টানার অধিকারী, স্বতন্ত্র আত্মার বরদান অধিকারী, শিববংশী ব্রাহ্মকুমারীরা, শ্রেষ্ঠ কুমারীদের বিশেষ রূপে এবং একই সময়ে মিলনোৎসব পালনকারী পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কর্মভোগের ওপর কর্মযোগের বিজয়:- কর্মভোগের ওপর বিজয় লাভ করা বিজয়ী রত্ন তোমরা, তাই না?? মানুষকে কর্মভোগ ভুগতে হয় আর তোমরা সেখানে কর্মযোগী । তোমরা দুঃখভোগী নও কিন্তু সদাকালের জন্য সবকিছু ভস্ম করো । এমনভাবে ভস্ম করো যাতে ২১ জন্মের জন্য দুঃখভোগের লেশমাত্র না থাকে । তোমার সামনে কিছু এলে সেটা তুমি ভস্ম করতে পারবে । আসবে তো বটেই, কিন্তু ভস্ম হতে নাকি তোমাকে দুঃখ দিতে ! বিদায় নেওয়ার জন্য আসে, কারণ কর্মভোগেরও জানা

আছে এটা একমাত্র এই সময়েই আসতে পারে, অন্য কোনো সময়ে নয় । এই কারণে যখন তখন চান্স খোঁজে । যখন দেখে সহজে ডাল গলবে না অর্থাৎ এখানে কোনো লাভ হবেনা, তখন চলে যায় ।

দাদী এবং দিদিকে দেখতে দেখতে :- এত হ্যান্ডস দেখে তোমরা খুশি হচ্ছ তাই না ? তোমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই তো ? তোমাদের স্বপ্ন ছিল এত হ্যান্ডস হোক, এত সেন্টার বাড়ুক । কারণ দাদী দিদির এইরকম হ্যান্ডসের সবচেয়ে বেশি আশা ছিল । সেইজন্য তৈরি হওয়া এমন হ্যান্ডস দেখে খুশি তো হবেই, তাই না ! ভারতের কুমারীদের এবং বিদেশের কুমারীদের মধ্যেও প্রভেদ আছে । এদের উপার্জনের কি বা প্রয়োজন ! (কেউ কেউ ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পড়তে চায়) যতক্ষণ সেবায় প্র্যাকটিস করছ না, ততক্ষণ ডিগ্রির কোনো ভ্যালু নেই । ডিগ্রির ভ্যালু হয়, যখন তুমি সেটা কার্যে প্রয়োগ করো । পড়াশোনা করে কার্যতঃ ব্যবহার না করলে, পড়াশোনার পর গৃহস্থে থাকলে লৌকিকেও বলা হয়, পড়াশোনা করে কি লাভ ! নিরক্ষরও বাচ্চার দেখাশোনা করে আর এও করছে, তাহলে ফারাক কি হলো ! একইভাবে, এই পড়া করে যখন তুমি সেবার স্টেজে যাও, সেই ডিগ্রির ভ্যালুও হয় । এখানে তুমি চান্স পেলে তবে ডিগ্রিও আপনা থেকেই পেয়ে যাবে । এই ডিগ্রি কি কিছু কম ? দেখ, জগদম্বা সরস্বতী কতবড় ডিগ্রি লাভ করেছে ! এখানে যে ডিগ্রি পেয়েছ তা তোমরা বর্ণনাও করতে পারবে না । কতবড় ডিগ্রি তোমরা পেয়েছ - মাস্টার স্তানের সাগর, মাস্টার সর্বশক্তিমান...., তোমাদের কত কত ডিগ্রি ! এর মধ্যে এম. এ. , বি. এ. সব এসে যায় । ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও এর অন্তর্ভুক্ত ।

কুমারীদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) তোমরা বরদানী কুমারী, তাই তো ? তোমরা ধীরে ধীরে চলো নাকি ওড়ো ? উড়ন্ত অর্থাৎ হদের ধরিত্রী ছেড়ে দেওয়া । যখন ধরাতল ছাড়বে তখনই তো উড়বে, তাই না ! নীচে তো উড়বে না ! যারা নীচের, শিকারি তাদের ধরে ফেলে । তোমরা নীচে নেমে এলেই খাঁচায় বন্দি ! উড়ন্ত যারা, তারা খাঁচায় আসেনা । তাহলে তোমরা খাঁচা কি ছেড়েছ ? তোমরা এখন কি করবে ? চাকরি করবে ? রাজমুকুট পরবে নাকি বোঝা বইবে ! যেখানে রাজমুকুট থাকে সেখানে কোনো বোঝা থাকতে পারবে না । মুকুট সরালে তবে তো বোঝা রাখতে পারবে ! যদি বোঝা রাখো তো তাজ খসে পড়বে । তোমরা রাজমুকুটধারী হবে নাকি বোঝা বহনকারী ? এখন বিশ্ব সেবার দায়িত্বের মুকুট আর ভবিষ্যতে রত্ন জড়িত রাজমুকুট । এখন বিশ্ব সেবার মুকুট পরো তো বিশ্ব তোমাকে ধন্য আত্মা, মহান আত্মা বলে মানবে । এতবড় রাজমুকুটধারী বোঝা বইবে ? ৬৩ জন্ম তো বোঝাই উঠিয়ে গেলে, এখন যখন রাজমুকুট পাছ তো রাজমুকুটই তো পরা উচিত, তাই না ! কি ভাবছ ? মন নেই তবুও করতে হবে ! তবে কি সারকমটেন্স এইরকমই ? লৌকিক সম্বন্ধকে সন্তুষ্ট করে ধীরে ধীরে বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারো । নির্বন্ধন হওয়ার প্ল্যান বানাও । বেহদ সেবার লক্ষ্য রাখলে হদের বন্ধন নিজে থেকেই ভেঙে যাবে । লক্ষ্য দু'দিকেই থাকলে, লৌকিক অলৌকিক উভয় ক্ষেত্রে সফল হতে পারবে না । লক্ষ্য ক্লিয়ার (স্বচ্ছ) হলে লৌকিকেও তুমি সহায়তা লাভ করবে । লৌকিক সম্বন্ধে নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু বুদ্ধিতে অলৌকিক সেবা হলে বাধ্যবাধকতাই ভালোবাসায় বদলে যায় ।

২) তোমরা কুমারীরা সবাই নিজেদের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করেছ নাকি এখনো করতে হবে ? যত সময় জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যয় করো, প্রাপ্তির সময় ততই চলে যায় । এইজন্য সিদ্ধান্ত নিতে সময় নষ্ট

করা উচিত নয় । ভাবলে আর করলে, একেই বলা হয়ে থাকে নম্বর ওয়ান সওদা করা । যারা এক সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা গোল্ডেন মেডেল নেয় । ভাবনা চিন্তা করে যারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা সিলভার মেডেল নেয় আর যারা ভেবেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা তারা কপার পায় । তোমরা সবাই তো গোল্ডেন মেডেলধারী, তাই না ! গোল্ডেন এজে যখন যেতেই হবে তো গোল্ডেন মেডেলই তো নেওয়া উচিত, তাই তো ! রামসীতা হওয়ার জন্য কেউ হাত ওঠায় না । লক্ষ্মী নারায়ণ তো গোল্ডেন এজেড তাই না ! তাইতো সবাই নিজের ভাগ্যের রেখা এমনভাবে টেনেছ নাকি কখনো কখনো সাহস হয়না । সদা উদ্যম -উৎসাহে যারা উড়ন্ত , কোনো অবস্থাতেই কিন্তু নিজের সাহস ছেড়েনা । অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজে নিরুৎসাহ হয়ো না ।

৩) তোমরা তো শক্তিসেনা, তাই না ? তোমাদের সবার হাতে বিজয় পতাকা । বিশ্বের ওপর বিজয় পতাকা নাকি শুধু স্টেটের ওপরে ? যারা বিশ্ব অধিকারী তারাই বিশ্ব সেবাধারী হবে, হদের সেবাধারী নয় কিন্তু বেহদের সেবাধারী । তারা যেখানেই যাবে সেবা করবে । তাহলে এইরকম বেহদ সেবার জন্য তৈরি আছ ? বিশ্বের শক্তি যদি হও, তবে নিজেকে অফার করো । ২ মাস ৬ মাস ছুটি নিয়ে ট্রায়াল করো । এক পা বাড়ালে দশ পা এগোবে, এক-দু মাসের জন্য ছুটিতে নিজে এটা অনুভব করো । যখন মন কোনো ভালো জিনিসে আটকে যায় তো খারাপ জিনিস থেকে নিজে থেকেই মন সরে যায় । সুতরাং ট্রায়াল করো । সঙ্গমযুগ হলো এগিয়ে যাওয়ার সময় । ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছ, জ্ঞান স্বরূপ হয়ে গেছ, এতে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে । এখন সামনে এগিয়ে চলো । কয়েক কদম সামনে তো রাখো, এক জায়গায় থেমে থেকোনা । কমজোর যারা তাদের দেখোনা । সর্বশক্তিকে দেখ, কেন মেম্বের দিকে দেখ ? মেম্বের দিকে দেখলে তোমাকে নিচের দিকেই দেখতে হবে । তখন তুমি ভয় পাও আর ভাবো - জানিনা কি হতে চলেছে ! কমজোর কাউকে দেখে ভয় পাও যখন, তাদের দেখোনা । শক্তিদেব দেখলে ভয় দূরে সরে যাবে ।

বরদান :- প্রভু সদা তোমার সাথে আছেন (হজুর কো হাজির সমঝ) মনে করে তাঁর সঙ্গ অনুভব করে কনসাইন্ড রূপধারী ভব

বাম্বারা যখনই সল্লেখ বাবাকে স্মরণ করে তো সাথেৰ এবং কাছের অনুভব করে । মন থেকে বাবা বলেছ আর দিলারাম হাজির এইজন্য বলা হয় হজুর হাজির । সবসময় তিনি হাজির । সল্হের বিধি প্রয়োগে সব জায়গায় সবার কাছে হজুর হাজির হয়ে যান, অনুভাবীই এই অনুভব জানে । গায়ন আছে করনকরাবনহার, তো করনহার এবং করাবনহার কনসাইন্ড হয়ে গেছেন । এইরকম কনসাইন্ড রূপধারী সদা সাথেৰ অনুভব করে ।

স্লোগান :- মনকে সদা রুহানি সুখানুভবে রাখতে হবে - এটাই জীবনে বেঁচে থাকার কলা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এখন শ্রীমতের উপর মন এবং বুদ্ধির বিভ্রান্তিকে বন্ধ করো, এক বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে বুদ্ধির যোগ লাগাও তখন সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- বাবা সঙ্গম যুগে তোমাদের কি এমন পুরুষার্থ করান, যা সমগ্র কল্পে কখনো হয় না ?

উত্তর :- বন্ধন থেকে বুদ্ধির যোগ মুক্ত করে সম্বন্ধের হিসাবে বুদ্ধিযোগ জোড়ার পুরুষার্থ বাবা এখন তোমাদের করান। এই সময়ই তোমাদের একদিকে সম্বন্ধ টানতে থাকে তো একাদিকে বন্ধন। এই যুদ্ধ চলতেই থাকে। আসুরী বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে আসার এই হলো সময় কেননা ঈশ্বরকে যথার্থ রূপে তোমরা এখনই জানতে পারো। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বললে সম্বন্ধ জোড়ার বদলে ভেঙ্গে যায়, বুদ্ধি বিপরীত দিকে চলে যায় তাই যখন যথার্থ পরিচয় পেয়েছো তখন তাঁর সম্বন্ধে আসার পুরুষার্থ করো।

গীত :- ধৈর্য ধর রে হে মন.....

ওম্ শান্তি। মনুষ্য মাত্রের মন আর বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মার যে মন আর বুদ্ধি আছে তা অনেক প্রকারের ভ্রমের মধ্যে ঘুরতে থাকে। এখানে তোমরা বাচ্চারা অনেক প্রকারের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। আত্মা বলে, আমার মন চঞ্চল। এখন বাবা বলেন, তোমাদের এই চঞ্চলতার দরকার নেই। অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের মন আর বুদ্ধির বিভ্রান্তিতে তোমরা হযরান হয়ে গেছো। এখন শ্রীমতে চলে মন বুদ্ধির এই চঞ্চলতা বন্ধ করো। একদিকেই বুদ্ধির যোগ লাগাও, দেহ - অভিমানে এসে অনেক বিভ্রান্ত হয়েছো। অনেকপ্রকারের মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদির বন্ধন থাকে। বাবা বলেন - এই সবকিছু ছাড়া, একের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করো। মানুষ বলে, আমার মন খুব চঞ্চল। একের সম্বন্ধে জুড়ে থাকতে পারি না। আমরা চাই এমন মিষ্টি - মিষ্টি বেহদের সুখপ্রদানকারী বাবার সাথে যোগ পাকা করি, কোথাও যেন বুদ্ধির চঞ্চলতা না হয়। বাবা বলেন, অর্ধেক কল্প ধরে আসুরী মতে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা হযরান হয়ে গেছো। এখন এই হযরানি ছেড়ে দাও। 'আমি আত্মা' এই কথা ভুলে যাওয়াতেই মানুষ ভাবে যে 'আমি দেহ'। তখন দেহের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যায়। বাবা এমন বলেন না যে সবকিছু ছেড়ে দাও, কিন্তু তোমরা এই মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও ঈশ্বরীয় সম্বন্ধকে স্মরণ করো। এ হলো বন্ধন আর ওই হলো সম্বন্ধ। বন্ধন হলো দুঃখের। সম্বন্ধ হলো সুখের। বন্ধন আর সম্বন্ধ দুইই আলাদা। বন্ধন অক্ষর হলো পুরানো দুনিয়ার, আর সম্বন্ধ অক্ষর নতুন দুনিয়ার। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে যাচ্ছো তাই নতুন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো। এই বন্ধনে থেকেই সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সম্বন্ধ কার সাথে রাখতে হবে? এমন তো কেউ নেই যে বলবে 'মনমনাভব', 'মধ্যাজী ভব', আর এও বলবে যে বেহদের বাবা আর বেহদের সুখের বর্ষার সাথে সম্বন্ধ রাখো। বাবাই এই সম্বন্ধ জুড়ে দেন। যখন তোমরা বন্ধনে থাকো তখন কোনো মানুষই তোমাদের এই পুরুষার্থ করতে পারে না। একমাত্র বাবাই তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে নিয়ে আসেন। বন্ধন হলো মায়াবী রাজ্যের, আর সম্বন্ধ হলো রামরাজ্যে বা ঈশ্বরীয় রাজ্যে সত্যযুগকে ঈশ্বরীয় রাজ্য আর এই যুগকে আসুরী রাজ্য বলা হয় কেননা সত্যযুগ ঈশ্বর স্থাপন করেন। সেখানে উঁচু পদ পাওয়ানোর জন্য তিনি বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। কেবল এই সঙ্গমেই সম্বন্ধের পুরুষার্থ হয়, আর কোনো যুগেই এই পুরুষার্থ হয় না।

বাবা বলেন, আমি এসেই তোমাদের বন্ধন মুক্ত করে বাবার সাথে সর্ব সস্বন্ধের বুদ্ধিযোগ লাগানোর পুরুষার্থ করাই। সত্যযুগে নতুন সস্বন্ধের প্রালঙ্কার এখনকার পুরুষার্থের ফলেই পাওয়া যায়। যে সস্বন্ধকে জানেই না সে কিভাবে পুরুষার্থ করবে। এমন তো অবশ্যই হবে যে একদিকে সস্বন্ধ টানবে আর একদিকে বন্ধন। এমন লড়াই হয়ই। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে সস্বন্ধের কোনো কথাই নেই। দ্বাপর আর কলিযুগেও সস্বন্ধের কোনো কথা থাকে না। এই সঙ্গমেই সস্বন্ধ আর বন্ধনের খেয়াল আসে। এখন তোমরা জানো যে আমরা আসুরী বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সস্বন্ধে যাচ্ছি। সঙ্গম হলো পুরুষার্থের যুগ। তোমরাই বন্ধন আর সস্বন্ধ সম্পর্কে জানো। আসুরী বন্ধনে রাবণ নিয়ে এসেছে। ঈশ্বর আবার ঈশ্বরীয় সস্বন্ধে নিয়ে যায়। বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ তাঁর সাথে জুড়ে দেন, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও। ভক্তিতে যে পুরুষার্থ করা হয়, সে হলো অযথার্থ। যথার্থ পুরুষার্থ একমাত্র পরমপিতাই করান। সর্বব্যাপী জ্ঞানে পরমাত্মার সঙ্গে সস্বন্ধ হয় না, আরো ভেঙ্গে যায়। এখন তোমরা এক বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়েছো আর স্বর্গে বৈকুণ্ঠের রাজত্বের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। শাস্ত্রে তো ভগবান উবাচঃ এক অর্জুনের জন্যই লিখে দিয়েছে। কিন্তু খোড়াই একজন অর্জুন হবে। ভগবান তো রাজযোগ অনেককেই শিখিয়েছিলেন। না হলে স্বর্গের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হবে। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে আমি ভবিষ্যৎ জন্ম জন্মান্তরের জন্য পুরুষার্থ করছি। এ কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই করতে পারো। এ তো নিশ্চিতই যে আমাদের দৈবী রাজধানী নাটকের নিয়ম অনুসারে অবশ্যই স্থাপন হবে। আমরা না চাইলেও তা অবশ্যই হবে। স্থাপনা না হওয়া অসম্ভব। ড্রামা অবশ্যই এই স্থাপন করাবে। ড্রামা আগের কল্পের মতো অবশ্যই আমাদের পুরুষার্থ করাবে। কিন্তু শ্রীমতে চলতে হবে। ড্রামা বলে নিজের মত চালানো যাবে না। তোমরা জানো যে ড্রামা অনুসারে ভারতকে স্বর্গ অবশ্যই হতে হবে, তবুও উঁচু পদের জন্য বাবা তোমাদের শ্রীমতে চলে পুরুষার্থ করান। সময়ও পরিবর্তন হচ্ছে। ড্রামার নিয়ম অনুসারে এখন বাবা এসেছেন। তিনি বলেন, এই সঙ্গমযুগ হলো পুরুষার্থ করার। তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। সঙ্গমের অনেক মহিমা। ও হলো নদী আর সাগরের সঙ্গম আর এই সঙ্গম তো তোমাদের এখন হয়। বাবা বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগে যুগেই আসি। সারা দুনিয়া অবশ্যই পতিত হয়। আবার এই পতিত থেকেই পবিত্র দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হয়। যতো মানুষ আছে সকলকেই হিসেব – নিকেশ শোধ করে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এ হলো শেষ সময়, পবিত্র হওয়া ছাড়া কোনো সজনীই পরমপিতা পরমাত্মা সাজনের পিছনে যেতে পারবে না। তোমরা দেখেছো, যখন পঙ্গপাল ওড়ে তখন তাদের এক লিডার থাকে, তাদের পিছনেই সমস্ত দল থাকে। এও তেমনই। সাজন এসেছেন তোমাদের সুন্দর বানাতে। তোমরা সকলেই পাবিত্র হয়ে যাবে তারপর যখন আমি আসবো তখন তোমরা সকল আত্মা সজনীরা দলে দলে আমার পিছনে যেতে থাকবে। তোমরা সজনীরা জানো যে আমরা শরীর ছেড়ে সাজনের পিছনে যাবো। ভগবান হলো এক আর ভক্তি অনেক। এক একজন এক একজনকে মানে। কেউ আবার বলে – এই সংসার বানানোই হয় নি। যে যা বলেছে, তাই মেনে নিয়েছে। নিজের মত বা মনুষ্য মতকে ভ্রম বলা হয়। বাবা এসে এই ভ্রম থেকে উদ্ধার করেন। এ হলোই দুঃখধাম। এখন সুখধামে যাবার জন্য তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো। নিরাকার বাবার মত পাচ্ছো। সাকার মনুষ্য থেকে কখনোই শ্রীমত পাওয়া যায় না। রাবণ রাজ্যে আসুরী সম্প্রদায়কে এক পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই শ্রীমত দিতে পারে না যাতে তারা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। দিনে দিনে মানুষ আরো ব্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের সব অবতরণের কলা, তোমাদের হলো উত্তরণের কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও তারপর তোমাদেরও অবতরণের কলা শুরু হয়। দেবতা থেকে তোমরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র হবে। এখন

তোমাদের উত্তরণের কলা । উত্তরণের কলায় সকলের মঙ্গল । সবাই মুক্তিধামে যাবে আর তোমরা যাবে জীবনমুক্তিধামে । ভারত কখনোই খালি হয় না । যখন স্বর্গ থাকে তখন অন্য থও থাকে না । ইসলামী, বৌদ্ধ এরা তো অনেক পরে আসে । অনেক আগে চন্দ্রবংশী রামরাজ্য ছিলো । তারও আগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । ক্রাইস্ট যখন ছিলো না তখন বৌদ্ধ ছিলো, বৌদ্ধ যখন ছিলো না তখন ইসলামী ছিলো । যখন ইসলামী ছিলো না তখন রামরাজ্য ছিলো । তারও আগে সূর্যবংশী ছিলো । এখন সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী এই দুই ঘরানা আর নেই । বাবা এসে তিন ধর্ম স্থাপন করেন । তোমরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ, দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । শূদ্ররা পুরুষার্থ করে না, ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমত পায়, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে চলেছো । বাকি অল্প সময় আছে - বিনাশ এলো বলে । পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকছে । খারাপ হতে সময় লাগে না । যদি একজন বোমা ফেলে তাহলে অন্যেও ফেলতে শুরু করবে । তোমরা সূক্ষ্মবতন, মূলবতন, বৈকুণ্ঠ দেখে আসো । সাক্ষাৎকার হয় । কৃষ্ণপূরীরও সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু ওখানে যেতে পারে না । যাওয়ার সময় তো তখন হবে যখন শিববাবা সাথে করে নিয়ে যাবে, বাকি সব সাক্ষাৎকার হয় ।

এখন তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ জুড়েছে । তোমাদের পিছন রাবণ রাজ্যের দিকে । মুখ রামরাজ্যের দিকে । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের । বর্ণ হলো অবিনাশী । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ অবশ্যই চাই । তোমরা ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদী বর্ষা দাদুর থেকে পাও । স্বর্গের স্থাপনকারী, রাজযোগ শিক্ষাকারী হলেন শিববাবা । এই ঈশ্বরীয় আশীর্বাদী বর্ষা অর্ধেক কল্প ধরে চলে, তারপর হয় আসুরী বর্ষা । এই উত্তরণের কলা ২১ জন্মের পরে সম্পূর্ণ হবে । তারপর আসুরী রাজ্য শুরু হবে, এই রাবণই হলো অসুর । পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় বিন্দুর মতো । দুনিয়া এই কথা জানে না যে শিবের রূপ কেমন । তারা ভাবে যে এত বড় লিঙ্গ । এমনিতে আমি পরমাত্মার রূপও বিন্দুর মতো । তোমরা যেমন ঝলমলে তারার মতো, তেমনই আমিও এক ঝলমলে তারা । আমি সর্বদা পরমধামে থাকি, এই জন্ম - মরণে আসি না । তোমরাই জন্ম - মরণে আসো । আমি যেহেতু পতিত - পাবন তাই অবশ্যই আমাকে পরমধামে থাকতে হয় । এখন আমি তোমাদের পবিত্র করছি । এখানে প্রাপ্তি অনেক । ২১ জন্মের জন্য তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের এই দুনিয়াকে বুদ্ধিযোগের দ্বারাই ভুলতে হবে । মানুষ বলে যে, এই বাচ্চা বা এই ধন স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন । এখন বাবা বলেন, এই সবই তো শেষ হয়ে যাবে । এতে তো কিছুই নেই তাই মমস্ব ছেড়ে দাও । ভগবান তোমাদের থেকে নিয়ে কি করবে ? তোমরা কেবল মমস্ব দূর করো । এ তো খুবই অল্প । আমি তো এর পরিবর্তে তোমাদের স্বর্গের অধিকার দিই । যেমন বাবা নতুন বাড়ি তৈরী করলে সন্তানদের মমস্ব পুরানো থেকে দূর হয়ে নতুনের সাথে জুড়ে যায় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া ভস্ম হয়েই যাবে । এখন আমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে তাই মমস্ব দূর করে নতুন দুনিয়ার সাথে জুড়তে হবে । কলিযুগের পর সত্যযুগকে আসতে হবে । যেমন রাতের পরে দিন আর দিনের পরে রাত আসে । এ তো বেহদের দিন আর রাতের কথা । অর্ধকল্প হলো জ্ঞানের প্রালম্ব । আর অর্ধকল্প হলো ভক্তি । যখন তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন আমি আসি । এখন তো ভক্তিও ব্যভিচারী । মানুষ আমাকে কোণায় - কোণায়, নুড়ি - পাথরে বলে দেয় । পাথরকে পূজা করার জন্য রেখে দেয় । পাথরকেই শিব বলে দেয় । পূজার জন্য পাথরের প্রতিমা বানানো হয়েছে । ভক্তিমার্গে এমন সামগ্রী অনেক আছে । জন্ম জন্মান্তর ধরে মানুষ যন্ত - তপ - তীর্থ ইত্যাদি করে আসছে, শাস্ত্র পড়ে আসছে । বাবা বলেন, এই সবকিছুর দ্বারা তুমি আমাকে প্রাপ্ত করতে পারো না ।

তোমরা নিজেরাই বলো যে, হে পতিত - পাবন এসো। পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না। বাবা তো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। গানও আছে যে, কিছু ধৈর্য তো ধরো। শ্রীমতে চलो তাহলেই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এক এই পারলৌকিক বাবাই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা দেন। ওখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। তোমরা ৫০০০ বছর বাদে বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্ষা নিতে এসেছো। যারা এসে অল্প কিছুও শুনবে তারাও স্বর্গে এসে যাবে, কিন্তু উঁচু পদ পেতে পারবে না। যত যোগে থাকবে ততই পবিত্র হতে থাকবে আর উঁচু পদের অধিকারী হবে। শিববাবাকে স্মরণে রাখতে হবে আর সৃষ্টি চক্র ঘোরাতে হবে, অন্যকেও বোঝাতে হবে যে এতে অনেক উঁচু পদ মিলবে। বাবা বলেন যে অজামিলের মতো পাপীদেরও উদ্ধার হয়ে যায়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকে সুখের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে মন আর বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে তাই এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। সব ভ্রম থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে।

বরদান :- দুঃখের ঢেউ থেকে পৃথক থেকে প্রভু প্রেমের অনুভব করে খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হও।

সঙ্গমের সময় দুঃখের ঢেউয়ের যে কোনো কথা সামনে আসবে কিন্তু নিজেকে সেই দুঃখে দুঃখী করো না। যেমন গরমের সময় গরম হবে কিন্তু নিজেকে বাঁচানো নিজের উপর। তাই দুঃখের কথা শুনেও যেন মনে তার প্রভাব না পড়ে। যখন এই দুঃখের ঢেউ থেকে মুক্ত হতে পারবে, তখনই প্রভুর প্রিয় হতে পারবে। যারা এমন পৃথক আর পরমাত্মার প্রিয়, তারাই খুশীর সম্পদে সম্পন্ন।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী বা ত্রিনেত্রী সে-ই যে মায়ার বহরুপীকে সহজেই চিনতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল অনাদি খেলা, এই খেলায় প্রত্যেক পার্টধারীর নিজস্ব পার্ট আছে, এক পার্টধারীর পার্ট অন্যের সঙ্গে মিলবেনা, এও হল প্রকৃতির নিয়ম"

প্রশ্ন:- ভক্তি মার্গে গঙ্গাজলকে এত মান দেওয়া হয় কেন ? গঙ্গা জলের প্রতি ভক্তের এত প্রীতি আছে কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞান জলের (অমৃতের) দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত কর ,তোমাদের প্রীতি থাকে জ্ঞানের প্রতি, যার দ্বারা তোমরা জ্ঞান গঙ্গায় পরিণত হও তাই ভক্তরা জলকে-ই এত মান দিয়েছে। বৈষ্ণব জন সর্বদা গঙ্গা জল-ই ব্যবহার করে। কিন্তু জলের দ্বারা কোনো সদগতি হয়না। সদগতি তো জ্ঞানের দ্বারা হয়। জ্ঞান সাগর পিতা তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। আত্মাকে পবিত্র করার সাধন জল নয় , তার জন্যে জ্ঞান এবং যোগের ইনজেকশন চাই যা একমাত্র বাবার কাছে আছে ।

গান:-- ভাগ্য উদয় করে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এ হল জ্ঞান মার্গ যার দ্বারা সদগতি লাভ হয় অথবা স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয় , তাই একে পাঠশালা বলা বা কলেজ বলা , ইউনিভার্সিটি বলা একই কথা। ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা , অন্য গুলিতে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সবই হল পাঠশালা, সেখানে শিক্ষা নিতে হয় উপার্জন করার উদ্দেশ্যে। তোমরা বাচ্চারা জানো এ হল আমাদের গুপ্ত শিক্ষা দীক্ষা। বেহদের বাবা এসে আত্মাদের পড়ান। আত্মারাই পড়াশোনা করে। যদি কৃষ্ণ ভগবান হতেন তাহলে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওনার চিত্রের প্রতি থাকত , ওনার প্রতি টান অনুভব হত। ওনার চিত্র ছাড়া তোমরা থাকতে পারতে না। কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান নয়। ফলে উল্টো বুঝে মানুষের স্মরণে কৃষ্ণ-ই আছে। দৈহিক স্মরণ তো খুবই সহজ। রুহানী স্মরণে পরিশ্রম আছে। জিজ্ঞাসা করে বাবা কিভাবে স্মরণ করব ? কাকে স্মরণ করব ? কৃষ্ণের চিত্র তো সুন্দর , পরম পিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। তিনি নিজেই বলেন , আমি এই বৃদ্ধের দেহে বসে বাচ্চারা তোমাদের নতুন করে হজ রাজ যোগ ও জ্ঞান শেখাই। খুবই সহজ শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ তো করেই তাইনা। বেনারসে বলা হয় শিব কাশী , তারপর বলা হয় বিশ্বনাথ গঙ্গা। বিশ্বনাথ গঙ্গা এনেছেন। এখানে জলের গঙ্গার কথা নেই। জ্ঞান সাগর এই জ্ঞান গঙ্গা এনেছেন। তাই জ্ঞান গঙ্গাদের নিশ্চয়ই জ্ঞান দাতা জ্ঞানের সাগর বাবার স্মরণে থাকা উচিত। হে জ্ঞান গঙ্গারা , যদি তোমরা নিজেদের জ্ঞান গঙ্গা ভাবো তবে জ্ঞান সাগরকে স্মরণ করো। যারা নিজেদের জ্ঞান গঙ্গা ভাবেনা তারা হল অজ্ঞানী। তোমরা বাচ্চারা জানো জ্ঞান সাগর আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন। এবারে আমাদের গিয়ে সবাইকে জ্ঞান অমৃত দিতে হবে। তারপর কেউ অঞ্জলি মাত্র গ্রহণ করবে , কেউ ঘট ভরে নেবে। বৈষ্ণবদের গঙ্গা জলের প্রতি বিশেষ প্রীতি থাকে। তারা সদা গঙ্গাজল ব্যবহার করে। তোমাদের এই জ্ঞানের প্রতি বিশেষ প্রীতি থাকে কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সদগতি প্রাপ্ত করো। শিববাবা এই জ্ঞান প্রদান করেন যে তোমরা আত্মারা আমি আত্মাদের পিতা , আমাকে স্মরণ করো। বর্সার বিষয়েও তোমরা জানো। এইসব কথা কে বোঝাচ্ছেন ? পরম পিতা

পরমাত্মা। স্বপ্নেও কারো কখনো এই ভাবনা আসবেনা যে পরমাত্মার কাছে বর্ষা প্রাপ্তি হয় কিভাবে। পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া এই বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত হয়না। পরম পিতা অর্থাৎ সকল মানুষ মাত্রেই রচয়িতা। অর্থাৎ তিনি হলেন রচনার পিতা তাইনা। শুধু নিরাকারকেই পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, যাঁকে এই চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। ভক্তি মার্গে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করা হয়। এখানেও তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকা করো না, তবুও নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। জানো যে আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা দেহ ত্যাগ করলে দেহ কোনো কাজে লাগেনা। এই কথা তো সবাই জানে যে আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে। কিন্তু আত্মা কি, এই কথা কেউ জানেনা। আত্মা হল অতি সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিন্দু সম, ব্রহ্মকুটির মধ্যখানে নিবাস করে। অতি ক্ষুদ্র আত্মা, সে-ই সব কিছু করে। আত্মা না হলে এই কর্মেন্দ্রিয় চলতে পারবেনা। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে নিজ পার্ট প্লে করে। প্রত্যেকের পার্ট ভিন্ন ভিন্ন আছে। একে অপরের সঙ্গে কোনো মিল নেই। অ্যাক্টর কখনো একরকম হয়না। এই খেলাটি কেউ কখনো বুঝতে পারবেনা। প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে। আত্মারা সবাই একই রূপের। কিন্তু দেহের রূপ ভিন্ন। এই অনাদি খেলা এইভাবেই তৈরি। এই কথাগুলি বিশালবুদ্ধি আত্মাই বুঝবে। আশ্চর্য হয়ে উচিত -- আত্মা বিন্দু স্বরূপ যার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট অন্তর্ভুক্ত আছে যার কখনো বিনাশ হয়না, একেই বলে হয় প্রকৃতি। আত্মা নিজেই বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য পার্ট প্লে করি। আমরা সাক্ষী হয়ে সৃষ্টির পার্টধারীদের এক্ট দেখি। আমরা পরম পিতা পরমাত্মার কাছে নিজেদের ২১ জন্মের সুখের অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত করছি যার জন্য আমরা ২৫০০ বছর অর্থাৎ অর্ধকল্প ভক্তি করেছি। তাই নিশ্চয়ই ভক্তদের ভগবানের প্রাপ্তি হবে-ই। এখন তোমরা জেনেছ -- নম্বর ওয়ান ভক্ত, পূজারী হলে তোমরা। এই ড্রামাতে প্রথম প্রথম সত্যযুগে তোমরাই দেবী দেবতার পার্ট প্লে করতে আসো। এই সময়ে তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে আছো। আমরা আত্মারা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ ধর্মের। এখন এইজন্যে পড়াশোনা করি যাতে আমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দৈবী ধর্মে যাই। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। যখন সদগতি হওয়ার সময় হয় তখন সবারই সদগতি প্রাপ্তি হয়। বাবা বলেন আমি-ই হলাম সর্বের সদগতি দাতা। মানুষ কখনো গুরু হয়না। সর্বদা দেহী অভিমানী থাকতে হবে। যদি কারো সন্তান হয়, তবে বুঝতে হবে কর্মের হিসাব নিকাশ অনুযায়ী সে সন্তান রূপে এসেছে, যদি মৃত্যু হয় তবে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করবে, হিসাব নিকাশ এতটুকুই ছিল, পুরো করেছে, এই বিষয়ে আফসোস করার বা কান্নাকাটি করার কোনো কথাই নেই। সাক্ষী রূপে সমস্ত খেলা দেখতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করি। সত্যযুগে আমরা দেবী দেবতা ছিলাম। প্রথমে তোমরা কিছুই জানতে না। ব্রহ্মাও অনেক গুরুর শরণে গিয়েছিলেন কিন্তু ইনিও কিছুই জানতেন না। জানতেন যে ৮৪ লক্ষ জন্ম হয়। এখন তোমরা এইরকম বলবেনা -- বাবা বোঝাচ্ছেন যে মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা আমি-ই এসে সকলের সদগতি করি। সব ধর্মীয় জন ভক্ত রূপে ভগবানকে কোনো না কোনো রূপে নিশ্চয়ই স্মরণ করে। বলে -- ও গড ফাদার, হে পরম পিতা পরমাত্মা কিন্তু পরমাত্মাকে জানে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে পরম পিতা পরমাত্মা পরম ধামে থাকেন। কিন্তু আমরা সেখানে কিভাবে যাব, আমরা তো যেতে পারব না। সত্যযুগী দেবতারাও যেতে পারবেননা, তাঁদের ৮৪ জন্ম নিতে হবে। সেখানেতো সুখ ভরপুর থাকে, সেখানে কোথাও যাওয়ার খেয়াল থাকেনা। পিতাকেও স্মরণ করেনা। বলা হয় দুঃখে স্মরণ সবাই করে বাবা বোঝাচ্ছেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। সেখানে তোমরা সদা সুখী

থাকবে। কল্পের আয়ু লক্ষ বছরের বলা হয়েছে , সেও তো ভুল। ভক্তিতে ভ্রান্তি অনেক আছে। পদে পদে ধাক্কা খাওয়া , জপ তপ তীর্থ ইত্যাদি করা সবই হল ভক্তি মার্গ। অর্ধকল্প ভক্তিমার্গ চলে , সেসবও তো খেলা । বাবা বলেন সব বাচ্চারাই ডামার অধীনে রয়েছে। আমিও যদিও ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, করন করাবনহার (যিনি সকল কর্মের কর্তা) কিন্তু আমিও ডামার অধীনে আছি। এক নির্দিষ্ট সময় , এক নির্দিষ্ট শরীরের আধার ছাড়া তো অন্য কোনো শরীরে আসতে পারিনা। বলা হয় সর্বদা দাদার (ব্রহ্মাবাবার) শরীরেই আসবেন আর এনােকেই ব্রহ্মা রূপে পরিণত করবেন ? হ্যাঁ, সর্ব প্রথম এনার-ই জন্ম হয় কিনা লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে তাই এনােকেই আদি দেব , আদি দেবী রূপে পরিণত করবেন। এই দিলওয়ারা মন্দিরে শিবের চিত্র আছে। আদি দেব , আদি দেবীও আছে , বাচ্চারাও আছে। সবাই বসে তপস্যা করছেন। উপরে স্বর্গও আছে , সম্পূর্ণ স্মারক রূপে অবস্থিত আছে। তোমরা এখানে বসে দৈবী বৃক্ষের স্থাপনা কর। সেইটি হল জড চিত্র। এখানে তোমরা চৈতন্য অবস্থায় বসে আছ। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে স্বর্গের স্থাপনা করছ। যারা ভালো রীতি পড়া করে ও অন্য কে পড়ায় তারা উঁচু পদের অধিকারী হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ কি পুরুষার্থ করেছিলেন । তোমরাও পুরুষার্থ করছ আবার দেবতা হতে অর্থাৎ নিশ্চয়ই দেবতার আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন ? মানুষ মৃত্যুলোকে থাকে, দেবতার থাকেন অমরলোকে। ভারত অমর লোক ছিল , এখন মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়টি হল সঙ্গম , এই সময়টিকেই কুস্তুর মেলা বলা হয়। কুস্তুর সত্যিকারের মেলা হল এই সময়টি। আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সময়। অনেক বার মিলন হয়েছে , অনেক বার মিলন হবে। কেউ তো পুরো পুরুষার্থ করে পুরো বর্সা নেবে। কেউ আবার ফিরে যাবে। (বহি পতঙ্গ রূপে) এনােকেই তো আসে। বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে ইনি হলেন আমাদের বাপদাদা (পিতা ও ঠাকুরদা একত্রে) আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মাও হলেন শিবের সন্তান। আমরা ধর্মের সন্তান। পিতার সন্তান তো সকলেই। কিন্তু যারা বী.কে. রূপে পরিচিত অর্থাৎ তারা হল শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিববাবা হলেন দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা , ওনার একটি মুখ্য বালক সন্তান আছে , এক থেকেই আবার অন্যরা জন্ম নেয়।

তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী সংখ্যায় অনেক। সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে থাকবে, পড়াচ্ছেন স্বয়ং শিববাবা। ব্রহ্মার আত্মাও আমাকেই স্মরণ করে , তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে। সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী সম্রাট হবে। এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী এইরূপ স্মরণ করে। গায়ন আছে না -- স্মরণে স্মরণে (সিমর সিমর) জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করো , সেখানে কোনো দুঃখ থাকে না। এইটি হল পুরানো দুনিয়া। এই শরীরও হল পুরাতন পাদুকা। ক্ষণে ক্ষণে মেরামত করতে হয়। সর্পের খোলসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় কিনা। সে পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করে। নতুন খোলস চকচক করে। সুতরাং তোমাদের ৮৪ জন্মের এই পুরানো খোলস একেবারেই জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে , তমোপ্রধান হয়েছে। এখন তোমাদের আত্মা ও শরীর দুই - ই সতোপ্রধান কি করে হবে, এ কথাটি বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো। এই স্মরণ রূপী অগ্নি দ্বারা তোমাদের আত্মাতে যে খাদ পড়েছে , সেসব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা সতপ্রধান হয়ে যাবে। তখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে আত্মা অন্য শরীর ধারণ করবে। বাবার স্মরণ দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করে তাইনা। নাম জপ করে। পূজা করে। ওনাকে স্নান ইত্যাদি করায়। এখানেতো শিববাবাকে স্নান ইত্যাদি করানো হয়না। তিনি তো হলেন অশরীরী। শিবের মন্দিরে কখনো শিবকে বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে শৃঙ্গার করানো হয় কি ? কৃষ্ণকে , লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদিকে কত শৃঙ্গার করানো হয়। নিরাকারকে কি আর

শৃঙ্গার করাবে ! তাই বাবা বলেন তোমরা আমার অর্থাৎ নিরাকার শিবের পূজো কেন করতে ? আমি নিশ্চয়ই কিছু করে গিয়েছি তবেই তো তোমরা আমার পূজো ইত্যাদি কর। তোমরা হলে নিরাকার আত্মা -- আমিও হলাম নিরাকার। তোমার পুনর্জন্ম গ্রহণ কর , আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিনা। আমি এসে তোমাদের স্বর্গের , অর্থাৎ ২১ জন্মের অধিকার প্রদান করি। সন্ন্যাসী ইত্যাদি ঘর দুয়ার ত্যাগ করে। তোমাদের কিছুই ত্যাগ করবে হবেনা। শুধু এই শেষ জন্মে পবিত্র থেকে বাবাকে স্মরণ কর , ব্যাস। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের আত্মা কাঞ্চনে পরিণত হবে। আত্মাকে পারসনাথ লোহা থেকে সোনায় পরিণত করেন।

তোমরা-ই সত্যি কারের উপার্জন কর। সেসব মিথ্যা ধন উপার্জন অবশ্যই করো, সাথে সাথে এই উপার্জনও কর। কোনোরকম পাপ করবেনা। সার্জেন তো একজন-ই। প্রত্যেকের কর্মের হিসাবের রোগ নিজস্ব আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা চট করে বলে দেবেন যে এমন এমন কর। একমাত্র বাবা-ই কর্মাকীর্ণ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। এই হল অবিনাশী সার্জেনের মতামত। প্রত্যেকের যা-যা বন্ধন আছে , সেসব এসে জিজ্ঞাসা কর। কন্যারা স্বামীর কানে ভুঁ ভুঁ করে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা বোঝায় -- পবিত্র না হলে স্বর্গে যাওয়া যাবেনা। মৃত্যু তো সবার হবেই। এইসব কথা বুঝতে হবে। মৃত্যু লোকের এই হল শেষ সময়। এই হল সঙ্গম। অমর লোকের স্থাপনা হচ্ছে। এখন আমরা বাবার আপন হয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হব। তারপর ক্ষত্রিয় , বৈশ্য, শূদ্রে পরিণত হব। এই মন্ত্রটি কত সহজ তবু তোমরা ভুলে যাবে। যোগ অবস্থায় না থাকলে ৬৩ জন্মের পাপের বোঝা যে আছে সেসব ভস্ম হবে কিভাবে। গঙ্গাজল দিয়ে সেসব পরিষ্কার করা কি সম্ভব। পাপ যে আত্মায় লেগে রয়েছে। পাপাত্মা , পুণ্যাত্মা বলা হয় কিনা। সুতরাং তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হওয়ার ইনজেকশন চাই। সেই ইনজেকশন পতিত পাবন বাবার কাছেই আছে আর কারো কাছে এই ইনজেকশন নেই তাই তো সবাই আহবান করে হে পতিত পাবন এসে আমাদের অর্থাৎ পতিতদের গুণ ইনজেকশন লাগিয়ে দিন যাতে আমরা পবিত্র হই। এবারে বাচ্চাদের তীর্থ যাত্রায় তো করতে হবে তাইনা। উঠতে বসতে সর্বদা যাত্রায় মগ্ন থাকো। পিতা এবং নিবাস স্থানের স্মরণে থাকো তাহলেই আয় জমা হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সাক্ষী রূপে প্রত্যেকটি পার্টধারীর পার্ট দেখতে হবে। বাবার কাছে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) আত্মাকে খাঁটি সোনায় (কাঞ্চনে) পরিণত করতে এই শেষ জন্মে পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সত্যিকারের আয় করতে হবে।

বরদান :- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতি দ্বারা সর্ব প্রকারের অস্থিরতাকে একীভূত-কারী (মার্জ) অচল অটল হও ।

ব্যাখা: যেমন শরীরের অক্যুপেশান বাইরে প্রত্যক্ষ (ইমার্জ) থাকে , তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশান বাইরে প্রত্যক্ষ থাকবে এবং সেই প্রতিটি কর্মের নেশা থাকলে সর্ব প্রকারের অস্থিরতা একীভূত বা মার্জ হয়ে যাবে ও তোমরা সর্বদা অচল অটল থাকবে। মাস্টার সর্ব শক্তিমানের স্মৃতি সদা ইমার্জ থাকলে কোনো রকম দুর্বলতা অস্থির করতে পারবেনা কারণ তারা প্রতিটি শক্তিকে সময় অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারবে, তাদের কাছে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকে ফলে তাদের সঙ্কল্প ও কর্ম দুই-ই সমান হয়।

স্লোগান - সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে না ঘাবড়িয়ে সেই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে পরিপক্ব করে নাও ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বাবার নির্দেশ হল, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও এবং বুদ্ধিযোগ কেবল বাবার সাথে যুক্ত কর। এর দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে এবং মাথার ওপর থেকে পাপের বোঝা নেমে যাবে।”

প্রশ্ন:- এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব কি কি?

উত্তর:- এই সঙ্গমযুগ-ই হল কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই আত্মা এবং পরমাত্মার সত্যিকারের মেলা (মিলন) হয়, যাকে কুস্তমেলা বলা হয়। ২ - এই সময়েই তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হও। ৩ - এই সঙ্গমযুগে তোমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাও। দুঃখ থেকে মুক্তি পাও। ৪ - এই সময়ে তোমরা বাবার কাছ থেকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও। বাবা নুতন দুনিয়ার জন্য নুতন জ্ঞান দেন। ৫ - তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হও।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে এখন দূরে কোথাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনল এবং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা ধারণ হয়েছে যে বরাবরের মতো এই কলিযুগ এখন পাপের দুনিয়া। এই সময়ে সবাই কেবল পাপ কর্ম-ই করে। প্রতি কল্পে বাবা এসেই তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে সদগতি দেন। যখন এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর প্রয়োজন হয়, তখন পতিত-পাবন বাবা আসেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানান। বাবার কাছে কোন্ জ্ঞান রয়েছে? সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান রয়েছে। বাচ্চারা তোমরাও এই সৃষ্টিচক্রকে জানো। এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সেই জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে। তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। এই চক্রকে জানলে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হলে তোমরা পুনরায় স্বর্গের চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তাই সারাদিন বুদ্ধিতে এই চক্র ঘোরাতে হবে। তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর সত্যযুগে তোমরা এই চক্র ঘোরাবে না। ওখানে 'স্ব' অর্থাৎ আত্মার মধ্যে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকবে না। সত্যযুগেও থাকবে না আর কলিযুগেও থাকবে না। কেবল সঙ্গমযুগেই তোমরা এই জ্ঞান পাও। সঙ্গমযুগের অনেক মহিমা। দুনিয়ায় যে কুস্তমেলা অনুষ্ঠিত হয় সেটা বাস্তবে এই জ্ঞানের সাগরের সাথে নদীদের মেলা, অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন। ওই কুস্তমেলা তো ভক্তিমাগের। আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন কেবল এই সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগে-ই হয়, যখন তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখের দুনিয়ায় যাও। তাই বাবাকে দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বলা হয়। অর্ধেক কল্প সুখ এবং অর্ধেক কল্প দুঃখের দুনিয়া থাকে। অর্ধেক দিন এবং অর্ধেক রাত্রি। ঘরবাড়িও নুতন এবং পুরাতন হয়ে থাকে। নুতন বাড়িতে সুখ এবং পুরাতন বাড়িতে দুঃখ হয়। সেইরকম দুনিয়াও নুতন এবং পুরাতন হয়। অর্ধেক কল্প ধরে সুখ থাকে, তারপর মধ্যবর্তী সময় থেকে দুঃখ শুরু হয়। দুঃখের পর আবার সুখের সময় আসে। কিন্তু দুঃখধাম থেকে কিভাবে সুখধাম হয়? কে বানায়? এটা দুনিয়ায় কেউই জানে না। মানুষ তো ঘন অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। সত্যযুগের সময়কে অনেক লম্বা করে দিয়েছে। যদি সত্যযুগে আয়ু এত বড় হত, তাহলে তো সেখানে অনেক জনসংখ্যা হওয়া উচিত। কেউ তো ফিরে যেতে পারবে না। সবাইকে একত্রিত হতেই হবে। তখনই ফেরত যেতে পারবে, যখন বাবা এসে ঘরের রাস্তা বলবেন। বাবা সঙ্গমযুগে এসে এতজন আত্মাকে ঘরে ফেরার রাস্তা বলেন। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে আমরা কতগুলো জন্ম নিয়েছি, ওখানে কে কে কত বছর ধরে রাজত্ব করে - এইসব

বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে, তারপর ১৪ কলা হয়, তারপর অবরোহণ কলা শুরু হয়। এখন দুনিয়ায় অনেক দুঃখ রয়েছে। পুরাতন দুনিয়াতেই দুঃখ হয়। সত্যযুগকে নূতন দুনিয়া এবং কলিযুগকে পুরাতন দুনিয়া বলা হয়। এখন সঙ্গমযুগ। এই সময়ে পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়, বাবা এখন নূতন দুনিয়া বানাচ্ছেন। তোমরা পুরাতন দুনিয়া থেকে বেরিয়ে নূতন ঘরে গিয়ে বসবে। তোমরা বলবে যে আমরা নূতন ঘরে অর্থাৎ নূতন দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাবা একটাই নির্দেশ দেন- আমাকে স্মরণ কর। তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না। যেভাবেই হোক সময় বার করে এই নির্দেশ পালন করতে হবে। কিন্তু মায়া এমন যে এই নির্দেশ পালন করতে দেয় না। বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে দেয় না। কিন্তু আগের কল্পেও তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করে এই মায়াক্রপী রাবণের ওপরে জয়ী হয়েছিলে, সেইজন্মেই তো সত্যযুগের স্থাপন হয়। যে যত সহযোগী হয়, সে তত পুরস্কার পায়। তাই বাচ্চাদের আত্মীয়-বন্ধুদেরকেও এই জ্ঞান দিতে হবে। বাবার নির্দেশ হল, আমাকে স্মরণ কর। কারণ অর্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা মাথার ওপরে রয়েছে। স্মরণ ছাড়া এই বোঝাকে ভস্ম করার আর কোনো উপায় নেই। হয়তো গঙ্গা-যমুনাকে পতিত-পাবন বলা হয়, মনে করে যে আমরা পবিত্র হয়ে যাব, কিন্তু জলের দ্বারা কিভাবে পাপ নাশ হবে? এটা হল পতিত দুনিয়া। তাইতো সবাই আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসে সত্যযুগ স্থাপন কর। এটা তো বাবা ছাড়া আর কেউই করতে পারবে না। সুতরাং, এটা হল নূতন দুনিয়ার জন্য নূতন জ্ঞান। বাবা-ই হলেন এই জ্ঞানের দাতা, কৃষ্ণ এই জ্ঞান দেয়নি। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হয় না। কেবল পরমাত্মা-ই হলেন পতিত-পাবন, যিনি পুনর্জন্ম নেন না। তোমরা জানো যে কৃষ্ণপুরীকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয়। কৃষ্ণের নিজের রাজধানী ছিল এবং রাধার নিজের রাজধানী ছিল। পরে তাদের মধ্যে বিবাহ হয়। রাধা-কৃষ্ণ ভাই-বোন ছিল না। ভাই-বোনের মধ্যে তো বিবাহ হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন চলে। আগে এইসব কথা জানতে না। এখন জেনেছ যে রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। স্বর্গের মহারাজা-মহারানী, রাজকুমার-রাজকুমারী রাধা-কৃষ্ণের অনেক গায়ন রয়েছে। ওদের মা-বাবার পদ এতো উঁচু নয়। কেন এইরকম হয়েছে? কারণ ওদের মা-বাবা কম পড়াশুনা করেছে। রাধা-কৃষ্ণের নাম যেমন সুপ্রসিদ্ধ, সেই তুলনায় ওদের মা-বাবার তো নাম-ই নেই। বাস্তবে যে জন্ম দিয়েছে তার অনেক নাম হওয়া উচিত। কিন্তু না, রাধা-কৃষ্ণই সবথেকে উঁচু। তাদের ওপরে কেউ নেই। রাধা-কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে গিয়েছে এবং প্রথমে তারাই মহারাজা-মহারানী হয়। হয়তো জন্ম মা-বাবার কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু ওদের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। এইসব বিষয় বুদ্ধিতে ভালোভাবে বসাতে হবে। তোমরা যখন এখানে এসে বসো, তখন বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। এই চক্র ঘোরাতে থাকলে করলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যায় অর্থাৎ রাবণের মাথা কেটে যায়। এটা হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের চক্র। আমরাই প্রথমে দেবতা ছিলাম, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছি। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি। তারপর আমরাই আবার দেবতা হব। বাবা বুঝিয়েছেন, 'ওম্' এবং 'হম্ সো' শব্দের অর্থ আলাদা। শাস্ত্রে দুটোকে এক করে দিয়েছে। ওরা মনে করে, 'ওম্' শব্দের অর্থ হল- আমি আত্মা-ই হলাম পরমাত্মা, পরমাত্মা এবং আত্মা অভিন্ন। কিন্তু এটা ভুল। বাবা বুঝিয়েছেন, 'ওম্' মানে - আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। 'ওম্' শব্দের অর্থ এটা নয় যে, আমিই ভগবান। আমরা হলাম নিরাকার আত্মা, আমাদের বাবাও হলেন নিরাকার। এই সাকার শরীরের পিতাও সাকার। যেহেতু আমরা পরমাত্মার সন্তান, তাই আমাদের অবশ্যই স্বর্গের রাজধানী নিতে হবে। বাবা তো আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। অর্ধেক কল্প পরে যখন রাবণ পুনরায় শাপ দিয়ে দেয়, তখন তোমরা আবার দুঃখী এবং তমোপ্রধান হয়ে যাও। তারপর বাবা এসে সুখী হওয়ার বর

দেন। তিনি এটা বলেন না যে, চিরজীবী হও। কিন্তু তিনি বলেন- আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের এই জন্মের এবং তার সাথে অন্য সকল জন্মের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। রাবণের রাজ্যে অবশ্যই সবাইকে পতিত হতে হবে। আত্মা-ই পতিত এবং পবিত্র হয়, পরমাত্মা তো সর্বদাই পবিত্র। তিনি সবাইকে পবিত্র বানান। রাবণ পতিত বানিয়ে দেয়। সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেইজন্যই দেবতাদের সামনে গিয়ে গায়ন করে- তুমি হলে সর্বগুণ সম্পন্ন...। কিন্তু শিবের সামনে এইরকম গুণগান করা হয় না। দেবতার, যারা এক সময়ে পবিত্র ছিল, তারাই পতিত হয়ে যায় - এটাই হল খেলা। বাবা সুখধামের রচনা করেন। শিবকে বাবা বলা হয়। শালিগ্রাম আলাদা। রুদ্র যজ্ঞতে একটা বড় লিঙ্গ বানায় এবং অনেক ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিই। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। শিখ ধর্মাবলম্বীরা ৫০০ বছরে কতগুলো জন্ম নিয়েছে? আমরা কতগুলো জন্ম নিয়েছি? এইসব বিষয় বাবা বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের টিকি বিখ্যাত। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তো সঙ্গমযুগেই হয়। এটা হল কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই তোমাদের সবার কল্যাণ হয়। রাবণ অকল্যাণ করে, বাবা এসে কল্যাণ করেন। তাই বাবার মত অনুসারে চলে কল্যাণ করতে হবে। শ্রীমৎ অর্থাৎ ভগবান শিবের বাণী। শিববাবা জন্ম নেন না, তিনি এসে প্রবেশ করেন। সেটাকে জন্ম নেওয়া বলা হবে, যখন লালন-পালন করা হয়। কিন্তু তিনি কখনো পালনা নেন না। তিনি কেবল একটাই কথা বলেন- আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা স্বর্গের মালিক হও। আমি তো হই না, আমি হলাম অভোক্তা। সুতরাং বুঝতে হবে যে, বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মারা-ই তো বোঝে। আত্মা-ই ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার হয়। আমি অমুক। আত্মা বলে - আমি দেবতা ছিলাম, তখন ৮বার জন্ম নিয়েছি। এরপরে ঋত্রিয় হয়েছি, তখন ১২বার জন্ম নিয়েছি। তারপরে আমি ক্রমশ পতিত হয়েছি। বাবা এখন বলছেন- বাচ্চারা, আত্মা-অভিমানী হও। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। আত্মা বলে- আমি তো সত্যযুগে মহান আত্মা ছিলাম, তারপর কলিযুগে মহান পাপ আত্মা হয়ে গেছি। পরমাত্মা হলেন সবথেকে মহান, মহানের থেকেও মহান আত্মা। তিনি সর্বদাই পবিত্র। এখানে মানুষ সর্বদা পবিত্র থাকে না। সুখধামে সর্বদাই পবিত্র থাকে। ত্রেতাযুগেও কিছু কলা কম হয়ে যায়। এখন আমাদের উত্তরণ কলা। আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। তারপর ত্রেতাযুগে ২ কলা কম হয়ে যায়। তারপর দ্বাপরযুগ থেকে ৫ বিকারের গ্রহণ লাগার ফলে ক্রমশ কালো হয়ে যাই। বাবা এখন বলছেন, এই পাঁচ বিকারের দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে এবং তারপর তোমরা সত্যযুগী সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। সবার আগে দেহ-অভিমান ত্যাগ কর, কাম বিকারের দান দাও। অন্তিমে নষ্টমোহ হবে। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্মৃতি এসেছে যে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। দ্বাপর থেকে রাবণ অভিশপ্ত করেছে, তাই সবাই এত দুঃখী। দ্বাপরযুগে কি রাজা-রানীদের অসুখ হত না? এটাও তো দুঃখ, তাই না? এটা তো দুঃখের-ই দুনিয়া, সত্যযুগ হল সুখের দুনিয়া। তাই ভগবানের শ্রীমৎ অবশ্যই পালন করতে হবে। যে বেহদের বাবার মতামত মেনে চলে না, তাকে অত্যন্ত অযোগ্য বলা হবে। অযোগ্য সন্তানেরা বাবার কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাবে! যোগ্য সন্তানরা ভাল উত্তরাধিকার নেয়। যে নিজে পবিত্র হয়ে অন্যদেরকেও পবিত্র বানায়। বেহদের বাবা আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। হে আত্মারা, তোমরা কি কান দিয়ে শুনছ? আত্মারা উত্তর দেয়- হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হব। ভগবান যেহেতু উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই তিনি যে পদ দেবেন সেটাও নিশ্চয়ই উঁচুর থেকেও উঁচু হবে। তিনি অর্ধেক কল্পের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। লৌকিক বাবার কাছ থেকে হদের উত্তরাধিকার হিসাবে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়। কলিযুগে কাক-বিষ্ঠার সমান সুখ, তাই সন্ন্যাসীরা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে দেয়। ওরা গৃহস্থ ধর্মকে স্বীকার করে না। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগে ছিল।

তোমরা জানো যে এই পড়ার দ্বারা আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাই, সেইজন্যেই পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। ভক্তরা তো জানেই না যে ভগবান কে, তাঁর কর্তব্য কি? তিনি কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র বানান? এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। দুনিয়া তো এই পতিত-পাবন বাবাকে-ই স্মরণ করছে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছ। বাকি সবাই কলিযুগে আছে। ওরা মনে করে, কলিযুগ তো এখনো ছোট আছে। কিন্তু তোমরা জানো যে কলিযুগের এখন বিনাশ হবে। এখন তোমাদেরকে সত্যযুগে যেতে হবে। বাবা তোমাদেরকে স্মৃতি দিয়েছেন যে, আমি প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দিই। সুতরাং সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে, তাই না? বাবা তো এইরকম বলেন না যে, এখানে এসে বসে থাক। ঘর-গৃহস্থে থাক, কিন্তু কেবল এই স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক এবং নষ্টমোহ হয়ে যাও। কেবল শিববাবা, আর কেউ না। আমরা জানি যে এখন আমাদের নুতন সম্মুখ জুড়ছে, তাই পুরাতনের প্রতি মমত্ব থাকা উচিত নয়। নুতন দুনিয়া, নুতন রাজধানীর প্রতি মমত্ব রাখতে হবে। এখন শিয়রে শমন দাড়িয়ে আছে। তাই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয় না। সময় হলে, একটা পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নুতন ধারণ করে। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্ব-দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। মৃত্যু অতি নিকটে, তাই সবকিছুর ওপর থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে সর্বদা এভার-রেডি থাকা তীর পুরুষার্থী হও।

যে বাচ্চা তীর পুরুষার্থী, সে প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে এভার-রেডি (সদা প্রস্তুত) থাকে। সে এইরকম মনে করে না যে, এখনো তো বিনাশ হতে কিছু সময় লাগবে, তখন ঠিক তৈরি হয়ে যাব। ওই অন্তিম মুহূর্তকে দেখার পরিবর্তে এইটা ভাব যে আমার নিজের অন্তিম মুহূর্তের কোনো নিশ্চয়তা নেই - তাই এভার-রেডি। নিজের স্থিতি যেন সর্বদা সবকিছুর ওপরে থাকে। সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত এবং বাবার প্রিয়, অর্থাৎ নষ্টমোহ। সর্বদা নির্মোহী, নির্বিকল্প এবং নির্ব্যর্থ - ব্যর্থও যেন না থাকে। তবেই এভার-রেডি বলা যাবে।

স্লোগান:- দুর্বল সময়ে পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য অন্তর্লীন করার শক্তিকে বাড়ায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই সবার প্রতি কর্ম-কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি ভাবেই পূরণ করতে হবে তোমাদের। মাত্র একবারই এই বেহদের সন্ন্যাস নিয়ে ২১-জন্মের প্রালব্ধ বানিয়ে নিতে হবে

প্রশ্ন :- চলতে-ফিরতে কি এমন কথা মনে রাখতে হয়, যার ফলে তোমরা সদা ঈশ্বরীয় (তীর্থ) যাত্রায় থাকতে পারো ?

উত্তর :- চলতে-ফিরতে স্মরণে রাখতে হবে যে, এখানে তুমি কেবলমাত্র কর্ম-কর্তব্য পালনকারী একজন অভিনেতা মাত্র। আর এখন যে ঘরে ফেরার পালা। তাই বাবা তা স্মরণ করাচ্ছেন। বাবা স্বয়ং বলছেন- বাচ্চারা, তোমাদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। অতএব এই স্মৃতিতে থেকেই মনমনাভব ও মধ্যাজী হও। এটা তোমাদের ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা, যা কেবল এই বাবা-ই তোমাদের শিখিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন :- সদগতির লক্ষণগুলি কি কি ?

উত্তর :- সর্বগুণ সম্পন্ন ও ১৬ কলা সম্পূর্ণ এই মহিমাই সদগতির লক্ষণ। যা বাবার দ্বারা তোমরা পেয়ে থাকো।

গীত :- ওরে আমার মন, আর একটু
 . ধৈর্য ধর। তোর সুখের দিন
 . এবার এলো বলে।

ওম্ শান্তি! যে যতটা উন্নত পুরুষার্থী, সেই ক্রমানুসারে তারা জানতে পারে নাটক এখন প্রায় শেষের পর্যায়ে। এই চরম দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে আর অল্প দিনই বাকী আছে। এরপরেই কেবল সদাকালের সুখ আর সুখের দিন আসছে। সেই সুখকে জানতে পারলে তখনই বোঝা যায় বর্তমানের এই দুনিয়াটা কী প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের। যা দুই-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর সেই সুখ-প্রাপ্তির লক্ষ্যেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো অর্থাৎ বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। অন্যদেরও তা বোঝানোও খুব সহজ। অতএব তাদেরও এখন বাবার কাছে যাওয়া উচিত। বাবা স্বয়ং এখন এই ধরায় এসেছেন, বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তাই সংসার-গৃহস্থালীর কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে থেকেও নিজেকে যেমন পদ্মফুলের মতন পবিত্র রাখতে হবে, তেমনি সামাজিক সব দায়-দায়িত্বও পালন করতে হবে। আর তাতে যদি সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন না করো, তবে তো তোমরাও সেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে গেলে। যে সন্ন্যাসীরা সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করে না, তাদেরকে নিবৃত্তি-মার্গের অথবা হঠযোগী সন্ন্যাসী বলা হয়। স্বয়ং ভগবান এখন তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, যা বি. কে.-রা সরাসরি ওনার কাছ থেকেই শিখছেন। ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা। যা অন্যদের ধর্ম-শাস্ত্রে যাই থাকুক না কেন - তার সাথে গীতার কোনও সম্পর্কই নেই। জগতের সন্ন্যাসীরা তো সাংসারিক প্রবৃত্তি মার্গের নয়। তারা হঠযোগী, ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে। তাই জন্মে জন্মে তাদেরকে সেই সন্ন্যাস-ধর্মই নিতে হয়। কিন্তু তোমরা

(বি.কে.-রা) সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেও এক জন্ম প্রবৃত্তি-মার্গী সন্ন্যাসী হলেই ফলস্বরূপ ২১ জন্মের প্রালব্ধ পাও। তাদের সন্ন্যাস হলো জাগতিক সন্ন্যাস আর তোমাদের সন্ন্যাস হচ্ছে অসীম বেহদের সন্ন্যাস। তোমাদের এই রাজযোগ খুবই প্রসিদ্ধ। যেহেতু স্বয়ং ভগবান তোমাদের তা শেখান। কেবলমাত্র ভগবানকেই তো উচ্চ থেকে অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ বলা হয়। অতএব কৃষ্ণকে ভগবান বলা চলে না। এছাড়া ভগবান অর্থাৎ বেহদের বাবা তো নিরাকার। যিনি তার বাচ্চাদেরকে বেহদের বাদশাহী প্রদান করতে পারেন। এখানে সংসার বা গৃহস্থালীর ব্যাপারগুলিকে ঘৃণা বা অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই বাবা জানাচ্ছেন, এই অস্তিম জন্মে সংসার-গৃহস্থ থেকেও অবশ্যই পবিত্র হও। জগতের সন্ন্যাসীরা কিন্তু নিজেদেরকে কেউ পতিত-পাবন বলতে পারে না। যদিও তারাও পবিত্র দুনিয়া আশা করে। সেই একই দুনিয়া-যার জন্য তারাও এই পতিত-পাবন বাবাকে এত ভাবে স্মরণ করতে থাকে। অথচ তারা সংসার-গৃহস্থালীর মধ্যে থাকে না আদৌ। এমন কি তারা দেবতাদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে না। জগতের সন্ন্যাসীরা কারওকে রাজযোগ শেখাতেও পারে না। আবার এই (ব্রহ্মা) বাবাও হঠযোগ শেখাতে পারেন না। এই ব্যাপারগুলিকেই তো বুদ্ধি-সহযোগে বুঝতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লীতে ওয়াল্ড কনফারেন্স (বিশ্ব-সভা) অনুষ্ঠিত হবে। এইসব বিষয়-বস্তুগুলিকেই সেখানে ভাল করে সবাইকে বোঝাতে হবে। আর সাথে ছাপানো কিছু লেখাও দিতে হবে তাদেরকে। তবেই তারা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারবে সবকিছু। তোমরা বি.কে.-রাই হলে ব্রাহ্মণকূলের উঁচু থেকে উঁচু ব্রাহ্মণ। বাকী অন্যেরা তো শূদ্রকূলের। একমাত্র বি.কে.-রাই আস্তিক। অন্যরা হলো নাস্তিক। প্রকৃত অর্থে তারা তো ঈশ্বরকেই জানে না। যেখানে তোমরা বি.কে.-রা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখো। সেখানে তাদের সাথে মতভেদ তো থাকবেই। শিববাবা স্বয়ং এসে তোমাদের নাস্তিক থেকে আস্তিক বানান। বাবার সন্তান হবার ফলে বাবার সম্পদ আশীর্বাদী-বর্ষাও পাও তোমরা। এটাই তোমাদের সুন্দর কৌশল (চালাকি)। সর্বাগ্রে তোমাদের বুদ্ধিতে এই ভিত পাকাপোক্ত করতে হবে যে, গীতার প্রকৃত ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি (প্রতি কল্পেই) আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। ভারতের প্রধান ধর্মই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু ভারতবাসীরা এখন তাদের নিজস্ব ধর্মকেই ভুলে গেছে। অবশ্য এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে নিজেদের ধর্মকেই ভারতবাসীরা ভুলেই যায়। তাই তো বাবা এসে আবার তা স্থাপন করেন। তা না হলে বাবার আবার আসার প্রয়োজনই পড়তো না। বাবাও স্বয়ং তা বলেন- "যখন যখন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পায়, তখন তো আমাকে আবার আসতেই হয় এই দুনিয়াতেই। আর এই প্রায় লোপ পাওয়াটাও অবশ্যই ঘটে থাকে।" যেমন লোকেরা বলে যে, এক পা খোঁড়া ষাঁড় বাকী তিন পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু সেই ষাঁড় তখন আর কোনও কাজেরই নয়। তেমনি প্রধান ধর্মও চারটি। সেই চার-পা ওয়ালা ধর্মের, দেবতা ধর্মের পা-টাই যে খোঁড়া হয়ে আছে এখন। অর্থাৎ দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তো বাবা বিশাল বট-বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আদি মূল শিকড়টাই যে পচে বিনষ্ট হয়ে ডাল-পালার উপরেই বর্তমানের গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধর্মেরও মূল শিকড় দেবতা ধর্ম যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। কিন্তু তার বদলে কত অনেক মঠ-মন্দির ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। এই সব আলোচনায় তোমাদের বুদ্ধিকে এখন জ্ঞানের আলো এনে দিয়েছে।

বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা এই এই অবিনাশী ড্রামার রহস্যগুলিকে জানতে পেরেছো যে এই কল্প-বৃক্ষ এখন কত পুরোনো হয়ে গিয়েছে। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগের আগমন তো হবেই

হবে। ড্রামার পটচিত্র তো অবিরত চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। অতএব বুদ্ধিতে এটা থাকা আবশ্যিক যে, নাটক এখন একেবারেই শেষের পর্যায়ে। তোমাদেরকেও আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাই চলতে-ফিরতে, যাবতীয় কাজ করতে করতেই ঘরে ফিরে যাবার কথাও অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। এই কথার অর্থই : মনমনাভব (পরমধাম), মধ্যাজীভব (বিশু স্বরূপ ধারণ)। যে কোনও বড় সভাতে ভাষণ করার সময় বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে বার বার বলছেন-ওহে বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সর্বপ্রকার ধর্মকেই ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের পাপগুলি দক্ষ হয়ে ভগ্নে পরিণত হবে। আর এই কারণেই বাবা স্বয়ং এসে এই রাজযোগের শিক্ষা দেন। ঘর-সংসারে গৃহস্থ ব্যবহারের মধ্যে থেকেই নিজেদেরকে পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র থেকে জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে। দুনিয়ার সবাই এখন দুর্গতির বিপাকে। কিন্তু সত্যযুগে দেবতারা সদগতিতে থাকে। এই সময়কালেই বাবা এসে আবার সেই সদগতি করায়। সদগতির লক্ষ্যণ সর্বগুণ সম্পন্ন ও ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু এই লক্ষ্যণগুলি দেন কে ? --বাবা। আর সেই বাবার লক্ষ্যণগুলি কি ? --এই বাবা হলেন স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর । ওঁনার গুণ ও মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। আবার এমনও কিন্তু নয় বাবা ও বাচ্চারা সবাই সমান। কারণ বাবা পরমাত্মা কেবল একজনই, আর তোমরা আত্মারা সবাই ওনারই সন্তান।

এখন আবার নতুন ভাবে সৃষ্টির ভিত রচনা হচ্ছে। বাচ্চারা তোমরা বি.কে.-রা সবাই প্রজাপিতা ব্রাহ্মার সন্তান। কিন্তু অন্য লোকেরা তার মর্মার্থ বুঝতেই পারবে না। এই ব্রাহ্মণ বর্ণই সবার থেকে উচ্চ বর্ণের। যা কেবল ভারতেই দেখা যায়। ৮৪-জন্মের ভাগ্য লাভের জন্য এই ব্রাহ্মণ ধর্মতে পাস হতে হয়। আর এই ব্রাহ্মণ ধর্মের সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই। আচ্ছা, সাইলেন্স (নির্বাক) দুনিয়াও তো খুব সুন্দর। তোমাদের প্রত্যেকের গলায় সেই মালাও তো পরানোই আছে। এরকমের এক রাণীর কাহিনীও আছে। তাই তোমাদেরও এখন নিজেদের প্রকৃত ঘর সেই শান্তিধামকে খুব বেশী করে মনে পড়ে যায়। সবাই তো চায় সেই শান্তিধামেই ফিরে যেতে, কিন্তু সেই দিশা দেখাবে কে ? শান্তির সাগর বাবা ছাড়া আর কেউ-ই তো সেই দিশা দেখাতে পারবে না। তাই তো বাবার এত মহিমা। শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, -যা অন্য সবার থেকে দিন-রাতের তফাৎ। যেমন কৃষ্ণকে মনুষ্য সৃষ্টি রচনার বীজরূপ বলা যায় না। তেমনি এই বাবার মহিমাও সবার থেকে আলাদা। কিন্তু বাবাকে সর্বব্যাপী বললেই, সেই মহিমা আর থাকে না। আবার এমনও হতে পারে না যে, পরমাত্মা নিজে বসে নিজেরই পূজা করবে। যেহেতু পরমাত্মা সর্বদা সবক্ষেত্রেই কেবলমাত্র পূজ্য স্বরূপই। তাই উনি কখনই কোনওমতেই পূজারী হতে পারেন না। কিন্তু উপর থেকে যে সব আত্মারা নেমে আসে, তারা অবশ্য পূজ্য থেকে পূজারী হতে পারে। এ ধরণের পয়েন্টস্ তো অনেক আছে। যেমন দেখো, এখানে আসে তো অনেকেই, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই লোকেরা মনে রাখে। যেহেতু তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে অনেক উঁচুতে। প্রজা তো অনেকই হতে থাকবে, কিন্তু লক্ষ-কোটির মধ্যে হয়ত বা কেউ বাবার গলার মালাতে পুঁতি হিসাবে গ্রথিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ নারদের কথা ধরা যেতে পারে যা নারায়ণ নারদকে বলেছিলেন, "তুমি আগে তোমার নিজের চেহারা তো দেখো, লক্ষ্মীর উপযুক্ত হয়েছ কি না ? সামান্য রাজাও যে হতে পারবে না। যেখানে এক রাজার অনেক প্রজা থাকে। উচ্চ পদের উপযুক্ত হবার জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থ করা প্রয়োজন।" রাজাদের মধ্যেও তো কেউ ছোট, কেউ বড় মানের হয়ে থাকে। ভারতেই তো কত অসংখ্য রাজা। কত রাজার রাজত্ব আবার পরম্পরায় চলতেই থাকে।

সত্যযুগেও অনেক রাজার সমাবেশ। তাদের মধ্যে আবার মহারাজাও থাকে। মহারাজাদের আবার রাজকুমার-রাজকুমারীরাও থাকে। তাদের কাছেও বহু ধন-সম্পত্তি থাকে। কিন্তু সেই তুলনায় সাধারণ রাজাদের কাছে যথেষ্ট কম ধন-সম্পদই থাকে। বর্তমান সময়টা প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত প্রজাদের রাজ্য। এখন আবার রাজধানী স্থাপনার কাজ চলছে। এই জ্ঞানের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন উন্নত রাজা-রানী হওয়া যায়। আর তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্যও তাই হওয়া উচিত। বাবা যখন জানতে চান- বাচ্চারা, তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ পাবে না কি রাম-সীতার ? তখন সবাই একস্বরে বলতে থাকো- লক্ষ্মী-নারায়ণ। অতএব বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে আশীর্বাদী-বর্ষা অবশ্যই নেবে।

এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় সব কিছুই এমন আশ্চর্যের, যা আর অন্য কোথাও নেই। এমন কি এখানে কোনও শাস্ত্র-পুঁথিও নেই। জ্ঞানের এই পাঠে এখন নিশ্চয় তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, চলতে ফিরতে নিজেকে কেবলমাত্র অভিনয়কারী ভাববে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এখন তোমাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। একথাই সর্বদা মনে রাখাকেই বলা হয় মনমনাভব ও মধ্যাজীভব। তাই বাবা বারে বারে তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে বলেন- "বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই তো এসেছি।" তোমাদের এই যোগের তীর্থযাত্রা ঈশ্বরীয় তীর্থযাত্রা। যা একমাত্র এই বাবা ছাড়া অন্য আর কেউ শেখাতে পারে না। ঠিক তেমনই ভারতেরও মহিমা করা উচিত। একমাত্র এই ভারতই সেই পুন্যভূমি। যেখানে সবার দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা সবার সদগতিদাতা শিববাবার জন্মভূমি। একমাত্র এই বাবা-ই সবার মুক্তিদাতা। তাই তো এই ভারতভূমি মহান থেকেও অতি মহান তীর্থস্থান। যদিও বেশীর ভাগ ভারতবাসীই শিবের মন্দিরেই বেশী যায়, কিন্তু যার মন্দিরে তারা যায় সেই বাবাকেই তো তারা প্রকৃত অর্থে জানে না। অথচ গান্ধীজীকে তারা জানে। গান্ধীজী সম্বন্ধে তাদের মনে যথেষ্ট ভাল ধারণাও। তাই গান্ধীজীর স্মৃতিতে তারা ফুলও চড়ায়, লাখ-লাখ টাকা খরচও করে। যেহেতু এই সময়কালটা তাদেরই রাজত্বের কাল -তাই যা মনে আসে তাই তারা করতে পারে। বাবা স্বয়ং এখানে বসে গুপ্তরূপে ধর্মের স্থাপনা করছেন। এই ভারত-খণ্ডেই পূর্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু লোকেরা দেখিয়ে থাকে, অসুরদের সাথে দেবতাদের লড়াই-যুদ্ধ। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এখানেই যুদ্ধের ময়দানে মায়ার উপর জিত পেতে হয়। সর্বশক্তিমান বাবার ভরসায় থাকলে বাবাই সেই বিজয়মালা পড়িয়ে দেন। কৃষ্ণকে কিন্তু সর্বশক্তিমান বলা যায় না। এই বাবা-ই তোমাদেরকে রাবণ রাজ্য থেকে বন্ধন মুক্ত করে রামরাজ্য স্থাপন করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে দেন। কিন্তু এসব যুদ্ধ প্রচলিত কোনও যুদ্ধ নয়। (নিজের আসুরী সংস্কারের সাথেই নিজের লড়াই)

কৃষ্ণকে কোনও হিসাবেই সর্বশক্তিমান বলা চলে না। যেমন আজকাল দেখতে পাচ্ছো, মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টানরাই সব চাইতে শক্তিমান। যেহেতু তারা অন্য সব জাতিদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়মালার অধিকার নিতে পারে। কিন্তু তারাই যে সব যুগে সর্বদাই বিশ্বের মালিক হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। এইসব রহস্যের ব্যাপারগুলি কেবল তোমরাই জানতে পারো। বর্তমান সময়ে তোমাদের রাজধানী খ্রীষ্টানদের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তা না হলে তাদের সংখ্যা সবথেকে কম হওয়া উচিত, যেহেতু খ্রীষ্টান আত্মারাই সবচাইতে দেরীতে আসে এই দুনিয়ায়। তবুও অন্য তিনটে ধর্ম থেকে খ্রীষ্টানেরা অনেক বেশী তেজবান, তাই তারা অন্যদেরকেও আয়ত্নে রাখতে পারে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপটও এই ভাবেই রচিত। এই খ্রীষ্টানদের থেকেই তোমরা আবার তোমাদের রাজধানী ফিরে পাও।

যেমন গল্প আছে না, দুই বাঁদরের ঝগড়ার মাঝে তৃতীয় কেউ সেই মাখন খেয়ে নেয়। ঠিক তেমনই তারা নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়া-ঝাঁটিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে ভারতবাসীরাই স্বাধীনতার মাখনটা পেয়ে গেল। যদিও এই কাহিনী যদকিঞ্চিৎ, তবুও এর অর্থ অনেক বিশাল! মানুষেরা অভিনয়কারী হওয়া সত্ত্বেও, এই নাটকেই তারা জানে না। আর এই জ্ঞানকে জানে না বলেই তারা আজ এত গরীব। ধন-সম্পদে ধনী ব্যক্তির, তারা তো নাটকে একদমই কিছু বোঝে না। তাই তো তোমাদের বাবাকে বলা হয় দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু, পতিত-পাবন বাবা। যিনি স্বয়ং এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওনার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট করে যাচ্ছেন। এসব বড় বড় সভাগুলিতে বোঝাতে হবে তোমাদের। বাবার বিবেক বলছে, তাতেই ধীরে-ধীরে অদূর ভবিষ্যতে লোকেরা তোমাদের প্রতি বাহ্ বাহ্ করতে থাকবে। তখনই যবনিকার ঘন্টা বেজে উঠবে। বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের উপর গ্রহের দশা বসে আছে। তোমাদের দিশাও তত স্পষ্ট নয়। তাই লাগাতর অনেক বিদ্বের মোকাবিলাও করতে হয় তোমাদেরকে। এরই মধ্যে তোমরা যে যত পুরুষার্থ করতে পারবে, আগামীতে সে ততই উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। পাণ্ডবরা তো তিন-গজ জমিও পায়নি এই ধরার পৃথিবীতে- সেই কাহিনীর এই ঘটনা তো বর্তমান যে সময় চলছে সেই সময়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা কারও জানা নেই যে, সেই পাণ্ডবেরাই (বি.কে.-রা) আবার সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছে। বাস্তব জ্ঞানে কেবল তোমরা বাচ্চারাই এখন তা জানতে পারছো। তাই তো তোমাদের আর কোনও আফশোস নাই। গত কল্লোও ঠিক একই ভাবে এমনটি ঘটেছিল। সুতরাং সতর্কতার সাথে নিজেকে ড্রামার কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরাল হয়ে চলতে হবে, নাড়া-চাড়া অর্থাৎ এদিক-ওদিক হওয়া চলবে না মোটেই। যেহেতু, বর্তমান সময়টা এই বিশ্ব-নাটকের শেষ দৃশ্য এবং তোমাদেরও সুখধামে ফেরার সময়। অতএব জ্ঞানের পাঠ এইভাবে পড়তে হবে যাতে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং নমস্কার জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও বিষয়েই আফশোস করবে না। নিজের বুদ্ধির লাইনকে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্রহ প্রকোপের কুলক্ষণ থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই দায়-দায়িত্ব, কর্ম-কর্তব্য করে যেতে হবে। কারওকে ঘৃণা করবে না। পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। স্বয়ং আস্তিক হয়ে অন্যদেরকেও আস্তিক বানাবার সেবা করতে হবে।

বরদান:- স্বরাজ্যের সাথে সাথে বেহদের বৈরাগ্য-বৃত্তিকে ধারণ করে প্রকৃত রাজশাসি হও

বিস্তার :- একদিকে রাজ্য অপর দিকে শাসি অর্থাৎ বেহদের বৈরাগী। এই ধরণের রাজশাসিদের বলা হয় - নিজের, অপরের, বস্তুর প্রতি কোনও-প্রকারেরই আকর্ষণ থাকে না, যেহেতু স্বরাজ্য অধিকারী হওয়ায় মন-বুদ্ধি-সংস্কার সবকিছুই নিজের বশে থাকে আর তার সাথে বৈরাগ্য থাকতে পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুরই প্রতি সামান্যতমও আকর্ষণ আসতে পারে না। এই কারণে নিজেকে রাজশাসি ভাবা অর্থাৎ রাজা ভাবের সাথে সাথে বেহদের বৈরাগী হওয়া।

স্লোগান :- প্রকৃত বুদ্ধিমান সে, যে অন্য সব আধার থেকে বিচ্যুত হবার পূর্বেই, বাবাকেই নিজের আধার বানিয়ে নেয়।

. :: মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য ::

"তুমি মাত-পিতা হাম বালক তেরে, তুমহারী কৃপা সে সুখ ঘনরে।" (গুরুগ্রন্থ সাহেব) - (এর মর্মার্থ এই : শিববাবা নিজের বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে, বাচ্চাদের প্রতি কৃপা করছেন। অতএব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কর্তব্য হলো, মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে নিজেরাই নিজেদেরকে সৌভাগ্যশালী বানাতে।)

মাতেশ্বরী: সুতরাং এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে ? অবশ্যই তা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করেই। যেহেতু পরমাত্মা স্বয়ং মাতা-পিতা রূপে সৃষ্টিতে এসে এই সৃষ্টিকে অপার সুখে ভরিয়ে তোলেন। পূর্বেও অবশ্যই কখনও পরমাত্মা এমন সুখের সৃষ্টি রচনা করে থাকবেন, তবেই তো ওনাকে মাতা-পিতা বলে সন্মোদন করে এইভাবে ডাকা হয়। কিন্তু এই জগতের মানুষদের তা জানা নেই যে সেই সুখের ধরণটা কি ধরণের। এই সৃষ্টি জগতে যখন অপার সুখ ছিল, তখন সেখানে ছিল শান্তি, কিন্তু এখন সেই সুখ-শান্তি আর নেই। কিন্তু মানুষের মনে সেই চাহিদা অবশ্যই জাগে, তেমন সুখ-শান্তি পাবার জন্য। যার জন্য মানুষ কখনও ধন-সম্পত্তি চায়, কেউ বা সন্তান-সন্ততি চায়, কেউ বা আবার পবিত্র নারী হতে চায়, যেখানে তার স্বামী তখনও জীবিত, তাই সে বিধবাও হতে চায় না, কিন্তু এসব চাহিদা তো তাদের সুখেরই জন্য - তাই না ? সুতরাং পরমাত্মা কখনও না কখনও তাদের সেই চাহিদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এই কারণেই, সত্যযুগ অর্থাৎ স্বর্ণযুগে, পৃথিবীতে যখন স্বর্গ-রাজ্য, সেখানে সদাকালের সুখ বিরাজ করে। যেখানে নারীরা কখনই বিধবা হয় না। এইভাবে তাদের সেই আশা পূর্ণ হয় সত্যযুগে, যেখানে অপার সুখ-শান্তি। কিন্তু বর্তমানের এই সময়টা তো কালিমাময় কলিযুগ। এই সময়ে মানুষেরা কেবল দুঃখই ভোগ করে। কিন্তু যখন সেই দুঃখের চরমে অতি দুঃখ-ভোগে ভুগতে থাকে, তখন বাধ্য হয়েই বলে, প্রভুর যা ইচ্ছা, তাকে তো সহজ ভাবে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে আমাদের কর্মফলের সমস্ত হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেন, তখনই তার উদ্দেশ্যে বলি, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। আচ্ছা ! ওঁম্ শান্তি !

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের হৃদয়ে খুশীর সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত কারণ বাবা এসেছেন হাতে হাত দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে, এখন তোমাদের সুখের দিন এই এলো বলে"

প্রশ্ন:- এখন বৃক্ষের নতুন চারা বা কলম লাগছে তাই কি সাবধানতা অবশ্যই রাখতে হবে ?

উত্তর :- নতুন বৃক্ষের সামনে অনেক ঝড় আসে। এমন ঝড় ওঠে যে সব ফুল ফল ইত্যাদি ঝরে পড়ে যায়। এখানেও তোমাদের নতুন বৃক্ষের যে কলম লাগছে সেগুলোকে মায়া প্রচন্ড জোরে নাড়া দেবে। অনেক ঝড় আসবে। মায়া সংশয় বুদ্ধি করে দেবে। বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ না থাকলে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, পতন হবে, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা মায়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে মুখে মুহলরা (চুশি কার্টি) অর্থাৎ ব্যবসা ইত্যাদি করো কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাতেই হল পরিশ্রম ।

গান : - ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তোমাদের এই নিশ্চয় হয়ে গেছে যে বাবা এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন - আমরা যে পতিত হয়েছি আমাদের পবিত্র করেন। এমন নয় যে সৃষ্টি নেই বাবা এসে রচনা করেন। বাবাকে আহবান করা হয় যে আমরা পতিত হয়েছি এসে পবিত্র করুন। দুনিয়া তো আছেই। বাকি পুরানোকে নতুন করেন। এই জ্ঞান মানুষদের জন্যে , পশুদের জন্যে নয়, কারণ মানুষ পড়াশোনা করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। এখন যে দুঃখ প্রদানকারী সামগ্রী আছে -- দেহ , দেহের ধর্ম ইত্যাদি সবই । তো বাবা সেই দুঃখের সামগ্রী গুলি সুখময় করে দেন। তবেই তো বাবা বলেন আমি এসে দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করি, আমি-ই হলাম দুঃখ-হর্তা সুখ-কর্তা । এখন তোমাদের অন্তরে সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত যে আমাদের সুখের দিন সামনে আসছে। জানো যে বাবা কল্পের শেষে মিলিত হন, অন্য কারো জন্যে এইরকম বলা হয়না। ভগবান আসেন ভক্তদের সদগতি করতে। হাতে হাত দিয়ে নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এমন নয় তোমাদের সুখধামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসি। না, এই সময়ের পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমরা নিজের প্রালম্ব ভোগ করো। যে যত অন্যদের বোঝায় তাদের ততই ড্রামা পাকা হয়ে যায়। মানুষ কোনো ড্রামা দেখলে কিছু দিন সেই ড্রামা মনের মধ্যে পাকা হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের এই ড্রামা পাক্ষা হয়ে যায় কারণ এ হল বেহদের ড্রামা। সত্যযুগ থেকে এই সময় পর্যন্ত ড্রামা বুদ্ধিতে আছে। সেন্টারে আসলে সাবধান করা হয়। সুতরাং এ কথা স্মরণে আসে। এখানেও বসে আছ তো স্মরণ আছে। সৃষ্টি হল বেহদের ড্রামা। কিন্তু সেকেন্ডের কাজ। বোঝান হয় চট করে বুদ্ধিতে এসে যায়। জানে যে কারা কারা এসে ধর্ম স্থাপন করেন। মূলবতনকে স্মরণ করা হল সেকেন্ডের কাজ। দ্বিতীয় নম্বরে হল সূক্ষ্মবতন। তো সেখানেও কোনো বড় কথা নয় কারণ সেখানে শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়েছে। সেসবও চট করে বুদ্ধিতে এসে যায়। তারপরে হল স্থূলবতন। এতে চারটি যুগের চক্র আছে। এ হল বাবার রচনা , এমন নয় যে তোমরা শুধু স্বর্গকে স্মরণ কর। না, স্বর্গ থেকে কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে যে জ্ঞান রহস্য আছে সেসব তোমাদের অন্যদের বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ ও সৃষ্টি চক্রের চিত্র সবার ঘরে থাকা উচিত। যে আসবে তাকে বসে বোঝানো উচিত। দয়ালু ও মহাদানী হতে হবে, একেই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বলা হয়। এই সময়ে তোমরা ভবিষ্যতের জন্যে বিত্তবান হও।

বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা এখনও পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছ ও শুনেছ সেই সব ভুলে যাও। মানুষ মরার সময়ে সবকিছু ভুলে যায় তাই না। তো এখানে তো তোমরা জীবিত অবস্থায় মরেছ। তাই বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার বিষয়ে যে কথা শোনাই সেসব স্মরণ করো। এখন আমরা অমর লোকে যাই ও অমরনাথের কাছে অমর কাহিনী শুনি। কেউ জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুলোক কবে আরম্ভ হয় ? বলা , যখন রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। অমর লোক কবে শুরু হয় ? যখন রাম রাজ্য আরম্ভ হয়। ভক্তির সামগ্রী এমন বিস্তৃত আছে যেমন ভাবে বৃক্ষ বিস্তৃত আছে। এখন নতুন বৃক্ষের চারা বা কলম লাগানো হচ্ছে সুতরাং এমন গাছকে দেখো কত মায়ার ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। যখন ঝড় আসে তখন বাগানে গিয়ে দেখ কত ফল ফুল ঝরে যায়। গাছে একটু রয়ে যায়। হাতিমতাই এর খেলা কিনা মুখে মুহুরা অর্থাৎ গোলক বিশেষ রাখা হত। যদি বুদ্ধিতে বাবার স্মৃতি আছে তবে মায়ার কোনো প্রভাব হয়না। বাবা একথা খোড়াই বলেন যে ব্যবসা ইত্যাদি কোরোনা। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো -- এতেই পরিশ্রম আছে। রাজস্ব প্রাপ্তি কোনো কম কথা কি ! দেহের দুনিয়ার (হদের) রাজস্ব প্রাপ্ত করতে গেলেও পরিশ্রম করতে হয়। এটা তো হল সত্যযুগের রাজস্ব। পরিশ্রম তো নিশ্চয়ই করতে হবে। পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, জানী জাননহার (যিনি সবকিছু জানেন) নয়। জানী জাননহার অর্থাৎ খট রিডর, অর্থাৎ অন্তরকে যিনি জানেন। বাস্তবে এই প্রক্রিয়াটি হল একরকমের রিড্রি সিদ্ধি, তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। যদি উল্টো ঝুলে যায় তাতেও প্রাপ্তি কিছু নেই। আজকাল তো আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়। এক সন্ধ্যাসী ছিলেন তিনি আগুনে হেঁটে পার হয়ে ছিলেন। শুনেছে দেবী সীতা আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিলেন তাই এরাও পার হয়। এখন এই সবই হল কথা কাহিনী। তারা বলে শান্ত্র হল অনাদি। কবে থেকে ? সেসব তিথি তারিখ কিছু নেই। অন্য ধর্মের তারিখ আছে, যার দ্বারা হিসেব করে যায়। যেমন বলে ক্রাইস্ট এর ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। কিন্তু স্বর্গ কি, সে কেউ জানেনা। বৃক্ষের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারো যে এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন কবে লেগেছিল, তারপর কিভাবে বৃদ্ধি হল। যখন ফুলদানি তৈরি হয় তখন উপরে ফুলও তৈরি করা হয়। এখানেও সেইরকম। প্রথমে দেবী দেবতা ধর্মের কান্ড ছিল। পরে এইসব ধর্মের উৎপত্তি এই কান্ড থেকেই হয় অর্থাৎ তাদের প্রজা ফুলের রূপে দেখানো হয়েছে। এবারে বিচার করো প্রত্যেকটি ধর্ম যখন এসেছে তখন ফুলের বাগান ছিল। অবনমন কলা পরে আসে অর্থাৎ গোল্ডেন, সিলভার, কপার এখন আয়রন হয়েছে। পড়া তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। নলেজফুল বাবা বসে বৃক্ষ ও ডামার ফুল নলেজ দিচ্ছেন। এইজন্যই পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ বলা হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হলেন যিনি, তিনি উপরে থাকেন। আত্মাদের ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড, যার নাম ব্রহ্মান্ড বা ব্রহ্মলোক। যেখানে আত্মারা ডিম্বাকারে বাস করে। সাক্ষাৎকারও হয় আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন জোনাকি একত্রে উড়লে ঝলঝল করে, কিন্তু সেই আলো কম থাকে। সেরকম আত্মারাও একত্রে উড়বে। এই ক্ষুদ্র বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্টি ভরা আছে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ ডামার সাক্ষাৎকার করান। যে ডামার ভিতরে আত্মা এক্টর রূপে অবস্থিত এবং সেই এক্টর এই ডামার বিষয়ে কিছুই জানেনা। তোমাদের স্মরণ করতে হবে একমাত্র বাবাকে, দ্বিতীয় নলেজকে। জ্ঞান তো সেকেন্ডের খুব সাধারণ। কিন্তু জ্ঞান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, বিস্তার করতে হয় কারণ ভুলে যায়। মায়ার অনেক বিপ্লব আসে। শারীরিক রোগ হয়। পূর্বে কখনও জ্বরও হয়নি, কিন্তু জ্ঞানে এসে জ্বর হবে তখনই মনে সংশয় উৎপন্ন হয় যে জ্ঞানে এসে তো বন্ধন শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা তো বলে দেন এই রোগ ইত্যাদি আসবে হিসাব নিকাশ চোকাতে হবে অর্থাৎ মেটাতে হবে।

ভক্তিতে মানুষ নব রঞ্জের আংটি ধারণ করে। মাঝখানে দামী রত্ন লাগানো হয়। আশে পাশে কম দামী গুলি লাগানো হয়। কোনো রত্ন হাজার টাকার, কোনোটা ১০০ বাবা বলেন এ হল হীরে তুল্য অমূল্য জীবন। সুতরাং সূর্যবংশে জন্ম নেওয়া উচিত। সত্যযুগের মহারাজা, মহারানী এবং ত্রেতা যুগের শেষ সময়ের রাজা রানী স্বরূপের অনেক তফাৎ হবে। এই ড্রামার কাহিনী অন্যদেরও বোঝাতে হবে। আসুন আমরা আপনাদের বোঝাই যে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের একটি শ্রেষ্ঠ রাজত্ব ছিল। তাঁরা এই পদ লাভ করেছে কিভাবে ! লক্ষ্মী নারায়ণ যে সত্যযুগের রাজত্ব প্রাপ্ত করেন , তাঁদের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই। এমন ভাবে প্রলোভন দিয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে আসা উচিত। এই হল সেকেন্ডের কাহিনী । কিন্তু পদম গুণ উঁচু। তোমরা যেকোনো স্থানে যেতে পারো। কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, হসপিটালে গিয়ে বলো যে তোমাদের কত রকমের অসুখ বিসুখ হয়। আমরা তোমাদের এমন ওষুধ দেব যে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে আর কখনও অসুস্থ হবেনা। তোমরা কি শুনেছ যে পরমাত্মা বলেন মন্বনাভব। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর কোনো নতুন বিকর্মও হবেনা। তোমরা এভারহেলদি , ওয়েলদি হয়ে যাবে। এসো আমরা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি শোনাই। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা কোনো বায়োগ্রাফি নয়। এইরকম ভাবে বোঝানো উচিত।

আচ্ছা -- আজ তো ভোগ আছে। গীত :-- পৃথিবীকে আকাশ ডাক দেয় ... একে বলা হয় পুরানো মিথ্যা দুনিয়া। একে রৌরব(অতি ভয়াবহ) নরক বলা হয়। গীতেও সুন্দর বলা হয়েছে যে আসতেই হবে , প্রেমের দুনিয়ায়। সুস্বভাবনেও প্রেম আছে তাইনা। দেখো ধ্যানে (ট্রান্সে) খুবই আনন্দের সাথে যায়। সত্যযুগেও সুখ আছে , এখানে তো কিছু নেই। তাই এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হওয়া উচিত। সন্ন্যাসীদের হল হৃদের বৈরাগ্য। তোমাদের হল বেহৃদের বৈরাগ্য। তোমাদের তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলতে হবে। বাবা মুম্বাইয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। বাবা শুধু মুম্বাই বাসীদের বলছেননা কিন্তু সব সেন্টার বাসীদের জন্যে পরামর্শ দিচ্ছেন। তোমাদের ভাষণ করতে হবে সকাল - সন্ধ্যায়। তো প্রতিটি শহরে বড় বড় হলঘর তো থাকেই এবং পরিচিত মিত্র বন্ধুও অনেক থাকে, সুতরাং এডভর্টাইস করতে হবে বা বিজ্ঞাপন দিতে হবে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে যাতে সর্বজন পরমাত্মার কাছে নিজস্ব বার্থ রাইট অর্থাৎ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। আমাদের শুধু দেড় ঘন্টার জন্যে সকালে ও সন্ধ্যায় হলঘর প্রয়োজন । কোনো রকম হাঙ্গামা হবেনা, গান বাজনা হবেনা। কেউ যদি দেয় তাহলে আমরা ভাড়া নিতে পারি। এরিয়া দেখতে হবে , ঘরকেও দেখতে হবে যে ভালো আছে কিনা। ভালো লোক হলে ভালো জিজ্ঞাসুদেরকে আনবে। এমন ভাবে ৪-৫ টি জায়গায় ভাষণ করা উচিত। বড় শহরে যদি দোতলায় জায়গা না থাকে তবে তিনতলায় , সেটা নাহলে অগত্যা চারতলায় জায়গা নিতে হবে। তেমন ভাবেই গ্রামে গঞ্জেও করতে হবে। যেমনই গ্রাম হোক । ঘর ছোট হোক ক্ষতি নেই । পুরো বাড়ি তো চাই না। শুধুমাত্র তিন পা পৃথিবী চাই। সবাইকে নিজের পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা উচিত কেউ তো দেবে। তো এইভাবেই সেন্টার খোলা উচিত। কেউ তো ভাড়াও নেবেনা। আর যদি কেউ ভাড়া নিতে নিতে জ্ঞানের কথা বুঝে যায় তবে সেও ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দেবে। যারা বিশাল বুদ্ধি হবে তারা ভালো করে বুঝে ধারণ করবে। যারা বিশালবুদ্ধি হয় , তাদের মহারথী বলা হয়। তারা তো এক একটি করে পর পর সেন্টার খুলতেই থাকবে। বাচ্চারা জানে আমরা শ্রীমতের আধারে নিজের রাজত্ব গুপ্ত রূপে স্থাপন করছি। আর কেউ জানতে পারেনা যে কিভাবে স্থাপনা হয় ? শুধু পবিত্র থাকতে

হবে। বাবা বলছেন মায়া দুঃখ দিয়েছে , মায়াকে ত্যাগ করো। মায়া জিত হয়ে জগৎ জিত হও। মনে কে জিতে নেওয়ার কথা নেই। মন তো শান্ত থাকে , শান্তিধামে থাকে। এখানে শরীর আছে তাই শান্ত থাকতে পারে না। সুতরাং শান্তিধাম হল পরম ধাম। এখানে বোঝানো হয় ফলে চিন্তন চলতে থাকে। সেখানে সেন্টারে আসে , কথা শোনে আর ব্যবসায় যুক্ত হলেই সবকিছু শেষ। এখানে টাটকা থাকে তাই বাচ্চারা এখানে রিফ্রেশ হতে আসে। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি এই কথাটি থাকেনা যে ভারত হল পরমাত্মার জন্ম স্থল। এখানে শুনলে তোমাদের নেশা হয় যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে অমরলোকে ফিরে যাব। সত্যযুগে এইসব থাকবেনা যে অমূকের মৃত্যু হয়েছে। না, যখন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করবে , নতুন ধারণ করবে তখন খুশী তো হবেই তাইনা। বাজনা বাজবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই বেহদের দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রেখে এই দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে ভবিষ্যতের জন্য বিত্তশালী হতে হবে।

২) নতুন দুনিয়ার জন্যে বাবা যে কথা শোনাচ্ছেন সেসব স্মরণে রাখতে হবে। বাকি যা কিছু পড়া আছে সেসব ভুলতে হবে, এইরূপ জীবিত অবস্থায় মরতে হবে।

বরদান :- একরস স্থিতির আসনে মন-বুদ্ধিকে বসিয়ে সত্য তপস্বী হও ।

ব্যাখা: তপস্বী সদা আসনধারী হয়, তারা কোনো না কোনো আসনে বিরাজিত হয়ে তপস্যা করে। তোমরা তপস্বী বাচ্চাদের আসন হল -- একরস স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি। এই সকল শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে তপস্যা করো। যেমন স্থূল আসনে শরীর বিরাজিত থাকে তেমনই শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনে মন-বুদ্ধিকে বিরাজিত করো এবং যতক্ষণ চাও, যখন চাও --- আসনে বিরাজিত হও। এইসময়ে শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনধারীদের ভবিষ্যতের রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়।

শ্লোগান - অন্যের বিচার নিজের বিচারের সঙ্গে একমত করে সকলকে সম্মান দেওয়াই হল মাননীয় হওয়ার সাধন ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদের এই আধ্যাত্মিক যাত্রা অত্যন্ত গুপ্ত, যেটা তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগের দ্বারা করে যেতে হবে। এর দ্বারা-ই উপার্জন হবে।”

প্রশ্ন:- যেসব বাচ্চারা স্মরণের যাত্রা করে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- ১- তারা অনেক পরিণত ঐকান্তিক (serious) এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। তাদের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকবে। ২- তাদের মধ্যে অশুদ্ধ অহংকার থাকবে না। ৩- কেবল বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা তাদের ভালো লাগবে না। ৪- তারা খুব কম এবং ধীরে বলবে। তারা সব কাজ ইশারায় করবে। জোরে জোরে কথা বলবে না অথবা হাসবে না। ৫- তাদের চাল-চলন অত্যন্ত রাজকীয় হবে। তাদের মধ্যে নেশা থাকবে যে, আমার হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। ৬- নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসার সাথে থাকবে। কখনো খিটপিট করবে না। তাদের কথাবার্তা অত্যন্ত ফার্স্টক্লাস হবে।

গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে যে আমরা হলাম রাতের পথিক। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমরা কেবল রাতের বেলাতেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত করি কিংবা আমরা রাত্রিবেলা যাত্রা করি। না, এটা তো অসীমের (বেহদের) বিষয়। ওরা কেবল দিনের বেলাতেই শারীরিক যাত্রা করে, রাত্রে করে না। রাত্রি বেলায় তো সবাই ঘুমায়। এই যাত্রাকে কেবল তোমরা জানো আর বাবা জানেন অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা জানেন এবং নিরাকারী আত্মারা জানে। পরমপিতা পরমাত্মা এখন শরীরের মধ্যে বসে এই যাত্রা শেখাচ্ছেন। এটা কখনো কেউ কোনো শাস্ত্রেও শোনেনি এবং কোনও বিদ্বান-পন্ডিতের পক্ষেও এটা শেখানো সম্ভব নয়। এই যাত্রা রাত্রিবেলায়, অমৃতবেলায়, যেকোনো সময়ে করা যায়। ভক্তরা ভোরবেলায় উঠে ছোট কুঠরীতে বসে যায়, পূজা করে। তোমাদেরকেও বলা হয় যে ভোরবেলাতে স্মরণের যাত্রা ভালো হবে। এটা হল আধ্যাত্মিক যাত্রা। বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয়েছে। আমি আত্মা - এইটা নিশ্চয় করা মুখের কথা নয়। প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। অনেক বাচ্চা আছে যারা এই যাত্রাকে জানেই না। বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। একবার যাত্রা করতে আরম্ভ করলে, প্রতিদিনই যাত্রা করবে। যাত্রা করার সময়ে তো কেউ থেমে যায় না। থেমে গেলে বুঝতে হবে তার যাত্রাতে আগ্রহ নেই। এটা হল তোমাদের গুপ্ত যাত্রা, কোনো শাস্ত্রে এর বর্ণনা নেই। যাত্রাতে যত বুদ্ধিযোগ লেগে থাকবে, অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, তত উপার্জন হবে। বাবার কাছে পৌঁছানোর জন্য বুদ্ধিযোগের প্রতিযোগিতা হয়। এরজন্য আত্ম-অভিমানী হতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে। অর্ধেক কল্পের এই অভ্যাস তোমাদেরকে এক জন্মে মেটাতে হবে বা সমাপ্ত করতে হবে। এটা কোনো ঐরকম শাস্ত্র শোনার সংসঙ্গ নয়। তোমরা এখানে বসে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। এরপর বাবার মতামত অনুসারে চলতে হবে, যে মত বাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা দিয়ে থাকেন। চালচলনও ভাল রাখতে হবে। কোনো শয়তানি চালচলন যেন না থাকে। এর মধ্যে অশুদ্ধ অহংকার হল এক নশ্বর - এটা থেকেই অন্য সব বিকার এসে যায়। তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে - এটা অভ্যাস করা খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ। অনেকের দ্বারা-ই এই পরিশ্রম হয় না। কেন? কারণ তার ভাগ্যে নেই। যারা এই যাত্রা করে তাদের লক্ষণ কেমন হবে? ওরা খুব

গম্ভীর এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। কেবল বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা তাদের ভালো লাগে না। অনেক লোক-ই শান্তি পছন্দ করে। সন্ন্যাসীরাও জঙ্গলের মধ্যে একান্তে বসবাস করে। কিন্তু ওরা তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ওটা তো ভুলভাল যাত্রা, কারণ ব্রহ্ম কিংবা তত্ত্ব তো সর্বশক্তিমান বাবা নয়। কেবল নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন সকল আত্মার পিতা। আত্মা কখনো এইরকম বলে না যে, হে ব্রহ্ম বাবা, হে তত্ত্ব বাবা...। না। আত্মা সর্বদা বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর তো একটা নাম থাকা দরকার। ব্রহ্ম হল মহাতত্ত্ব, থাকার জায়গা। বাবা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী কিংবা ব্রহ্মযোগী বললে ভুল বলা হয়। কেউ হয়তো বলে দিয়েছে, আর সেটাই মেনে নিয়েছে। ভক্তিমার্গে সবাই ভুল রাস্তা বলে। তাই দেহী-অভিমানী হওয়া সম্ভব নয়। আত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন বলে দিয়েছে - তাহলে কার সাথে যোগ লাগবে? বাবা বলেন, এইগুলো সব মিথ্যা জ্ঞান, অর্থাৎ কোনো জ্ঞান-ই নয়। জ্ঞান এবং ভক্তি দুটো আলাদা শব্দ। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি প্রচলিত থাকে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, এইসব শাস্ত্রে কেবল ভক্তির বর্ণনা রয়েছে। জ্ঞান আলাদা বিষয়, সত্য এবং ত্রেতায়ুগে অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প হল ভক্তি, অর্থাৎ দ্বাপর-কলিযুগ রাত্রি। এত সহজ কথাগুলোও বিদ্বান আচার্যরা জানে না। একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। তোমরা বল যে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে শিক্ষা দেন। দুনিয়ার মানুষ তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তাহলে তিনি পড়াবেন কিভাবে? অনেক পরিশ্রম করতে হয়। একজন কন্যা চিঠিতে লিখেছে - একজন শেঠ তাকে প্রশ্ন করেছে যে, তুমি কি শাস্ত্র পড়েছ? সেই কন্যা তখন উত্তর দিয়েছে যে, পরমাত্মা আমাদেরকে শাস্ত্রের সারকথা বুঝিয়েছেন। আমাদের অন্য কোনো গুরু নেই। তখন ওই ব্যক্তি তার মতামত বলতে শুরু করল যে, শাস্ত্র অবশ্যই পড়া উচিত, এইসব করা উচিত...। ওই কন্যাও চুপ করে সেইসব কথা শুনল। কিন্তু বড় বড় ব্যক্তিদেরকে বোঝানোর জন্য সাহস দরকার। বলতে হবে যে এটাই ঠিক। বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হবে কিন্তু ভগবানুবাচ হল - এইসব পড়লে কারোর আমার সাথে মিলন হয় না, মুক্তি-জীবনমুক্তি পায় না। প্রথমে এই কথাটা বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? হয়তো আপনি একজন মেয়র, কিন্তু আপনাকে কেবল এই একটা প্রশ্ন করছি। দেখতে হবে যে, সে কি উত্তর দেয়। কারণ বাবাকে তো সবাই ভুলে গেছে। তাই আগে পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা এইসব কথা ভুলে যায়। শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। প্রথম শ্রীমৎ হল- আমাকে স্মরণ কর। এক-ঘন্টা আধ-ঘন্টা হলেও অবশ্যই স্মরণ কর। কোনো কোনো বাচ্চা তো সারাদিনে ৫ মিনিটও স্মরণ করে না। সেটা তাদের লক্ষণ দেখেই বোঝা যায়। স্মরণ করলে চালচলন অতি রাজকীয় হওয়া উচিত। বাচ্চারা কখনো রাজাদেরকে দেখেনি। কিন্তু বাবার এই রথ তো অনেক অভিজ্ঞ। সবাইকে চেনেন। কোনো গয়না নেওয়ার জন্য মহারাজা আসত। কেবল হাত দিয়ে গয়না পছন্দ করে চলে যেত। তারপর তার সেক্রেটারি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলত। তাদের অনেকরকম প্রোটোকল থাকত। তোমরা হলে গুপ্ত, কিন্তু চালচলন অতি রাজকীয় হতে হবে। খুব অল্প কথা বলতে হবে। কেন? কারণ আমাদেরকে এখন টকি (সবাক্ জগৎ) থেকে সূক্ষ্মতে এবং সূক্ষ্ম থেকে মূলবতনে যেতে হবে। ভক্তিমার্গে খুব জোরে জোরে চিংকার করে, গান গায়। এখানে তোমাদেরকে একেবারে আওয়াজ করতে হবে না। অন্তরে এই জ্ঞান রয়েছে যে আমি হলাম আত্মা, এখানে আর কয়েকটা দিন থাকতে হবে। এখন ফিরতে হবে। শিববাবা কত কম বলেন। কেবল ইশারা দেন যে, আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। মন্দ বোলোনা, মন্দ দেখোনা...। অনেক সেন্টারে ভাল ভাল বি.কে.-রা এত জোরে জোরে হাসে আর কথা বলে যে কি বলব! বাবা বোঝাতে থাকেন। এখানে তোমাদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। সত্যযুগে তো বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এখানেও অনেক ভালোবাসা থাকা

উচিত। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই চালচলন খুব রাজকীয় হতে হবে। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে বেহদের উত্তরাধিকার নিষ্টি। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে অনেক ডিস-সার্ভিস করে ফেলে। তাই অনেক সময় লেগে যায়। বাণী খুব ফার্স্টক্লাস হতে হবে। স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রম থাকে। কেউ হয়তো খুব ভালো পড়াশুনা করে, আবার কেউ থার্ড ক্লাস হয়। গরিব বাচ্চাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসা থাকে। যদি ৫০ জন গরিব আসে, তাহলে হয়তো একজন ধনী আসবে। কেন? কারণ বাবা হলেন দীননাথ। মাম্মাও গরিব ছিলেন। কিন্তু বাবার থেকেও আগে চলে গেছেন। তিনি লিফ্ট পেয়ে গেছেন। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন - এটাও একটা লিফ্ট। বাচ্চাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। তার সাথে চালচলনও শিখতে হবে। তবেই খুশির পারদ চড়বে। বাবা বলেন, তোমাদেরকে সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র আত্মা হতে হবে। যখন এনার কাছে আসো, তখন শিববাবাকে স্মরণ করে যাও। তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ তো গায়ের ছেলে ছিল। এটা হল অনাথ এবং দুঃখদায়ী ছোকরাদের দুনিয়া। 'ছো কিরে' (সিন্ধি শব্দ) কথার অর্থ হল - 'কেন অধঃপতিত হয়েছ?' মায়া অধঃপতিত করে দিয়েছে। বাবা বলেন, তোমরা ভারতবাসীরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে। তাহলে অধঃপতন হল কিভাবে? কারণ আমাকে অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গিয়েছিলে। এখন আমাকে স্মরণ করলে ওপরে উঠবে। মুখ্য বিষয় হল স্মরণ করা, জ্ঞানের কথা শোনা এবং শোনানো। সেবা করতে হবে। মাম্মাও সেবা করতেন। বাবা তো খুব বেশি যেতে পারবেন না। যদি বাচ্চারা রোজগার করে, তাহলে তারাও সার্ভিস করার দলে হয়ে গেল। বাবাকে তো এক জায়গায় থাকতে হবে। সবাইকে এখানে এসে রিফ্রেশ হতে হবে। যারা এখানে মধুবনে আসে, সাগরসম বাবা তাদেরকে অনেক পয়েন্ট (জ্ঞানের বিষয়) বলেন। তফাৎ তো আছেই, তাই না? হয়তো সেন্টারে ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে, তাহলেও এখানে আসতে হবে। বাবা ভালোভাবে বোঝান। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে খিটপিট করে। তাহলে তারা অন্যকে কি শেখাবে? নিজেদের মধ্যে কথা-ই বলে না, কত বদনাম করে দেয়। তাই বাবা মুরলিতে বলছেন যাতে বাচ্চাদের চোখ খোলে। কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণীদের মধ্যে মিল মিশে হয় না, কথাবার্তাও বলে না। এটা অনেক বড় লক্ষ্য। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য এসেছি। কিন্তু কোনো অস্ত্র-শস্ত্রের দরকার নেই। কিছু খরচও করতে হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ কর আর দিব্যগুণ ধারণ কর। নিজেদের মধ্যে খুব মিষ্টিভাবে কথা বল। সবাইকে জ্ঞানের কথা শোনাও। এটাই হল তোমাদের পেশা। এইসব চিত্রগুলোর সাহায্যে গীতার রহস্য বোঝাতে হবে। ওরা ভক্তিমাগের গান গায় - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র কর। গীতার ভগবান এসে পবিত্র বানিয়েছেন। তোমরা জানো যে গীতার ভগবান পুনরায় আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ এবং মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। কিন্তু দেখতে হবে যে নিজের মধ্যে কি সেইরকম গুণ আছে? কারোর কারোর ক্ষেত্রে তো মিথ্যা যেন নম্বর ওয়ান ধর্ম। তোমরা বাচ্চারা কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে পশুর থেকেও অধম। মুখে অন্যরকম কথা বলে, অথচ নিজেদের মধ্যে খিটমিট করতে থাকে। এভাবে অনেক ডিস-সার্ভিস করে। একে মায়ার গ্রহণ বলা হয়। কারোর ওপরে গ্রহের দশা থাকলে, সে গ্লানি করতে শুরু করে। কারোর ওপরে সামান্য সময় গ্রহের দশা থাকে, আবার কারোর ক্ষেত্রে অস্তিম পর্যন্ত থেকে যায়। বাচ্চাদেরকে সেবাতে নিযুক্ত থাকতে হবে। বাবা, আমি সেবা না করে থাকতে পারি না, আমাকে কোথাও একটা পাঠাও। যে সেবা করতেই জানে না, তাকে তো বাবা অনুমতি দেবেন না। দেখবেন যে, এই বাচ্চার কি সেবা করার শখ আছে? বাবাকে বলে - বাবা, আমার অমুক সেবার প্রতি শখ আছে। তখন বাবা তাকে পাঠিয়ে দেন। সার্ভিস না করলে কিভাবে পদপ্রাপ্তি হবে? তোমাদের সেবা হল- মানুষ

থেকে দেবতা বানানো। এটাই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? বাবা কুরুক্ষেত্রের বাস্কাদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, বড় বড় বোর্ড লাগিয়ে দাও। মেলাতেও এইরকম পোস্টার অবশ্যই লাগাও। তাহলেই সবাই চিন্তন করবে যে, এরা তো ঠিক কথা-ই জিজ্ঞেস করছে, এইগুলো তো খুব ভালো বিষয়। ওখানে তো পান্ডারা মাথা খারাপ করে দেয়। দেখা গেছে - তীর্থস্থানে বেশি সেবা হয় না। অনেকে হয়তো বুঝতে পারে, কিন্তু তারপর তারা বলে যে আমরা যদি এইসব বোঝাতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠবে, আমাদের এতজন ফলোয়ার্স বলবে যে আমরা বি.কে.দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এক্ষেত্রে অনেক বোধবুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। এইসব শিববাবার উদারতা, তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। অনেকের মধ্যে অহংকার এসে যায় যে আমার মতো আর কেউ নেই। কোনো কোনো বুদ্ধি তো এটাও ভাবে যে এই ব্রহ্মা আর কি জানে? আমরা যেমন শিক্ষার্থী, সেইরকম ব্রহ্মাও একজন শিক্ষার্থী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দ্রুতগামী আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ব্রহ্মা দ্রুতগামী। আরে, মাঙ্গা-বাবা তো নিশ্চয়ই সবথেকে দ্রুতগামী হবেন, তাই না? আমরা কেন তাদের বিরোধিতা করব? অনেকের মধ্যেই অহংকার চলে আসে। বাবা বলেন - হে রাতের পথিক, তুমি ক্লান্ত হয়েও না। বাঁদরের মত স্বভাব ত্যাগ কর। নাহলে শাস্তি খেতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ কর। কাউকে এমন কোনো ভুল পরামর্শ দেওয়া উচিত নয় যাতে তার বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। যারা পরচর্চা করে, তারা উল্টোপাল্টা পরামর্শ দেয়। এটাও শাস্ত্রে আছে। রাম হল একজন, বাকি সবাই সীতা। বাস্কাদেব চালচলন খুব দৈবী হতে হবে। আচ্ছা! রুহানী বাস্কাদেবকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্য বাবা আমাদেরকে সত্য বানানোর জন্য এসেছেন। তাই কখনো মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। সর্বদা সাদ্ধা হয়ে থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

২) মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বলতে হবে। বাণী খুব ফাস্টক্লাস হতে হবে। কাউকে উল্টোপাল্টা পরামর্শ দিয়ে এর কথা ওকে, তার কথা একে - এই রকম করবে না।

বরদান:- কল্যাণকারী যুগে নিজের এবং সকলের কল্যাণ করে প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ হও।

এই কল্যাণকারী যুগে কল্যাণকারী বাবার সাথে সাথে তোমরা বাস্কারাও হলে কল্যাণকারী। তোমারা চ্যালেঞ্জ কর যে আমরা হলাম বিশ্ব পরিবর্তক। দুনিয়ার মানুষ তো কেবল বিনাশ দেখতে পায়, তাই তারা এটাকে অকল্যাণের সময় ভাবে। কিন্তু তোমাদের সামনে বিনাশের সাথে সাথে স্থাপনও স্পষ্ট এবং তোমাদের মনে এই শুভ ভাবনা রয়েছে যে সকলের কল্যাণ হোক। কেবল মনুষ্যাত্মা-ই নয়, প্রকৃতিরও কল্যাণ করতে সমর্থ আত্মাকেই প্রকৃতিজিৎ, মায়াজিৎ বলা হয়। তার জন্য প্রকৃতি সুখদায়ী হয়ে যায়।

স্লোগান:- যারা নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় হয়ে কর্ম করে, তারা-ই ফুলস্টপ লাগাতে পারে।

**সহজযোগী হওয়ার সাধন - অনুভবের অথরিটির আসন
(কুমারীদের সাথে সাক্ষাৎকার)**

আজ বেহদ ড্রামার রচয়িতা, বাবা, ড্রামার ওয়ান্ডারফুল সঙ্গমযুগের দিব্য দৃশ্যগুলোর মধ্যে মধুবনের বিশেষ দৃশ্য দেখছেন। মধুবনের স্টেজে প্রত্যেক মুহূর্তে মজাদার, মনোরম পার্ট চলছে ; যা দূরে বসেও বাপদাদা যেন কাছ থেকে দেখতে পারছেন। এই সময় স্টেজে হিরো অ্যাক্টর কে ? ডবল পবিত্র আত্মারা, শ্রেষ্ঠ আত্মারা, যারা তাদের জাগতিক জীবনে পবিত্র এবং আত্মাও পবিত্র। সেইজন্য ডবল পবিত্র বিশেষ আত্মাদের হিরো পার্ট মধুবন স্টেজে অভিনীত হতে দেখে বাপদাদাও অতিশয় পুলকিত। কোন্ কোন্ প্ল্যান তোমরা বানিয়েছ, কি কি সঙ্কল্প করছ, কি ধরণের ওঠানামায় থাকো, বাপদাদা তোমাদের সাহস আর ওঠানামার খেলা দুইই দেখছেন। যুক্তি দিয়ে তোমাদের সাহস বাঁচিয়ে রাখা, এটা খুব ভালো। তোমাদের প্রবল উদ্যম-উদ্দীপনাও আছে। যতই হোক, সেইসঙ্গে অল্পস্বল্প 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মিক্সড সঙ্কল্পও থাকে। বাপদাদা এক মজাদার খেলা দেখছিলেন। তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ কামনা থাকে যে তোমরা অবশ্যই কিছু করে দেখাবে, কিন্তু মনে প্রবল উদ্যমের কামনা বা সঙ্কল্প তোমাদের চেহারায়ে ঝলক দেয়না। তোমাদের চেহারায়ে শুদ্ধ সংকল্পের চমক পার্সেন্টেজ মাত্রই বাবা দেখেছিলেন। এটা কেন ? এর কারণ কি ? তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প তো আছে কিন্তু সঙ্কল্পে শক্তি আছে স্বল্পমাত্রায়। সঙ্কল্প রূপী বীজ আছে কিন্তু শক্তিশালী বীজ যা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রূপে আনন্দ-উচ্ছলতায় দেখা দেবে, সেইরকম এখন আরও প্রয়োজন।

চেহারায়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সবচেয়ে বেশি জমক বা ঝলক আনার সাধন হলো, প্রত্যেক গুণ, শক্তি এবং জ্ঞানের পয়েন্টের অনুভবে পরিপূর্ণতা। অনুভবেই সবচেয়ে বড় অথরিটি। অথরিটির ঝলক চেহারায়ে আর আচরণে স্বতঃই বিকশিত হয়। বাপদাদা বর্তমানের হিরো পার্টধারী সবাইকে দেখতে দেখতে মৃদু হাসছিলেন। তোমরা খুশিতে নাচতে থাকো, কিন্তু কারও কারও নাচ সমস্ত বায়ুমণ্ডলকেও নাচিয়ে দেয়। তাদের অ্যাঙ্কে সেই ঝলকানি দেখা যায়। যাকে তোমরা বলো, নিজেরা রাস করতে করতে মাতিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ সবাইকে নাচিয়ে দেয়। সুতরাং, এমন আড়ম্বরপূর্ণ ঝলক তোমাদের আরও অনেক বেশি দেখাতে হবে। এর আধার কি তা তোমরা শুনেছ। যারা শোনে এবং অন্যকে শোনায়, তোমরা সেইরকম হয়ে গেছ, কিন্তু সাথে সাথে অনুভাবীর প্রতিমূর্তি হওয়ার বিশেষ পার্ট প্লে করতে হবে। অনুভবের অথরিটি যাদের আছে তাদের কখনও মায়ার বিভিন্ন রয়্যাল রূপের কোনো একটাও কৌশলে ভুলপথে চালিত করতে পারবেনা। অথরিটি সহ অনুভাবী আত্মারা সর্বদা নিজেদের পরিপূর্ণ অনুভব করবে। নির্ণয় শক্তি, সহন শক্তি বা কোনরকম শক্তি থেকে তারা খালি হবেনা। বীজ যেমন সদাসর্বদা ভরপুর হয়, ঠিক তেমনই জ্ঞান, গুণ, শক্তি সবকিছুতে ভরপুর। একে বলা হয়ে থাকে মাষ্টার আলমাইটি অথরিটি হওয়া। এদের সামনেই মায়ী নত হয়, তাদের নত করায় না। যেমন, যাদের হৃদের অথরিটি আছে এমন বিশেষ ব্যক্তিদের সামনে সবাই নত হয়, কারণ অথরিটির মহত্ব সবাইকে স্বতঃই নত করায়। সুতরাং, বাবা বিশেষ কি দেখেছিলেন ? অনুভবের অথরিটির সীটে তোমরা এখন সেট হচ্ছে। স্পিকারের সীট তোমরা নিয়ে নিয়েছ কিন্তু 'সর্ব অনুভবের অথরিটির আসন' এখন নিতে হবে। তোমাদের বলা হয়েছিল যে দুনিয়ার মানুষের কাছে সিংহাসন আছে আর

তোমাদের আছে অথরিটির আসন । এই আসনে সদা স্থিত থাকো । তাহলেই তোমরা সহজ যোগী, সদা যোগী এবং স্বতঃ যোগী হয়ে যাবে ।

এখন অমৃতবেলার দৃশ্য তো আরও অনেক কৌতুকপ্রদ । কেউ কেউ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । কেউ ডবল দোলায় দোলে । কেউ হঠযোগী হয়ে বসে । কেউ কেবল নেমিনাথ হয়ে বসে । কেউ কেউ ধ্যানে মগ্নও হয়ে যায় । স্মরণ শব্দের অর্থের প্রতিমূর্তি হওয়ায় এখন বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । যোগী আত্মাদের ঝলক চেহারায়ে প্রতিভাত হোক । যা তোমার মনে তা' অবশ্যই ললাটে ঝলক দেয় । এইরকম ভেবোনা যে মনে তো আমাদের অনেক কিছু আছে । মনের শক্তির দর্পণ তোমার চেহারা অর্থাৎ মুখ । যতই তোমরা বলো যে আমরা খুশিতে নাচি কিন্তু চেহারায়ে উদাসীনতা দেখে কেউ মানবেনা । সব হারানো চেহারা আর সবকিছু পাওয়ার চেহারার ফারাক তো তোমরা জানো, তাই না ! সবকিছু পাওয়ার খুশির চমক চেহারায়ে দেখা যেতে হবে । তোমার শুষ্ক চেহারা নয়, খুশির চেহারা যেন বিকশিত হয় । হিরো পার্টধারী বাচ্চাদের মহিমা বাপদাদাও গান । আজকাল তবুও তন মন সহ তোমরা ফ্যাশনেবল দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে বাবাকে তোমাদের সহায় বানিয়েছ । এই দূঢ় সঙ্কল্পের জন্য তোমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন । সদা এই সঙ্কল্পে অনড় থাকো । বাপদাদা এই বরদান দেন । এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খুশিতে, তোমরা স্নেহের পুষ্প অর্পণ করো । সেইসঙ্গে বাপদাদা, বাবা সমান সম্পন্ন হওয়া অথরিটি বাচ্চাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প পরিপূর্ণ করার বিধি বলেন । তিনি অভিনন্দনও জানান এবং তোমাদের বিধিও বলেন ।

সবাই সমারোহ উদযাপন করে, সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্য সাথে নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই তো ? যারা আদি থেকে তারা তো সেই একই পুরানোতে থেকে গেছে, কিন্তু তোমরা বাবা সমান হয়ে যাও । সবার ফটো তো নেওয়া হয়েছে, তাই না ! ফোটা এখানে স্মৃতিচিহ্ন হয়ে গেছে । এখন দিদি দাদীও দেখবেন যে অথরিটির আসনে কে কে কতখানি স্থিত হয়েছে ! সেন্টারে থাকাও কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু বিশেষ পার্টধারী হয়ে পার্ট প্লে করাই হলো বিস্ময়ের । যাতে সবাই বলে, এই গ্রুপের সব আত্মা বাবা সমান সম্পন্ন স্বরূপ । খালি হয়োনা । খালি জিনিসই আন্দোলিত হয় । বিচ্ছিন্ন হও অর্থাৎ সম্পন্ন হও । শুধু কুমারীদের জন্য নয়, কিন্তু সবার জন্যে । সম্পন্ন তো সবাইকে হতে হবে, তাই না ! তোমরা সবাই যারা এসেছ, মধুবনের বিশেষ উপহার, 'সর্ব অনুভবের অথরিটির আসন' সাথে নিয়ে যেও । এই উপহার কখনো তোমার থেকে আলাদা করোনা । তোমরা সবাই এই উপহার নিয়েছ নাকি শুধু কুমারীরা এটা নিয়েছে ? এমনকি মধুবন নিবাসীও আজ এই উপহার নিয়েছে । কোথায় বসে আছো সেটা কোনো ব্যাপার না, তোমরা বাবার সামনে বসে আছো !

যারা এসেছে সেই কমল ফুলসম বাচ্চাদের, মধুবন নিবাসীদের, চারিদিকের দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের এবং বর্তমান স্টেজের হিরো পার্টধারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সবাইকে 'অনুভাবী ভব'র বরদানের সাথে বরদাতা বাবার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

কুমারীরা বিশেষ সঙ্কল্প করেছিল । তোমরা এই বিশেষ সঙ্কল্পের দ্বারা বিশেষ আত্মা হয়েছে ? তোমাদের বিশেষ সঙ্কল্প কি ছিল ? সদা মহাবীরনী (বীরাজনা) হয়ে বিজয়ী হবে, এই সঙ্কল্পই নিয়েছিলে, তাই না ! সদা বিজয়ী সদা মহাবীরনী নাকি অল্প সময়ের জন্য ? এরপরে কখনো কোনরকম মায়া তো আসবে না ? অর্ধকল্পের জন্য শেষ হয়েছে, কখনো সঙ্কল্পের দ্বন্দ্ব হবেনা তো ! কখনো ব্যর্থ সঙ্কল্পের তুফান আসবেনা তো ! যদি বারবার মায়ার আক্রমণে হেরে যাও, তোমরা কমজোর হয়ে যাবে ।

যেমন কারও যদি বারবার ধাক্কা লাগে তবে সেই ব্যক্তির হাড় কমজোর হয়ে যায়, তাই না ! তারপর প্লাস্টার লাগাতে হয়, এইজন্য কখনও কমজোর হয়ে হার মেনে নিওনা । মহাবীরনী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প করার সাথে সাথে সেই সঙ্কল্পের স্বরূপ হওয়া । এইরকম নয় যে সেখানে গিয়ে দেখবো, করবো....ভবিষ্যতে কিছু করার 'বো ' 'বো ' করা নয়; যে সঙ্কল্প নিয়েছ তাতে দৃঢ় থাকা, তবে বিজয় পতাকা উড়তে থাকবে । যখন এই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে তোমরা অনেকে নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাবে তো সর্বত্র জয়-জয়কার হয়ে যাবে । সবকিছু শুধুমাত্র একটা সঙ্কল্পে সহজ হয়ে যাবে । যে সঙ্কল্প করেছে তাতে জল দিতে থাকো । প্রত্যেক মাসের রেজাল্ট লিখো । কখনো কমজোর সঙ্কল্প করোনা । যাওয়ার আগে এই সঙ্কল্প শেষ করে যেও । তোমরা এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে যাও যে, তোমরা সামনে এগোবে, বিজয়ী হবে । আচ্ছা ।

তোমাদের সবার আশা পূরণ হয়েছে ? কুমারীদের আশা পূরণ হয়েছে তো মাতাদেরও আশা পূরণ হয়েছে । এই সময় তোমরা অল্পই এসেছ এইজন্য ভালো চান্স লাভ করেছে । এই সময় কুমারীদের অনুযোগ অপসারিত হয়েছে । কোনো অনুযোগ নেই, সবাই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছ, তাই না ! এখন দেখা যাবে নদী কোথায় বইবে । পুকুর হয় নাকি বড় নদী বা ছোট নদী নাকি কুয়া হয় ! কুয়া পুকুরের থেকেও তো ছোট হয়, তাই না ? তাহলে দেখা যাক কি হয় ! সেই রেজাল্ট তো আসবে, তাই না ! কুমারীদের দেখে মনে হয় কত হাত বেরিয়েছে, সেখানে মাতাদের দেখে মনে হয় বার হওয়া তাদের জন্য একটু মুশকিল হয় । সুতরাং, এখন নির্বিঘ্ন হ্যান্ড হতে হবে । এইরকম সেবাও করোনা যে, তোমরা সেবা করার সাথে সাথে অন্যের সেবাও নিতে থাকবে; এটা করোনা । সেবার সাথে যদি অভিযোগ উঠে আসে তবে সেবার ফল বেরোবে না, এইজন্য নির্বিঘ্ন হতে হবে । এইরকম উচিৎ হবেনা যে, তোমরাই বিঘ্ন রূপ হয়ে দাদী দিদির সামনে আসতে থাকবে, সহায়ক হ্যান্ড হতে হবে । নিজে সেবা নিও না । তবেই সদা বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকবে এবং সেবাকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যাবে - এইরকম দৃঢ় সঙ্কল্প করে যেও । আচ্ছা ।

কুমারীদের গ্রুপের সাথে:-

তোমরা সবাই নিজেদের বিশেষ আত্মা মনে করো, তাই তো ? বিশেষ আত্মা অর্থাৎ বিশেষ কার্যের নিমিত্ত । তোমরা প্রত্যেকে এক বিশেষ বিশেষ কার্যের নিমিত্ত হয়েছ । তোমরা এক এক কুমারী ২১ কুলের উন্নতিসাধন করবে । যখনই যেখানে যাওয়ার অর্ডার পাও, তোমরা হাজির । তোমরা এইরকম বিঘ্নমুক্ত সেবাধারী, তাই তো ! যে সময় যে সেবা পাও, তোমরা হাজির । সেবা করা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল খাওয়া । যখন তোমরা প্রত্যক্ষ ফল পেয়ে যাও, তখন সেই ফল খেয়ে শক্তি লাভ করো । প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে আত্মারা শক্তিশালী হয় । তোমাদের যখন এইরকম প্রাপ্তি, তখন তো তোমাদের সেটা করা উচিৎ, তাই না ! লৌকিকে তো একমাস চাকরি করবে, পরে টাকা পাবে । এখানে তো প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করো । অবশ্যই এটা ভবিষ্যতের জন্য জমা হয় কিন্তু বর্তমানেও তোমাদের কিছু প্রাপ্তি হয় । তাহলে এইরকম ডবল ফল যে কার্যের জন্য পাওয়া যায় সেটাই আগে করা উচিৎ, তাই না ! কাউকে কাউকে বাপদাদা, দাদী- দিদি ডিরেকশন দিয়ে থাকেন - সার্ভিস করো, শ্রীমতে করলে নিজের দায়িত্ব থাকেনা । যখন তুমি মোহবশতঃ বা মনের দুর্বলতা থেকে করো, তখন সেটা শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা । তোমার ট্রায়াল চলাকালীন তুমি যদি সন্তুষ্ট থেকে অন্যকেও সন্তুষ্ট করো, তুমি সার্টিফিকেট পাবে । অন্যদের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার লক্ষ্য রাখতে হবে । ভাবো, আমাকে বদলাতে হবে । যারা

নিজেদের বদলানোর ভাবনা রাখে, তারা সবাই সব বিষয়ে বিজয়ী হয়ে যায় । যারা অন্যদের বদলানোর অপেক্ষা করে তারা ভুল পথে চালিত হয় এবং এই কারণে সদা নিজেকে বদলাতে হবে, তোমাকে নিজেকে করতে হবে । প্রথমে, সব বিষয়ে আগে নিজেকে রাখো অভিমানে নয়, কিন্তু কিছু করায় আগে রাখো তো সাফল্যই সাফল্য ।

পার্টীদের সাথে সাক্ষাৎকার:- বাপদাদা আগেই বাচ্চাদের বিশেষত্বের গুণ গান করেছেন । যারা বাপদাদার সমান সেবাধারী, সেই বাচ্চাদের বাপদাদা কোথায় রাখেন ? (নয়নে) সারা শরীরে নয়ন সবচেয়ে সূক্ষ্ম আর নয়নে যে মণি আছে তা' কত সূক্ষ্ম, ঠিক একটা বিন্দু ! সুতরাং, বাবার নয়নে যারা অন্তর্লীন হয় তারা অতি সূক্ষ্ম, পৃথক হয়েও অতি প্রিয় এবং বাবার অনুরাগী । তোমরা এটা অনুভব করছ তাই না ! ড্রামা অনুসারে তোমরা খুব ভালো চান্স লাভ করেছ । তোমরা এটা কেন ভালো বলো ? কারণ তোমরা যত বিজি থাকবে ততই মায়াজিৎ হয়ে যাবে । বিজি থাকার ভালো সাধন তোমরা পেয়ে গেছ, তাই না ! বিজি থাকার সাধন হলো সেবা । কোন সময় যখন মায়ার বিদ্বান আসে সেই সময়ে, যারা সেবা করবে তারা তোমার সামনে এলে আগে নিজেকে ঠিক করে তাদের সেবা করবে । কি হয়েছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তোমরা তৈরি হয়ে তারপরই তো মুরলি শোনাবে, তাই তো ! অন্যদের মুরলি শোনাতে শোনাতে নিজেকেও শুনিয়ে দিও । অন্যের সেবা করে, নিজেও সহায়তা লাভ করো, এইজন্য অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ সাধন প্রাপ্ত হয়েছে । এক হলো তোমাদের নিজের পুরুষার্থ করা, আরেক হলো অন্যের থেকে সহযোগের প্রাপ্তির সাধন । তাহলে এটা ডবল হয়ে গেল, তাই না ! প্রবৃত্তির দেখভাল করতে করতে সেবার দায়িত্ব পালন করছ, এতেও ডবল লাভ হয়ে গেল । এটা যেন ঠিক সেইরকম রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে 'খুদা দোস্ত '-এর থেকে বাদশাহী পাওয়ার মতো । ডবল প্রাপ্তি, ডবল দায়িত্ব, কিন্তু ডবল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ডবল লাইট মনে করলে কখনো লৌকিক দায়িত্ব তোমাদের ক্লান্ত করবেনা কেননা তোমরা তো ট্রাস্টি, তাই না ? ট্রাস্টি কিভাবে ক্লান্ত হবে ! নিজের গৃহস্থী, নিজের প্রবৃত্তি মনে করলেই, বোঝা হয়ে যায় । যদি তোমারই নয় তাহলে আর বোঝা কিসের ! পাণ্ডবদের কখনো লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক বায়ুমণ্ডলে বোঝা মনে হয়না তো ? সম্পূর্ণরূপে পৃথক অথচ প্রিয় ; বালক যে, সেই মালিক এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? মালিকভাবের নেশা বেহদের । বেহদের নেশা বেহদ (অনন্ত সময়) চলবে আর হদের নেশা হদ পর্যন্ত অর্থাৎ একটা সময়সীমা পর্যন্ত চলবে । সদা এই বেহদের নেশা তোমাদের স্মৃতিতে রাখো, বাবা কি কি তোমাদের দিয়েছেন । যে ঐশ্বর্য ভাণ্ডার তোমরা পেয়েছ তা' নিজেদের সামনে রেখে নিজেকে দেখ, সর্ব ধনসম্পদে তোমরা পরিপূর্ণ হয়েছে ? যদি না, তবে কোন ধনের খামতি আছে এবং কেনই বা তা' ধারণ হয়নি ? তারপরে সেই প্রমাণ থেকেই সবকিছু চেক করে ধারণ করো । এটা কোন সময় ? বাবা শ্রেষ্ঠ, প্রাপ্তিও শ্রেষ্ঠ, তোমরা নিজেরাও শ্রেষ্ঠ । যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে প্রাপ্তি আছেই । যদি সাধারণত্ব থাকে তবে প্রাপ্তিও সাধারণ । আচ্ছা ।

প্রশ্ন: - বাবা কোন বাচ্চাদের জন্য গর্ববোধ করেন ?

উত্তর: - যে বাচ্চা কামাই (আয়) করে, বাবা সেইরকম বাচ্চাদের জন্য খুব গর্ববোধ করেন । প্রতি সেকেন্ডে শত গুনেরও বেশি আয় তোমরা জমা করতে পারো । যেমন একের পরে একটা শূন্য লাগালে ১০ হয়ে যায় , আরও একটা শূন্য দিলে ১০০ হয় । এইরকম এক সেকেন্ড বাবাকে স্মরণ

করো তো সেকেন্ড পার হয়ে গেল আর শূন্য বসে গেল, এতবড় কামাই এখনই জমা করতে পারো, তারপর অনেক জন্ম ধরে খেতে থাকবে ।

বরদানঃ - একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা মন -বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে নির্বিঘ্ন ভব

একাগ্রতার শক্তি সহজেই নির্বিঘ্ন বানিয়ে দেয় । এইজন্য মন - বুদ্ধিকে যে কোনও অনুভবের সীটে সেট করে দাও । একাগ্রতার শক্তি স্বতঃই 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় '- এই অনুভব করায় । এতে সহজেই একরস স্থিতি তৈরি হয় । সবার প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকে, একাগ্রতার অভ্যাসে ভ্রাতৃত্বভাবের দৃষ্টি থাকে । এইরকম আত্মাকে কখনো কোনও কমজোর সংস্কার, কোনো আত্মা বা প্রকৃতি, কোন প্রকারের রম্যাল মায়া আপসেট করতে পারেনা ।

স্লোগানঃ - সেকেন্ডে বিস্তারকে সার-এ অন্তর্লীন করার অভ্যাসই তোমায় ফাইনাল সার্টিফিকেট এনে দেবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার গতি এবং সঙ্গতি করানোর মত বা রায় সবার থেকে আলাদা, এই কারণেই গাওয়া হয় তোমার গতি - মতি তুমিই জানো, তিনি স্বয়ং তাঁর নিজের মত দেন ।"

প্রশ্ন :- ব্রহ্মাকুমার, কুমারী বলার অধিকারী কারা ? তাদের স্বভাব কেমন হবে ?

উত্তর :- যারা বাবার মতোই মিষ্টি আর প্রিয়, যারা কখনোই মতভেদে আসে না, তারাই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলার অধিকারী । বি.কেদের স্বভাব খুবই মিষ্টি হওয়ার প্রয়োজন । মনে কোনো ধরনের তিক্ততা বা দেহ - অভিমান যেন না থাকে ।

গীত -- ওম্ নম: শিবায়.....

ওম্ শান্তি । সমস্ত সেন্টারের বাবার নয়নের মন্দের (নূর রত্নদের) বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন, সেন্টারের বাচ্চারা বুঝতে পারবে আর শুনতেও পারবে যে বাবা কি বোঝাচ্ছেন । দেখো, এই দুনিয়াতে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি ঘৃণা আছে । ফর্সারা কালোদের ঘৃণা করে । ভাবে এরা যেন আমাদের গ্রাম থেকে চলে যায়, এতোটাই ঘৃণা । এতো ধর্মের মানুষ আছে, সবাই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । এ হলোই রাবণের রাজ্য এর এখন অন্তিম সময় । মানুষ জানে না কিন্তু ডাকতে থাকে, হে পতিত পাবন, দুখহর্তা, সুখকর্তা, হে মুক্তিদাতা, এসো । দুঃখ তো সকলেরই আছে । বুদ্ধিও বলে, একে তো স্বর্গ বলা যায় না । স্বর্গ তো সকলেরই স্মরণে আসে, তাহলে অবশ্যই এখন নরক । অবশ্যই নতুন দুনিয়া ছিলো, তাই সেই শান্তির পরে সুখের দুনিয়া অবশ্যই আসবে । সেখানে এই দুঃখধামের নাম - নিশানা থাকবে না । এখন তো সুখ শান্তির নাম নিশানা নেই । ৫ হাজার বছর আগে সুখধাম ছিলো । বাকি অন্যান্য আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকতো । এও তোমরাই এখন বুঝতে পারো যখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা এসে বোঝান । এইকথা বলাও হয় যে তোমাদের ঈশ্বর বুদ্ধি দেবে । এমনও বলা হয় না যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ভালো মত দেবে । ঈশ্বরের নামই নেওয়া হয় । তাহলে অবশ্যই কেউ আছে । এই সময় নিশ্চয় ঈশ্বরই মত দিয়েছিলেন আর নিশ্চয়ই তা সাকারে এসেই দিয়েছেন । লেখা আছে যে শ্রীমত ভগবান উবাচ:- কেবল কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । বাস্তবে হলো নিরাকার ভগবানের মত । তাহলে অবশ্যই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়েছিলো । ভগবান তো সারা দুনিয়া ঘুরে দেখেন না, না সারা দুনিয়া আসতে পারে । না ভগবান সবার কাছে যেতে পারে । না সবাই পরমাত্মার সামনে আসতে পারে । কতো মানুষ । কোনো বড় মানুষ এলে সকলে তাকে খোড়াই দেখতে পারে । এত সব মনুষ্য আত্মাদের বাবা এসেই গতি সঙ্গতি দেন । শান্তিধাম আর সুখধাম আলাদা আলাদা । সুখধামে কোনো অশান্তি হয় না । দুঃখধামে আবার শান্তি থাকে না । এইসব কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । ভগবানকে বলা হয় নলেজফুল, তিনি সবকিছুই জানেন । তাঁর গতি বা সঙ্গতির মত সবার থেকে আলাদা । গায়নও হয় প্রভু, তোমার গতি - মতি তুমিই জানো । যখন তুমি বলবে, তখনই আমরা জানবো । তাই অবশ্যই তাঁকে আসতে হবে , না হলে কিভাবে সঙ্গতি করবেন ? সবার সঙ্গতিদাতা সবার বাবা তিনিই । সবাই তো ভাই - ভাই, নাকি সব বাবা ? এ হলো বোঝার কথা । তবুও আসুরী মত যা শুনিয়েছে, মানুষ তাই এতোদিন মেনে নিয়েছে । সবাই এই আসুরী মতের অধীন । তোমাদের কাছে এখন কতো জ্ঞানের আলো আছে । এই যে লক্ষ্মী - নারায়ণ ...যারা এতো উঁচু সঙ্গতি পেয়েছে, তাঁদের মধ্যেও এই জ্ঞান ছিলো না । বাবা

হলেন ত্রিকালদর্শী, তাঁর দ্বারাই এঁরা এই রাজ্য পেয়েছেন। বাবা এসে কাদের ত্রিকালদর্শী বানান? অবশ্যই বাচ্চাদের বানাবেন। তাঁর আসল বাচ্চাকে আগে শেখাবেন তারপর তাঁর দ্বারা আরো অনেকে শিখবে। বাবার সন্তান হলো ব্রহ্মা। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। বিষ্ণু বা শঙ্করের সন্তান বলা হয় না। গায়ন আছে যে প্রাজাপিতা ব্রহ্মা, তাহলে এই ব্রহ্মাও পিতা, শিবও পিতা। দুজনকেই বাবা মনে করা হয়। অবশ্যই তাহলে ব্রহ্মার দ্বারাই এই সৃষ্টির রচনা হবে। গায়নও আছে, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের স্থাপনা। মানুষের যখন এখন অনেক ধর্ম, তখন এক ধর্মও মানুষেরই ছিলো। এ হলো মানুষেরই কথা। পশুদের এমন কথা তো হতে পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো যে, পতিত - পাবন কে? পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গাজল? একটা সমাধান করো। তখন এই যে মেলা ইত্যাদিতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এর থেকে মুক্তি পাবে। মানুষ বলে পতিত - পাবন, তখন বুদ্ধি উপরের দিকে চলে যায়। গঙ্গাকে পতিত - পাবন বললে বুদ্ধি জলের দিকে চলে যায়। জ্ঞান অমৃত নাম শুনেছে তবুও গঙ্গাজলকে অমৃত মনে করে। তাই সবথেকে মুখ্য প্রশ্ন হলো এটাই।

বাবা অনেক যুক্তি বলেন, কিন্তু কারোর মনে পড়লে তো। বাচ্চারা লেখে যে অনেক প্রভাবিত হয়েছি কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই বসে নি। কেবল এইটুকুই বলে যে ব্রহ্মাকুমারী ভালো পথের কথা বলে। ঘরে গেলেই সব ভুলে যায় তাই প্রদর্শনীতে যখন আসে তখন এক একটি কথা খুব বুঝে লেখা উচিত। কোটি কোটি লোক আসে, কারোর বুদ্ধিতে একটা কথাও বসে না। বাবার কাছে এমন খবর আসে না যে এই এই মুখ্য বিষয়ের উপর ভাষণ করেছে। এ হলো স্কুল, শিক্ষক জিজ্ঞেস করলে ছাত্রকে উত্তর দিতে হয়। তোমরা শিক্ষক হয়ে জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই উত্তর দেবে। বাচ্চারা খুব খুশী হয়। তোমরা বাচ্চারা উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলার উপরও বুঝিয়ে বলো। কেউ মুক্তিতে যাবে কেউ বা জীবনমুক্তিতে, সকলেরই মঙ্গল হয়ে গেলো। সকলেরই উত্তরণের কলা হয়ে গেলো। তারপর তোমরা সতোপ্রধান সত্যযুগের মানুষদের নীচে তমোপ্রধান অবস্থায় অবশ্যই আসতে হবে। তাই এও দেখাতে হবে যে দ্বাপর থেকে অবতরণের কলা শুরু হয়। উত্তরণের কলা এবং অবতরণের কলারও স্লাইড আছে। কিন্তু বাচ্চারা তা বোঝায় না। প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, এ হলো পড়া, তোমাদের শিক্ষক হয়ে বসতে হবে। বাকি ভাষণ করা বা স্টেজ সেক্রেটারি হওয়া এ তো সাধারণ। এখানে প্রত্যেকটি কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। সবার সঙ্গতি দাতা পতিত - পাবন বাবা এক, না সর্বব্যাপী? যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে বাবা কি করে হবে? বলো, পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর গীতার ভগবান, নাকি শ্রীকৃষ্ণ? ভগবান কাকে বলা হবে? অবশ্যই নিরাকারকে বলা হবে। এই হিসেবেই গীতা খন্ডন হয়ে গেছে। গীতা যদি খন্ডন হয়ে যায় তাহলে সব শাস্ত্রই খন্ডন হয়ে গেছে। তোমরা সিদ্ধকরে বলো যে ...সম্পূর্ণ দুনিয়াই মিথ্যা, সকলেই পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন। সত্যযুগে সকলেই পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়। সকলেই পাথরবুদ্ধির তাই তো বাবা এসে তাদের পরশ পাথরের তুল্য করেন। যারা পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির ছিলো, তারাই এসে পাথর বুদ্ধির হয়, যেহেতু সৃষ্টির এখন অন্ত। মাকের সময়ে আমরা বলতে পারি না যে তুচ্ছবুদ্ধির বা তমোপ্রধান। শেষের দিকে সকলেই তমোপ্রধান হয়। খ্রিস্টান ধর্ম এলে এমন বলবে না যে এরা কেবল তমোগুণী ছিলো। এমন নয়। তাদেরও সতো, রজো এবং তমোকে পার করতে হয়। এই সময় সমস্ত ঝাড় জর্জরিভূত। এর বিনাশ হতে হবে। এর উপর খুব ভালোভাবে ভাষণ করতে হবে। এমন নয় যে যা মুখে এলো তাই বলে দিলে। বড় অক্ষরে এই রহস্যের কথা লিখে দাও যাতে সবাই পড়তে পারে যে গীতার ভগবান পুনর্জন্ম রহিত, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা নাকি শ্রীকৃষ্ণ? ভগবানই গীতা রচনা করেছিলেন

এবং পতিতদের পবিত্র করেছিলেন। মানুষ তাঁকেই স্মরণ করে। এখন কৃষ্ণের আত্মাও পবিত্র হচ্ছে। এই কথা কেউই ধারণ করে না। পাঁচ বিকারের কথা তো অনেক বলে। বিহঙ্গ মার্গের সেবা করা উচিত। নিজেদের বুদ্ধিহীন বলে মনে করে কিন্তু খেয়াল করা উচিত যে কিভাবে বুদ্ধিহীন কিভাবে হতে পারো? এখন তো কাঁচা। প্রত্যেক মার্চেন্ট, প্রত্যেক ধর্মের লোকেদের আলাদা আলাদা নিমন্ত্রণ দিতে হবে। রামকৃষ্ণের অনুগামীদের বড় মঠ আছে। হরিজনদেরও সম্প্রদায় আছে, তাদের যিনি মুখ্য আছেন তাকেও নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকা উচিত। এমন কাজ করার জন্য কেউ একজন থাকবে যে এই কাজে লেগে থাকবে। নিজেদের মধ্যে মতামত নিতে হবে। বাবা শ্রীমত দেন। মুখ্য প্রমাণ করা বিষয়কে ধারণ করতে হবে। মায়েরা তোমাদের আওয়াজ খুব জোর হওয়া চাই। তোমাদের দুর্বল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোনো কোনো ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যেই বনিবনা হয় না। মতভেদের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে কথা পর্যন্ত বলে না। অনেক দেহ - অভিমান থাকে। রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য যোগ্য তো হতেই হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য এখানে আসুরী স্বভাব সম্পন্ন লোকেরা থাকতে পারে না। তাদের নিজেদের বি.কে বলারও অধিকার নেই। বাবা কতো মিষ্টি আর প্রিয়, তাই বাবার সমান হতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা কতো তিক্ত স্বভাবের হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, এরা হলো জংলী কাঁটা। তাই এক একটি কথা খুব ভালো করে জিপ্তেস করে লিখতে হবে। পতিত - পাবন পরমাত্মা নাকি গঙ্গা? সবার সঙ্গতিদাতা পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গা জল? এমন চিত্র বানানো উচিত। প্রজেক্টরেও ধাঁধা আসে। এখন বিচার করো যে গীতার ভগবান কে? বাবা তো নির্দেশ দিয়ে থাকেন। প্রথমে মূল কথা সিদ্ধ করো। অল্ফকে (ঈশ্বর) জানলে সবকিছুই জানতে পারবে। বীজকে জানতে পারলেই ঝাড়কে জানতে পারবে। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে, বলা হয় যে, বি.কে রা খুব ভালো সার্ভিস করছে, মানুষের এই লাভ নেওয়া উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) নিজেদের মধ্যে মতামত নিয়ে বিহঙ্গ মার্গের সেবা করতে হবে। কখনোই মতভেদ যেন না হয়।
- ২) শিক্ষক হয়ে সকলকে অল্ফ অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিচয় দিতে হবে। উত্তোরণ এবং অবতরণের কলার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে। জ্ঞানের রহস্য জিপ্তেস করে তার সত্যতাকে সিদ্ধ করতে হবে।

বরদান :- 'আমিই মালিক' এই স্মৃতির দ্বারা পরবশ স্থিতিকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ হও।

যারা সর্বদা 'আমি মালিক' এই স্মৃতিতে স্থিত থাকে - তাদের সংকল্প তাদের নিজের নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকে। 'মন' মালিককে পরবশ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ আত্মা কখনোই নিজের দুর্বল স্বভাব সংস্কারের বশীভূত হয় না। যখন 'স্বভাব' শব্দ সামনে আসে স্বভাব অর্থাৎ 'স্ব' প্রতি এবং সকলের প্রতি আত্মিক ভাব, এই শ্রেষ্ঠ অর্থে স্থিত হও আর যখন 'সংস্কার' শব্দ আসবে, তখন নিজের অনাদি এবং আদি সংস্কারকে যদি স্মৃতিতে আনতে পারো তাহলেই সমর্থ হতে পারবে। পরবশ স্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান :- বরদানের শক্তি জমা করে নাও তাহলেই পরিস্থিতি রূপী আগুনও জলে পরিণত হবে ।

মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য :-

১) 'ওম্ রটো' অর্থাৎ ওম্ জপ, যেই সময় আমরা 'ওম্' শব্দ উচ্চারণ করি, কেবলমাত্র 'ওম্' বললেই জীবনে কোনো লাভ হয় না । বরঞ্চ 'ওম্' শব্দের অর্থ স্বরূপে স্থিত হওয়া, এই 'ওম্' এর অর্থ জানতে পারলেই মানুষ সেই শান্তি প্রাপ্ত করতে পারে । এখন মানুষ তো অবশ্যই চায় যে আমি যেন শান্তি পাই । সেই শান্তি স্থাপনের জন্য অনেক সম্মেলন করে, কিন্তু এর রেজাল্ট এমন আসছে যা আরো দুঃখ আর অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে কেননা মুখ্য কারণ হচ্ছে যতক্ষণ না মনুষ্য আত্মা তাদের পাঁচ বিকার নাশ করছে ততক্ষণ এই দুনিয়ায় কখনোই শান্তি স্থাপন হবে না । তাই সর্বপ্রথম মানুষকে নিজের পাঁচ বিকারকে বশ করতে হবে আর নিজের আত্মার ডোর পরমাত্মার সঙ্গে জুড়তে হবে তখনই এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হবে । তাই মানুষ যেন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে যে, আমি কি আমার পাঁচ বিকারকে বশ করতে পেরেছি ? এই বিকারকে জয় করার প্রচেষ্টা করেছি কি ? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমরা এই পাঁচ বিকারকে কিভাবে বশ করবো তখন তাদের এই উপায় বলা হয় যে প্রথমে জ্ঞান আর যোগের সুগন্ধ ছড়াও আর তার সাথে পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য হলো -- আমার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়ে আমার শক্তি নিয়ে আমি সর্বশক্তিমান প্রভুর স্মরণ করলেই বিকার দূর হতে থাকবে । এখন এই সাধনারই প্রয়োজন, যা স্বয়ং পরমাত্মা এসেই আমাদের শেখান ।

"পরমাত্মা কিভাবে সঙ্গতি করবেন তাঁর গতি - মতি তিনিই জানেন"

তোমার গতি - মতি তুমিই জানো এখন এই মহিমা কার স্মরণে গাওয়া হয় ? কেননা পরমাত্মার সঙ্গতি করার যে মত, তা তিনিই জানেন । মানুষ কিন্তু তা জানতে পারে না, মানুষের কেবল এই ইচ্ছা থাকে যে আমার সর্বদার জন্য সুখ চাই, কিন্তু সেই সুখ কিভাবে মিলবে ? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাঁচ বিকারকে ভস্ম করে কর্মকে অকর্ম না বানাতে পারছে, ততক্ষণ সেই সুখ পাবে না কারণ কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতি খুবই গভীর যা একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া আর কোনো মনুষ্য আত্মা সেই গতিকে জানতে পারে না । এখন যতক্ষণ না পরমাত্মা সেই গতি না শোনাচ্ছেন ততক্ষণ মানুষ জীবনমুক্তি পেতে পারবে না তাই মানুষ বলে থাকে তোমার গতি - মতি তুমিই জানো । এদের সঙ্গতি করার মত পরমাত্মার কাছেই আছে । কেমনভাবে কর্মকে অকর্ম করতে হবে, এই শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মার কাজ । বাকি মানুষের তো এই জ্ঞান নেই, সেই কারণে তারা উল্টো কাজ করতে থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের কর্মকে সঠিক করা, তখনই মানুষ জীবনের সম্পূর্ণ লাভ আর আনন্দ নিতে পারবে । আচ্ছা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত কারণ এই যন্ত্র দ্বারা-
ই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়, তোমরা হলে এই যন্ত্রের রক্ষক"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, বাবা বা টিচারকে কখন এবং কিভাবে পরিত্যাগ করে ?

উত্তর :- যখন বাবা অথবা টিচারকে ভুলে যায়, মূরলী মিস করে, পড়ে বা শোনে না তার মানে বাবাকে পরিত্যাগ করে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আমায় কখনও পরিত্যাগ কোরোনা।

প্রশ্ন:- তোমাদের সত্য জ্ঞান লোকেদের বোঝা কঠিন মনে হয় - কেন ?

উত্তর :- কেননা এই জ্ঞান প্রথা অনুযায়ী প্রচলিত নয়। এখনই প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই জ্ঞানের বিষয়ে কেউ জানেই না । এ হল নতুন জ্ঞান তাই বোঝা কঠিন মনে হয় ।

গীত : - তুমিই পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা সহায়ক

ওম্ শান্তি। যাঁর সঙ্গে এখন বাচ্চারা যোগ যুক্ত আছে বাইরের মানুষ তাঁর-ই মহিমা গায়ন করে। তোমরা ওঁনার স্মরণে বসে আছ। নিজেকে আত্মা ভেবে দেহ অভিমান ত্যাগ করে একের-ই স্মরণে থাকতে হবে। এখন তোমরা আত্ম অভিমানী হয়েছ। প্রথমে ছিলে দেহ অভিমানী। সত্যযুগে তোমরা বাবাকে জানতে না কারণ সুখে থাকতে তাই বাবার স্মরণ ছিল না। এখানে দুঃখে আছ তাই আহবান করো। গায়নও আছে দুঃখ হর্তা ও সুখ কর্তা। বাস্তবে এইটি হল প্রকৃত হরিদ্বার । মানুষ হরি বলে কৃষ্ণকে , বৈকুণ্ঠকে কৃষ্ণের হরিদ্বার বলে। তোমরা জানো যে বাস্তবে হরি কৃষ্ণকে বলা হবেনা। দুঃখ হরণ করেন তিনি তাঁকেই হরি বলা হবে। তোমরা জানো শিববাবা কৃষ্ণের দ্বার অথবা বৈকুণ্ঠ , সত্যযুগের দ্বার খুলতে এসেছেন। কেউ গৃহ নির্মাণ করলে গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান করে কিনা। সেরকম বাবা এসেছেন হরি দ্বারের প্রবেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত করতে। কৃষ্ণের রাজধানীতে কংস তো থাকেনা। বাবার কাছে আমরা স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা স্বয়ং এসে স্বর্গের স্থাপনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। স্থাপনাকে অনুষ্ঠান বলা হয়। গৃহ নির্মাণে সর্ব প্রথম ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয় তারপর গৃহ নির্মিত হলে প্রবেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সুতরাং বাবা এসেছেন ফাউন্ডেশন তৈরি করতে। ১৯৩৭ সালে ফাউন্ডেশন রচনা করেন , এখন তোমরা স্থাপনা করছ। তোমাদের খুশি এই যে বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে এবং আমরা নতুন দুনিয়ার দিকে যাত্রা করছি। এই পৃথিবীতে স্বর্গ ছিল , এখন পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। প্রত্যেককে এই সুসংবাদ দিচ্ছি। ধর্ম স্থাপককে পয়গম্বর অর্থাৎ মেসেঞ্জার বলা হয়। প্রকৃত সত্য সংবাদ কেবল আমি-ই দিয়ে থাকি। আমি-ই রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করি। বাবা বোঝান আমায় বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত করতে পারবেনা। এইসবই হল ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। ভক্তিমার্গের অনেক সরঞ্জাম আছে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা ভক্তি করে এসেছ। এবারে জ্ঞান শোনো কারণ সত্যযুগে এই জ্ঞান শুনতে পাবেনা। বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন সদগুরু। সত্যযুগে অন্ধকার নেই যার ফলে ভক্তি করতে হয়না। বাবার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করো কারণ ভক্তি থাকবেনা।

তোমরা জানো রাবণ রাজ্য কাকে বলে হয় , রাম রাজ্য কাকে বলে হয়। তোমরা সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত করো কারণ বাবা এসে জাগিয়েছেন। এবারে দেখ দীপাবলী পালন করা হয় , তাতে প্রদীপ কেউ ছোট কেউ বড় তৈরি করে। সুতরাং এই ছোট বড় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে তাইনা , জ্ঞানের ঘৃত প্রাপ্ত হয় যে। মানুষ মরলে প্রদীপে ঘৃত ঢালা হয় যাতে জীব অন্ধকারে ধাক্কা না খায়। ওইসব হল হদের কথা (দেহ জড়িত কথা) , তোমাদের হল বেহদের কথা (আত্মার কথা) । যখন রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় তখন ধাক্কা খাওয়া আরম্ভ হয়। এখন দিন প্রতিদিন বেশী মাত্রায় ধাক্কা খায়। প্রথমে একজনের ভক্তি করত এখনতো মানুষের , ত্রি-সন্ধি স্থলের ভক্তি করে। ভক্তির সরঞ্জাম অনেক , যেমন বৃক্ষের সরঞ্জাম অনেক হয়। বীজ থেকে কত বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয় , ভক্তির ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম। জ্ঞান হল বীজ , এই সৃষ্টি তো অনাদি , অবিনাশী। এর কখনও বিনাশ হয়না। এই সৃষ্টি পরিক্রমা করতেই থাকে। বীজ একটি তাই বৃক্ষও একটি। এমন নয় আকাশ , পাতাল, সূর্য, চন্দ্রমায় দুনিয়া অবস্থিত। বিজ্ঞানবিদ-রা চন্দ্রমায় বাস করার অনুসন্ধান করে। কিন্তু তারা জানেনা যে বিজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের বিনাশ হবে এবং তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করবে। তোমরা বলবে এসবও ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত আছে। অন্যরা ওইসব কথা বুঝবেনা। রাজত্ব তোমরা প্রাপ্ত করবে কারণ কৃষ্ণপুরী ও খ্রিস্টান পুরীতে কানেকশন আছে। তারা ভারতবাসী কে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে কৃষ্ণপুরীকে খ্রিস্টিয়ান পুরী করে দেয়। এবার বাবা বলেন আমাদের হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে , তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়ে মাখন (কৃষ্ণপুরী) তোমাদের প্রদান করি অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত করি। এরা নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই লড়াই করবে । তারা ভাবে তারা বলবান , তারা বলে তারা বলবান , তারা জিতবে কিন্তু সবচেয়ে বলবান তো তোমরা হয়েছ। জয় তোমাদের হবে। মহাবীর ও মহাবীরাজনা বলা হয়। বাবা বলেন মায়ার তুফান তো আসবেই কিন্তু কর্মে আসতে দেবেনা। যোগবল দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে এবং বাহুবল দ্বারা বিনাশ। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে , একেই বলা হয় যোগবল। তারপর জ্ঞানবলও বলা হয়। জ্ঞানবল কেন বলে ? কারণ শাস্ত্রে কোনো বল বা শক্তি নেই। তার থেকে কারো মুক্তি জীবনমুক্তি হয়না , তাই সেসব গুলিকে জ্ঞান বলা হয়না। ভক্তির শাস্ত্র বলা হয়। জ্ঞানের কোনো শাস্ত্র হয়না। এখন রামের নামে যেসব বই লেখা আছে বা যেসব শাস্ত্র ইত্যাদি আছে , সব কিছু যুদ্ধের পরে শেষ হয়ে যাবে। মিথ্যা গীতা , সত্য গীতা সবই শেষ হয়ে যাবে কারণ সদগতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সব মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। কোনো কামনা বাকি থাকবেনা। এখন তোমরা ৮৪-র চক্র কে জানো। তোমরা এখন অনন্ত বলবেনা। নাস্তিক বা অনীশ্বরবাদী যারা তারা বলবে অনন্ত (যার অন্ত নেই) । তারা বলে গড ফাদার কিন্তু নাম রূপ দেশ কাল কর্তব্য সম্পর্কে জানেনা। তোমরা তাঁর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা , পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্যকে জেনেছ। মানুষ তো রাবণ কে দহন করে। তোমাদের এখন ওইসব দেখে খেলা অনুভব হয়। জন্ম জন্মান্তর তোমরাও রাবণ দহন করেছ। এখন তো রাবণরাজ্যের বিনাশ হবে তারপরেই আসবে দীপোৎসব বা দীপাবলী। সেখানে অতীব আলো, সেটা হল রামরাজ্য। সবাই বলে রামরাজ্য চাই। কিন্তু রামরাজ্যের কথা জানেনা। এখন তোমাদের এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে রাবণরাজ্য পরিবর্তিত হবে রামরাজ্যে। তার আগে তোমরা যাবে রুদ্ধ মালায়। আর এই যে ইসলামী, বৌদ্ধি আত্মারা আছে , তারা অধিকল্প মুক্তিতে থাকবে। যখন আমাদের সত্যযুগের প্রালম্ব পূর্ণ হবে তখন ভক্তি আরম্ভ হবে। অতঃপর দ্বাপরকে বলা হয় রাবণ রাজ্য কারণ নিজের দেবতা ধর্মকে ভুলে গেছে। ওইসব নিশ্চয়ই হবে। বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। সব ধর্ম ব্রষ্ট , কর্ম ব্রষ্ট হয়েছে। দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন হলেই এই সব ধর্মের বিনাশ হবে। বলাও হয় অনেক অধর্মের

বিনাশ , এক সত্য ধর্মের স্থাপনা হোক। তোমরা এখানে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করো। যারা ধারণ করবে ও করাবে , তারা-ই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন মুখ্য কথা নিশ্চয়ই ধারণ করো যে আমাদের নিরাকার পিতা পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণ নয়। চিত্রও আছে --
এক দিকে কৃষ্ণের চিত্র , অন্য দিকে শিবের। জিজ্ঞাসা করা উচিত এবারে বলো গীতার ভগবান কে ? নির্ণয় করো তোমাদের বোঝাতে সহজ হবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয় , শিব। তোমরা জানো গীতার জ্ঞান পুনরায় বাবা দিচ্ছেন। গানেও বলা হয়েছে গীতার জ্ঞান পুনশ্চঃ শোনাতে হবে। গানের রচনা তো তোমরা করেনি। গান তো মানুষ তৈরি করেছে , কিন্তু অর্থ জানেনা। তারা বলে গীতার ভগবান গীতা জ্ঞান অশ্ব রথে বসে দিয়েছেন। কৃষ্ণের জন্যে কোনো অশ্ব রথ খোড়াই আসবে। যদি কৃষ্ণ থাকতেন তবে তো তার জন্যে সবচেয়ে ভালো রথের ব্যবস্থা থাকত। বড় বড় বিত্তবান আসতেন। এখানে দেখ নিজের গাড়ি অর্থাৎ শরীর টুকুও নেই। পতিত শরীরে আসি। তিনি গুপ্ত রূপে আছেন কিনা। কৃষ্ণের কথা নেই। যদিও তোমরা ভক্তি মার্গে আমার কত সম্মান করো। সোমনাথের মন্দির তৈরি কর। একটি মন্দির খোড়াই হবে , অনেক মন্দির হবে অনেক গুলি লুটও হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তোমরা জেনেছ। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল। এখানে জ্ঞানও দেওয়া হয় , পড়াশোনাও করানো হয়। জ্ঞান হল মন্মনাভব, যার দ্বারা সদগতি হয়। তারপর মধ্যাজীভবের পড়াশোনা করানো হয়। টিচার ও গুরু-র পার্ট একত্রে চলে। সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তোমাদের পড়ানো হয়।

সত্যিকারের নান হলে তোমরা। কারণ তোমরা একের স্মরণে থাকো। নানদের গলায় ক্রস থাকে। ক্রাইস্টকে স্মরণ করে, তারা বোঝে যে ক্রাইস্ট ছিলেন ভগবানের সন্তান। তোমরা জানো ক্রাইস্ট কোনো ভগবানের সন্তান নয়, ক্রাইস্টের আত্মা ছিল ভগবানের সন্তান। এমন তো আমরা সবাই। বাবা এসে তিনটি ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা হলে উচ্চ মানের শিখর সম ব্রাহ্মণ কারণ তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চ বিশ্বের সেবা করো। মানুষদের আত্মার জ্ঞান প্রদান কর । আত্মারা তোমরা বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বা বর্সা প্রাপ্ত কর। প্রকৃত পক্ষে কল্প কল্পের সঙ্গম যুগে বাবা বর্সা দিতে আসেন। শাস্ত্রে তো যুগে যুগে লেখা আছে। কল্প শব্দটি মাঝখান থেকে উদ্ধৃত করেছে। ওঁনার নামই হল পতিত পাবন। তিনি যুগে যুগে এসে কি করবেন । কল্পে একবার এসে পবিত্র করে চলে যান। তাই বাবা বলেন আমায় পরিত্যাগ করবেনা। আজকাল স্ত্রী-রা স্বামীকে পরিত্যাগ করে যদিও হিন্দু নারী স্বামীকে কখনো পরিত্যাগ করত না। তোমাদের মুরলি নিশ্চয়ই শুনতে হবে। মুরলি না শুনলে বাবা টিচারকে ভুলে যাও ,এও তো একরকম পরিত্যাগ হল। তোমাদের অনেক এটেনসন দেওয়া উচিত । এখন ফেল হলে কল্প কল্পান্তর ফেল হবে। অন্তিম সময়ে সবাই জানতে পারবে কে কে কত পড়াশোনা করেছে। সবাই বলে যে শান্তি চাই। অর্থাৎ মুক্তি চায়। বলা হয় দুঃখে সবাই স্মরণ করে সুতরাং অর্ধকল্প সুখ ও অর্ধকল্প দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের এই খেলা ভারতেই আছে। তোমরা তো বলবে আমরাই দেবতা, আমরাই ঋত্রিয় সুতরাং 'সো হম ' অর্থাৎ 'আমরাই সে-ই ' এই কথাটির অর্থ কেউ জানেনা। তাই বাবা বলেন মন্মনাভব , মধ্যাজীভব । নিজে ধারণ করে অন্যকে ধারণ করালে তোমাদের পরম সৌভাগ্য। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। কোথায় গঙ্গায় স্নান করা , কোথায় যোগে থেকে পবিত্র হওয়া।

বাম্বাদের এই যজ্ঞের ধনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত কারণ এর দ্বারা-ই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। বাবা হলেন দীন নাথ (গরিব নিবাজ) । গরীবদের প্রতিটি আনা ব্যবহৃত হলে ভারত বিত্তবান

হবে। স্বর্গে হেল্থ, ওয়েলথ, হ্যাপিনেস থাকে। যদি হেল্থ , ওয়েলথ আছে তো হ্যাপিনেসও থাকবে। যদি হেল্থ আছে ওয়েলথ নেই তাহলে হ্যাপিনেস থাকবেনা। সত্যযুগে হেল্থ ওয়েলথ থাকে তাই সদা হ্যাপিও থাকে। সেখানে কখনও কাঁদতে হয়না। সুতরাং তোমরাও এখানে কান্না কাটি করবেনা। কিন্তু মায়ার ঝড় নিস্তেজ করে দেয়। হেল্থ প্রাপ্ত হয় হসপিটাল দ্বারা এবং ওয়েলথ প্রাপ্ত হয় পড়াশোনার দ্বারা। তো দেখো আমার বাচ্চারা কত গরিব। তিন পায়ের পৃথিবীতে হসপিটাল খুলে দেয়। যেখানে সবাই হেল্থ ওয়েলথ প্রাপ্ত করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মায়ার ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে কখনো নিস্তেজ হবেনা। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে।

২) আমাদের নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন, এই নেশায় থাকতে হবে। এই মিথ্যা দুনিয়ায় কোনো রকম কামনা বা ইচ্ছা রাখবেনা।

বরদান :- ডবল লাইট স্থিতি দ্বারা উড়ন্ত কলার অনুভবকারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব ।

ব্যাখ্যা: এখন উত্তরণ কলার সময় শেষ, এখন হল উড়ন্ত কলার সময়। উড়ন্ত কলার প্রমাণ হল ডবল লাইট। একটু ভারী হলেই নীচে চলে যাবে। সে নিজের সংস্কারের ভার হোক বা বায়ুমন্ডলের বা কোনো আল্লার সম্বন্ধ সম্পর্কের ভার হোক, যে কোনও ভার বা বোঝা অস্থির করে দেবে তাই কোথাও যেন আসক্তি না থাকে, একটুও যেন কেউ আকৃষ্ট না করে। যখন এমন আকর্ষণ মুক্ত, ডবল লাইটে পরিণত হবে তখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

শ্লোগান - স্নেহের চুম্বক হও তাহলেই নিন্দুকও কাছে এসে স্নেহরূপী পুষ্পের বর্ষা করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা, যিনি সদা সুখই দেন, রোজ পড়ান, জ্ঞানের খাজানা দেন, এমন বাবাকে তোমরা ভুলো না, সদা শ্রীমতে চলতে থাকো"

প্রশ্ন : - বাবা এমন কোন্ জাদুকরী করেন যা কোনো মানুষ করতে পারে না?

উত্তর : - কাঁটার এই জঙ্গলকে বদলে সুন্দর ফুলের বাগিচা বানিয়ে দেন, পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়ে দেওয়া - এই জাদুকরী হল বাবার। কোনো মানুষের নয়। বাবাই হলেন সব চেয়ে বড় সোস্যাল ওয়ার্কার, যিনি পতিত দুনিয়াতে এসে সমগ্র পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান।

গীত : - শৈশবের দিন ভুলে যেও না, আজ হাসি তো কাল কাঁদতে বোসো না.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলে যা তোমাদের জন্যই গাওয়া হয়েছে। তোমরা হলে মাতা - পিতার ক্ষীর (মিষ্টি) বাচ্চারা । বাবা ক্ষীর বাচ্চাদের বলেন যে আজ মাঝা বাবা বলে ডেকে কাল আবার ভুলে যেও না। যদি ভুলে যাও তবে স্বর্গের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু শুনতে শুনতেও ভুলে যায়। তাও বাবা সহজ রাস্তা বলে দেন। বাড়ি ঘর, গৃহস্থ ব্যবহার ইত্যাদি কোনো কিছুই তোমাদের ছাড়ানো হয় না। বাবা শুধু বলেন গৃহস্থী হও বা ব্যাচেলর (কুমার), শুধুমাত্র শ্রীমতে চলার পুরুষার্থ করো। এমন বাবাকে কখনো ভুলে যেও না। বাবার অনুযোগ হল কোনো কোনো বাচ্চা মাঝা বাবা বলে পরে আর তারা নিজেদের কোনো সমাচার পাঠায় না। বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেয় আবার তাঁকেই ভুলে যায়, আর নরকের সম্পত্তি প্রদানকারী বাবাকে খুব খুশি মনে চিঠি লেখে। চিঠি না এলে মা বাবারও মন উদাস হয়ে যায়, ভাবে কি জানি শরীর খারাপ করল না তো? তো বেহদের বাবাও এমনটাই ভাবেন যে কি জানি বাচ্চাদের কি হাল হয়েছে! প্রতীক্ষায় থাকে যে। লৌকিক বাচ্চারা তো দুঃখ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে, তবুও তাদের থেকে মোহ যায় না। আর এখানে তো কেমন আশ্চর্য দেখ যে বাবাকে বলে - তুমিই মাতা পিতা... সামনেও বসে আছে। এমনিতে তো সব বাচ্চারা মুরলীর মাধ্যমেই শুনবে। বাবা জানেন যে নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী কত জন সুপুত্র আর কত জন কুপুত্র। বাবা মাঝা বলে তারপরে ছেড়ে চলে যায়। গীতেও তো বলা হচ্ছে যে এমন বাবাকে কেন ভুলে যাও। এমন বাবাকে তো রোজ চিঠি লেখা উচিত। বাবাও রোজ খাজানা দেন, রোজ পড়ান, ভালোবাসাও দেন, বাবা টিচার, সঙ্কর তিনজনই এক তিনি। লৌকিক বাবাকেও তো বাচ্চারা চিঠি লেখে, গুরুকেও স্মরণ করে। কিন্তু যিনি সদা সুখ প্রদানকারী, সত্যখন্ডের মালিক বানান যিনি, সেই বাবাকেই ভুলে যায়। চিঠিও লেখে না। বাবার চিন্তা হয় যে কী হল? মায়া মেরে ফেলল নাকি বিকারে ঠেলে দিল। বাবা তো মুরলীতেই বাচ্চাদেরকে সাবধান তো করবেই। বাবা রায় দেবেন যে এই এই ভাবে নিজেকে বাঁচাও, কেননা এ হল বাবার সব চেয়ে বড় বাচ্চা, সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে, এর কাছে সব রকমের তুফান ইত্যাদি আসে। এমন বাচ্চাকেই তো মহাবীর, হনুমান বলা হবে। পরে রুস্তম (মহাবীর) হওয়ার কারণে মায়াও রুস্তম হয়ে সবার আগে এর সাথেই লড়াই করবে। বাবা বলেন তোমার কাছে যে তুফান আসে তা সবার আগে আমার কাছে আসবে। যার অনুভবের কারণেই তো বাবা সে সব বলেন। তোমরা বলতে পার বাবা আপনার কাছে তুফান কি করে আসতে পারে? আপনি তো বয়স্ক মানুষ। বাবা বলেন আমার কাছে সব আসে। নইলে তোমাদের সাবধান কীভাবে করবেন? কিন্তু বাচ্চারা তো বাবাকে জানায়ই না।

তুফানে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরে। নিজেরই পদ ভ্রষ্ট করে ফেল, সেইজন্য বাবা বলেন যে একে অপরকে স্মরণ করতে থাকো- বাবাকে চিঠি তো লেখ। প্রতিটি বিষয়ে একজন অপর জনকে সাবধান করো। মায়া খুবই চালাক, ঘুষি মেরে দেয়।

বাম্বারা তোমরা হলে সমগ্র দুনিয়ার সত্যিকারের সোশ্যাল ওয়ার্কার। ওরা হল লৌকিক জগতের (হদের) সোশ্যাল ওয়ার্কার, কেবল লৌকিকেরই (হদের) সেবা করে। এই বাবা তো হলেন সমগ্র দুনিয়ার সোশ্যাল ওয়ার্কার। সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানানো - এই দায়িত্ব হল বাবার। বাবাকেই তো সকলে ডাকে। এমন বাবাকে বাবা ডেকে পরে ভুলে যায়। এই গীতও হয়ত কারো মনে টাচ করেছিল (তাই তো বানিয়েছিল)। যেমন কোনো কোনো শাস্ত্র রয়েছে যেগুলো খুব ভালো বানানো হয়েছে, যেগুলো মানুষ নিজের কাছে রাখে। এখানে তো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি কিছুই নেই। এই চিত্রও আমাদেরই বানানো। বাকি যে সব চিত্র রয়েছে সে সবই সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয়।

দুনিয়া তো এটা জানেই না যে ভারত স্বর্গ ছিল। ভারতের কত মান ছিল। এখানেই শিববাবা আসেন। শিব-কে বাবা বলা হয়, তারপর হলেন ব্রহ্মা বাবা। বিষ্ণুকে বাবা বলা হবে না। এও বাম্বারা তোমরা জানো। দুনিয়ার মানুষ তো বলে থাকে - পতিত পাবন এসো, আমরা হলাম পতিত, এসে আমাদের পবিত্র করো। কিন্তু এটা জানে না যে তিনি পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে বানাবেন। কোথায় নিয়ে যাবেন? কেবল তোতা পাখির মতো বলতে থাকে। এর অর্থ না জেনেই বলতে থাকে। আরে, ওঁনাকে তো গড ফাদার বলা, ফাদার মানে হল প্রপাটি। আর কাউকেই ফাদার বলা যায় না। বিষ্ণু এবং শংকরকেও ফাদার বলা যাবে না। তাহলে অন্য কাউকে কী করে বলা যাবে। সবাই ভাবে যে গড ফাদার হলেন নিরাকারীই। আত্মা এই শরীরে এসে আত্মান করে - ও গড ফাদার। বাবা এসে দেহী - অভিমানী বানান। তোমরা বাবাকে বলে থাকো বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাও আর পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। শিববাবা আসেন - ভারতে পবিত্র মার্গ বানাতে।

বাবা বলেন তোমরা প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, পবিত্র ছিলে। তাই তো তোমরাই চাও যে আমরা পবিত্র হব। স্বর্গকে স্মরণ করো। বৈকুন্ঠ বললে কৃষ্ণের কথা মনে আসে। এটা বোঝে না যে প্রবৃত্তি মার্গের মহারাজ মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করো। মানুষ এখন চায় শান্তি। এটা তো সমগ্র দুনিয়ারই প্রশ্ন। তার জবাবদারী হল বাবার উপরে। যখন ভারত নরক হয়ে যায় তখন তাকে স্বর্গ বানাতে বাবাকেই আসতে হয়। নরক আবার কে বানায়? কখন বানায়? সেটা কেউই জানে না। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানাই। সুইট ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যাই, তারপর আবার তোমাদেরকে সুইট বাদশাহীতে পাঠিয়ে দিই। এমন বাবার কাছে রাতদিন পড়াশোনা করে স্বর্গের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। বাস্তবে রাতদিন কোথাও পড়ানো হয় না। বাবা বলেন সকালে এবং রাতে এক ঘন্টা রেগুলার পড়ো। সকালে তো সময় সবাই পাও। এক সেকেন্ডেরই তো ব্যাপার। কেবল বাবা আর বর্সাকেই তো স্মরণ করতে হবে। তাও তোমরা ভুলে যাও। তাও বলে বাবা আমরা কি করব - স্মরণ করাও তো কত সহজ। সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও কত সহজ। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, তোমাদের পুণ্যের দুনিয়ায় যেতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ ব্যবহারে যারা থাকে তাদের জন্যও খুব সহজ। তো বাবা বাম্বাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করেন। অমুকের চিঠি তো কখনো আসেনা, কি হল তার? অথবা যখন সামনে আসে তখন জিজ্ঞাসা করি - কি বেহশ হয়ে যাওনি তো? বাবার সাথে ততো ভালোবাসা নেই যতটা যে পয়সা রোজগার করে তার প্রতি চলে যায়। বাবাকে সমাচার

দেওয়া উচিত যে, বাবা আমি বিজয়ী হয়েছি, আমি খুব খুশি। অন্যদেরও বাবার পরিচয় দিতে থাকে। বাবা রোজ মুরলীতে স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়ে থাকেন। বাকি প্রত্যেকের নাম তো লেখা সম্ভব নয়, তো বাচ্চাদেরও নিজেদের সমাচার বাবাকে দেওয়া উচিত।

এই সময় সমগ্র দুনিয়ার মুখে কালো হয়ে গেছে। তাকে বাবা এসে গোরা বানান। বাবা ভারতের মুখ ঘুরিয়ে দেন। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচা বানান। তিনি কেমন জাদুকর! যে স্বর্গের বাগিচায় ভারতই থাকে। সেখানে এটা জানা থাকে না যে আমাদের পরে আর কারা কারা আসবে। তারা মনে করে কেবল আমরাই হলাম বিশ্বের মালিক। সত্যযুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ আল্লাহ। এরপর তাকে জঙ্গল কোনো গড বানান না। সেটা তো রাবণ বানায়। রাবণ হল পুরানো শত্রু, যাকে কেউই জানে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তুমি কার সন্তান? বাবা আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, শিববাবার পৌত্র। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা বলেন মনে রেখ, ভুলো না। বাচ্চারা বলে বাবা মাঝে মাঝেই ভুলে যাই। আরে যে তোমাদের নরকবাসী বানায় তাকে মনে রাখ আর যিনি স্বর্গবাসী বানান, সেই বাবাকেই ভুলে যাও? বাবাকে না ভুললে বর্সাকেও ভুলবেন না। এই সময় তো বাবা বললেই বাবা হাজির হয়ে যান। বলাও হয় হাজিরাহজুর.... তাও আবার গুপ্ত। এমন বলবে না যে আমরা ঔনাকে দেখি। আত্মা গুপ্ত তো বাবাও গুপ্ত। আত্মা শরীরে এসে কথা বলে, আমারও শরীর চাই। নইলে আসব কীভাবে? গর্ভে প্রবেশ করলে গর্ভ জেলে আসতে হবে। আমি গর্ভ জেলে কেন যাব? আমি এমন কি অপরাধ করেছি? গর্ভ মহল তো হয় স্বর্গে। আমি স্বর্গে এসে কি করব? স্বর্গের মালিক তো আমি বাচ্চারা তোমাদেরকেই আমি বানাই। এখানে সামনে বসে শুনতে সকলেরই বেশ ভালো লাগে। এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলে যায়। ২১ জন্মের রাজত্ব নেওয়া আর সাধারণ প্রজাতে পদ পাওয়া অনেক প্রভেদ হয়ে যায় না! ভীলরা শুকনো রুটি (রোটলা) খায় আর বিত্তবান ভালো ভালো খাবার খায়, সামাজিক মর্যাদার প্রভেদ তো আছে। কিন্তু দুঃখী তো উভয়েই হয়। স্বর্গে আবার সবাই সুখী হয়, তবে তা অবশ্যই পদমর্যাদা অনুযায়ী। আমাদেরকে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে। মাঝ্মা - বাবাকে ফলো করতে হবে। এই সময় শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। তাই মাতা - পিতাকে ফলো করতে হয়। মাতা - পিতা তো সাকারে চাই। শিববাবাকে তো পুরুষার্থ করতে হবে না। মাঝ্মা - বাবা পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য নিয়ে থাকেন। তারপর যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা রাজসিংহাসনে বসে। ৮ জন পাশ উইথ অনার হন। তার মধ্যে আসা উচিত। তার মধ্যে না আসতে পার তো ১০৮ এ এসো। মার্জিন তো ১৬ হাজার ১০৮ এরই। ১৬ হাজার ১০৮ এর অনেক বড় মালা হয়। সেই মালাই বসে টানে (জপ করে)। এখানে মালা জপ করবার কোনো ব্যাপার নেই। বাবা তো বলেন ফলো ফাদার করো। এই বুড়ো ব্রহ্মা এই পাঠ পড়ে পাশ করে নম্বর ওয়ান হয়ে যায়। মাঝ্মা ইয়ং হয়েও নম্বর ওয়ানে যায়। তবে তোমরা কেন পুরুষার্থ করো না? কেন ভুল করো? বাবাকেও পত্র লেখ না, স্মরণও করো না। প্রতিজ্ঞাও করে যায়, কিন্তু বাইরে গেলেই শেষ। আমি তো বলেও থাকি - তোমরা বাইরে গেলেই ভুলে যাবে। বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা ভুলব না। তারপর আবার ভুলে যায়। অবাক ব্যাপার তাই না! এটা হল একেবারে নতুন ধরনের পড়া যা কোনো শাস্ত্রতেই নেই। কেউ বুঝতেই পারবে না। এখন বাবা দৃষ্টি দিয়েছেন - এই অন্তিম জন্মে। বাবাও (ব্রহ্মা) বলেন - আমি তো গীতাও পড়তাম। নারায়ণের পূজাও করতাম। গদিতেও (দোকানে) নারায়ণের চিত্র রাখতাম। লক্ষ্মীকে কীভাবে মুক্ত করে দিয়েছিলাম (নারায়ণের পদ সেবা থেকে)। দুনিয়ার মানুষ জনেদের সাথে অনেক বুদ্ধি করে

চলতে হবে। তোমরাও গুপ্ত ভাবে বাবার পরিচয় দিতে থাক যে বাবাকে আর স্বর্গের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। দেবী দেবতারা হলেন স্বর্গের, সেইজন্য লক্ষ্মী-নারায়ণের এমন চিত্র বানিয়েছি। প্রথমে ত্রিমূর্তি বানানো হয়নি, কারণ ব্রহ্মাকে দেখে লোকেরা ক্ষেপে যায়। কিন্তু ব্রহ্মা ছাড়া কাজ কীভাবে হবে? বি. কে. বাবাকে যদি না-ই দেখে তবে কাজ কি করে চলবে? বাবা বলেন গীতাতে লেখা আছে - মনমনাভব, মধ্যাজী ভব। মুক্তি হোক বা জীবন মুক্তি - একমাত্র আমিই দিতে পারি, আর কেউ দিতে পারে না। এ হল গভীর ভাবে বোঝার বিষয়। অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন অবশ্যই করতে হবে। দিনের বেলায় কাজ করো, কিন্তু অমৃতবেলা ৪ টে থেকে ৫টা বসে স্মরণ করো, তবে খুবই সুখদ অনুভব হবে। বাবা সুইট হোম থেকে আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে পড়াতে আসেন, তারপর চলে যান। বলেন - "আমাকে স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে। যখন খাটি সোনা হয়ে যাবে তখন পাস উইথ অনার হবে। উঁচু পদ যদি পেতে চাও তবে পুরুষার্থের দ্বারা কি না হতে পারে। বাবা তাও বলেন - এই ঈশ্বরীয় শৈশব কালকে ভুলে যেও না। এমন বাবাকে প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করা উচিত। স্মরণের দ্বারাই তোমরা কাঙ্ক্ষন হয়ে ওঠো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনো রকমের ভুল হওয়া উচিত নয়। একজন অপর জনকে সাবধান করে, বাবাকে স্মরণ করবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে উল্লসিত লাভ করতে হবে। নিজের ঈশ্বরীয় শৈশব ভোলা উচিত নয়।

২) মাতা - পিতাকে ফলো করতে হবে। মায়ার তুফানকে ভয় পেও না। অমৃতবেলায় বাবার স্মরণে বসে সুখের অনুভব করতে হবে।

বরদান : - দূঢ় সংকল্প রূপী ব্রত দ্বারা নিজের বৃত্তি গুলিকে পরিবর্তন কারী মহান আত্মা ভব

মহান আত্মা হওয়ার আধার হল - "পবিত্রতার ব্রতকে প্রতিজ্ঞার রূপে ধারণ করা"। যে কোনও প্রকারের দূঢ় সংকল্পের ব্রত নেওয়া অর্থাৎ নিজের বৃত্তিকে পরিবর্তন করা। দূঢ় ব্রত বৃত্তিকে বদলে দেয়। ব্রতের অর্থ হল মনে সংকল্প নেওয়া এবং স্থূল ভাবে সে সব তার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা। তোমরা সবাই পবিত্রতার ব্রত নিয়েছ আর বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ। সকল আত্মাদের প্রতি আত্মা আত্মা ভাই - ভাই এর বৃত্তির দ্বারা মহান আত্মা হয়ে গেলে।

স্লোগান : - নিজের পবিত্র ভাইব্রেশন এর উজ্জ্বলতা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই হল রিয়েল ডায়মন্ড হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে দুঃখ দেওয়া, যা কেবল ভূত বা অসুরদেরই কাজ। তাই তোমরা মনুষ্য আত্মারা কাউকেই কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেবে না। রামরাজ্যে আদৌ রাবণের মতন ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, অসুরেরা থাকেই না।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কি এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতেও তোমরা মোটেই হতবুদ্ধি হয়ে না পড়ে নিজেকে হাসি-খুশীতেই রাখতে পারো ?

উত্তর :- কোনও অসুখ-বিসুখ, রোগ-ভোগ হলেও তাতে হতবুদ্ধি হয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। নিজেকে যদি দেহ-অভিমাণে জড়িয়ে রাখো, কেবলমাত্র আত্মা ভাবতে না পারো, তবে তো সারাদিন দেহের প্রতিই লক্ষ্য থাকবে, ফলে নিজেকে প্রায় মৃতবৎ মনে হবে। তাই বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে (পরমাত্মার সাথে) যোগযুক্ত রাখতে পারলে, দেহের ব্যাথা-যন্ত্রনা অনেক কম অনুভূত হবে। এছাড়া যোগবলের দ্বারা রোগগুলির উপশমও হয়। ফলে নিজেও খুশীতে থাকতে পারবে। যেমন, কথায় আছে না - "আপনী ঘোট তো নেশা চড়ে।" (অর্থাৎ নিজের বিশেষত্বকে যত মনে করবে, ততই আনন্দে থাকতে পারবে। সেই বিশেষত্বকে বুদ্ধিতে যত বেশী মনন-চিন্তন করবে, ততই আনন্দ পাবে।) এই ভাবেই কর্ম-ভোগকেও দূর করতে হবে যোগের দ্বারা।

গীত :- (ওগো অলস মানুষেরা) তোমরা রাত অতিবাহিত করলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর দিন কাটালে কেবল খেয়ে-দেয়ে।

ওঁ শান্তি! এসব কথা শাস্ত্র-পুঁথিতেও তো আছে। যা একে অপরকে তা বুঝিয়েও থাকে। তবুও লোকেরা সময়ের অপচয় করা থেকে বিরত থাকে না। কত গুরুই তো কত মতামত দেয়। নামকরা ভক্তরাও গুহায় বসে, নিজেদের হাত গো-মুখ কাপড়ে (জপের মালা যে কাপড়ের খলেতে রেখে জপ করা হয় তাকে ভক্তরা গো-মুখ বলে) মালা জপতে থাকে। যা ভক্তির এক ধরনের রীতি-রেওয়াজ। কিন্তু বাবা জানাচ্ছেন, এসব রীতি-রেওয়াজ ছাড়ে। আত্মার কর্তব্য কেবলমাত্র তার পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করা। যার জন্য মালা জপার প্রয়োজন পড়ে না। সর্বোত্তম গীত হলো শিবায়ঃ নমঃ। এই গীতের মর্মার্থেই আছে, এই পরমাত্মাই যেমন মাতার রূপ, তেমনি উনিই আবার পিতারও রূপে। তাই তো এই পরমাত্মা ভগবানকেই বলা হয় রচয়িতা। --কিন্তু উনি কি রচনা করেন ? লোকেরা তো ভেবে থাকে উনি কেবল নতুন দুনিয়ার রচনাই করেন। তাই সেই অনুসারেই গীতও রচনা করেছে, "তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি।" কিন্তু তা কেবল তারা গেয়েই থাকে। এর মর্মার্থ বোঝে না কিছুই। যাই হোক, ঈশ্বরের অর্থ এসে দাঁড়ালো পিতা। পিতা যখন আছে, সেক্ষেত্রে মাতা-ও তো থাকা আবশ্যিক। যেহেতু মাতা ছাড়া তো কোনও কিছু সৃষ্টিই হবে না। যদিও সেটা তারাও বোঝে। কেবল এটাই তারা জানে না যে, কিভাবে সেই রচনা রচিত হয়। যদিও তা মাতা-বলা হয়, কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা আবার নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কই এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার বিকারী সম্পর্কের দৃষ্টিও আসতে পারে না। অবশ্য যখন তা আত্মা স্বরূপে চলে আসে, তখন সেক্ষেত্রে যেমন পবিত্র-অপবিত্রতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তেমনি ভাই-বোন সম্পর্কেরও কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ফলে তখন তা ভাই-ভাই সম্পর্কেই এসে দাঁড়ায়। কি সুন্দর ভাবে এই পয়েন্টের উপর বোঝানো হলো। কিন্তু মায়া এমনই যে, তৎসঙ্গেও সে ফট করে আত্মাদের গাড্রাতেই ফেলে দেয়। যেমন বড় কোনও

ঝড়-বৃষ্ণ ঝড়-তুফানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বিশাল বট-বৃষ্ণই একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। হাজার ঝড়-তুফানেও কখনই ভূ-পতিত হয় না। এটা বোঝাতে সহজ হবে। আর তাই সবাই গেয়ে থাকে, "তুমি মাতা-পিতা" - যা অনেকদিন ধরেই গেয়ে আসছে এই অতীত দিনের ভক্তি-মার্গের গীত। মাতা-পিতাই তো সৃষ্টি রচনা করেন। আমরা যখন তারই সন্তান, সেক্ষেত্রে তো আমাদের ভাগ্যে পরম-সুখই প্রাপ্য। কিন্তু এটাই স্পষ্টরূপে সেভাবে কেউ জানে না যে, উনি যেমন আমাদের মাতা-পিতা, তেমনি শিক্ষকও আবার সদগুরুও বটে। তাই তো লোকেরা এমন ভাবে ওনার মহিমা করে, "তুমিই মাতা-পিতা।" অতএব তোমরা সেক্ষেত্রে তো ভাই-বোন সম্পর্কেরই হয়ে গেলে। তবে আবার তোমরা বিকার কার্যে লিপ্ত হও কি প্রকারে ? একবার ওনার সন্তান হবার পর, সবকিছুই তো জানতে পারো তোমরা। তোমরা বি.কে.-রা যদিও ঘর-গৃহস্থেই থাকো, কিন্তু স্মরণ তো কেবল এক ও একমাত্র শিব বাবাকেই করো।

তোমরা ব্রহ্মাবাবার সন্তানেরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। তাই তো তোমাদের বলা হয়, ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা বি.কে.-রা ব্রহ্মার রচনা। তোমাদের মাতা-পিতাই তোমাদের সুখের ব্যবস্থা করেন। সেই অপার সুখ পাবার লক্ষ্যেই তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষা নিচ্ছ এখন। কিন্তু সেই পরম স্বর্গ-সুখ, যা সত্যযুগে পাওয়া যায়। যেখানে কেবল সুখ আর সুখ। একমাত্র এই বাবা যে স্বর্গের রচনা করেন। সেখানে কেবলই সুখ আর অটল সুখ। যখন তোমরা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাও, একমাত্র তখনই সুখ-সাগরে যাবার এই শিক্ষা পাওয়া যায়। তখনই সেই মাতা-পিতা এসে সুখ-সাগরের দিশা দেখান। যেমন এডম আর ইভের সেই বিখ্যাত কাহিনী। তারাও কিন্তু ঈশ্বরেরই সন্তান। তবে ভগবান কে ? বর্তমানের এই দুনিয়া তো ভূত-পেল্লী, দত্ব-দানব, অসুরদের রাজ্য। তবুও লোকেরা তেমন ভাবে অনুভবে আনে না যে, রাবণ কি বিষম বস্তু। এই বিকারের ভূত বর্তমানে সবার মধ্যেই আছে। যেহেতু বর্তমান জগৎ-টা তো চলছে রাবণের শাষণে। তাই এখানে কেবলমাত্র ক্রোধের ভূতই নয়, বিকার-ভূতের প্রভাবই বেশী। অর্থাৎ এখানে এখন সবাই বিকারের ভূতে আক্রান্ত। তাই তো কেউ কিছু ছাপাতে গেলে, বাবা তার প্রতি যথেষ্টই লক্ষ্য রাখেন, যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই যে আসুরী ভূতদেরই। বাচ্চারা, তোমাদেরও তেমনি অন্যদের বোঝাবার সময় যুক্তিগুলির প্রতিও সেভাবেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

তোমরা তো জানো, বাবা যে জ্ঞান দেন, তা সব ধর্মের লোকেদের জন্যই। বর্তমানে সবারই বুদ্ধিযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বাবার সাথে। বিকারী ভূতেরাই বাবার সাথে সেই বুদ্ধিযোগ লাগাতে দেয় না। উপরন্তু, সামান্য যেটুকুও বা কারও লাগে, তাও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই বাবা স্বয়ং এখন এসে সেইসব আগ্রহী বাচ্চাদেরকে এমন ভাবে তৈয়ারী করেন, যাতে অতি সহজেই সেই বিকাররূপী ভূতকে পরাজিত করতে পারে। আজকাল তো দুনিয়ায় আবার রিদ্ধি-সিদ্ধির লোকেদের রমরমা। তাদের ক্রিয়া-কলাপে তারাও এই দুনিয়ায় একে অপরকে দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে বিকারী-ভূতদের দুনিয়া। তাই কামরূপী বিকারের কারণেই একে অন্যকে শুরু থেকে শেষ (আদি-মধ্য-অন্ত) পর্যন্ত কেবল দুঃখই দিতে থাকে। এই একে অপরকে দুঃখ দেওয়াটা- যা কেবল ভূতদেরই কাজ। এই কাম-বিকারের ভূত, যা সত্যযুগে থাকে না। এই 'ভূত' শব্দের প্রচলন শুরু হয়েছে বাইবেলের যুগ থেকে। ভূত অর্থে রাবণ। রামরাজ্যে ভূতের কোনও অস্তিত্বই নেই। সেখানে কেবলই আনন্দের জয়-জয়কার ধ্বনির আওয়াজ। তা যে অপার সুখের রাজ্য। "শিবায়ঃ নমঃ" - এই গীতও কিন্তু খুবই সুন্দর। প্রকৃত অর্থে এই শিববাবাই সবার মাতা-পিতা। ব্রহ্মা-বিশ্ব-

শংকরকে কিন্তু মাতা-পিতা বলা চলে না। কেবলমাত্র এক শিব-কেই প্রকৃত বাবা বা পিতা বলা চলে। আর এডম্ ও ইভের পার্টধারী অর্থাৎ ব্রহ্মা-সরস্বতী, ওনারা তো এই দুনিয়াতেই জন্ম নেন। তারাও তো সেই শিববাবার নিকটেই - "ও ঈশ্বরীয় পিতা" - এমনই বলে প্রার্থনা করেন। এই ভারতবর্ষই সেই মাতা-পিতার জন্মভূমি। ওনাদের জন্ম এই ভারতেই। তাই সবাইকে বোঝাতে হবে, তোমরা যে মাতা-পিতার বন্দনা করো, প্রকৃত অর্থে তারা কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ও তোমাদের এবং ব্রহ্মার সাথেও পবিত্র ভাই-বোন সম্পর্কের। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা স্বয়ং তোমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। তাই তো এত বিশাল সংখ্যক ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হতে পেরেছে তোমরা। প্রকৃত অর্থে নেপথ্যে শিববাবাই কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের দত্তক করান। যেহেতু এই নিমিত্ত ব্রহ্মার সাহায্যেই যে আবার নতুন দুনিয়ার রচনা হবে। বোঝাবার জন্য এমন অনেক যুক্তিই আছে। কিন্তু সেসব সম্পূর্ণরূপে তোমরা বোঝাতে পারো না। যেমন, বাবা তো অনেক বারই তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন - এই "শিবায়াঃ নমঃ" গীত বাজিয়ে সর্বত্রই এর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বোঝাও। কি করে উনি আমাদের যেমন মাতার-স্বরূপ তেমনি আবার পিতা-স্বরূপও, ফলে তোমরা ওনারও সন্তান-স্বরূপ। এখানে বসে বসে বাবা বাচ্চাদেরকে এসব কথাই বোঝাতে থাকেন। পূর্বেও (গত কল্পেও) এভাবেই ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপিত হয়েছিলো। যেহেতু এখন কলিযুগের অন্তিম-ষ্কণ, তাই আবারও সেই নতুন দুনিয়া স্থাপনার কাজ চলছে। এই ধারণা তোমাদের বুদ্ধিতে খুব সুন্দর ভাবে ধারণ করতে হবে। এই জ্ঞানও অতি সহজ ও সরল।

মায়ার তুফান তোমাদেরকে বাবার সাথে যোগে একাগ্র হতে দেয় না। তোমাদের বুদ্ধি কেবলই এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। তা না হলে অন্যদেরকে খুব ভালভাবে বোঝাতে অনেক সহজ কাজ হতো তোমাদের। সর্বাগ্রে বোঝাতে হবে রচয়িতা কেবলমাত্র একজনই - যাকে সবাই বাবা বলেই জানি। যিনি নিরাকার, জন্ম-মৃত্যু রহিত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের সূক্ষ্ম দেহ আছে। ৮৪-জন্মের ভোগ কেবল মানুষদেরই হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বতনে যারা থাকে, তাদের সেই ভোগ ভুগতে হয় না। তোমরা এও জানো যে, তোমরা এই মাতা-পিতার নতুন বাচ্চারা, যাদের এই (ব্রহ্মা) বাবা দত্তক নিয়েছেন। তাই তো ব্রহ্মার এত অসংখ্য বাছ দেখানো হয়। অন্যেরা এসবের প্রকৃত অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। কারণ যেসব চিত্র ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তা সবই তো অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের মস্তিষ্ক প্রসূত। যদিও তা অবশ্য অবিদ্যার ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। পূর্বের অর্ধকল্প ছিল জ্ঞান-মার্গ বা ব্রহ্মার দিন, আর তার পরের অর্ধকল্প হয় অন্ধকারময় ভক্তি-মার্গের, যা এখনও চলছে। একমাত্র এই বাবা এসেই তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দেন। যা সর্বদাই তোমাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত। যেমন বলা হয়ে থাকে - "আপনী ঘোট তো নেশা চড়ে" (নিজের বিশেষতা-গুলিকে যত স্মরণ করতে থাকবে, ততই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে, নিজের বুদ্ধিতে যতই তা মনন-চিন্তন করতে থাকবে ততই তাতে নেশা আরও বাড়তে থাকবে।) তবে বুদ্ধিকে বাবার সাথে যোগে রাখতে হবে। কিন্তু এখানেও অনেকেরই বুদ্ধিযোগ এদিক-ওদিক ফেঁসে আছে। পুরোনো দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিদের সাথে দেহ-অভিমাণে ফেঁসে আছে অনেকেই। তাই তো সামান্য অসুখ-বিসুখ হলেই, যেন মরে গেলো, এমন ভাবই করে অনেকেই। আরে, যোগে থাকলে তো তোমাদের ব্যাথা-যন্ত্রনাও কম হয়ে যাবে। যোগে থাকতে না পারলে, রোগ কমবেই বা কি প্রকারে? একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই যে মাতা-পিতা, পূর্বে এনারাই সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন, এখন আবার এনারাই সবার আগে পতিত হয়েছেন। ওনাদেরকেও নিজের নিজের কর্মফলের ভোগ যথেষ্টই ভুগতে হয় ওনাদেরও। কিন্তু, যেহেতু ওনারা যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারেন, তাই ওনাদের রোগ-শোক, অসুখ-বিসুখ সবই দূর হয়ে যায়।

তা না হলে, হিসেব মতন ওনাদের রোগ-ভোগ সব চাইতে বেশী। কিন্তু যোগবলের সাহায্যে ওনাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়, ফলে ওনারা খুবই হাসি-খুশীতেই থাকতে পারেন।

এই বাবার থেকেই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের পরম সুখ পেয়ে থাকো। এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা রোগ-ভোগের কারণে একেবারেই কাতর হয়ে যায় বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সুস্থ যেন আর হতেই চায় না। তা দেখে অনায়াসে বোঝা যায় যে, সে দেহ-অভিमानে অবশ্যই ফেঁসে আছে। ফলে নিজেদেরকে আত্মা-স্বরূপ ভাবতেই পারে না। সারাদিন কেবল নিজের দেহের প্রতিই লক্ষ্য রাখে। এই ধরনের আত্মারাই মৃতবৎ-প্রায়। বাবা এসে এইসব আত্মাদের এমন ভাবে জ্ঞানের আলোয় জাগিয়ে তোলেন, ঠিক যেমন কারওকে কবর থেকে উঠিয়ে জ্যান্ত করে দেওয়া। এরপর তাকে আবার জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে চাঙ্গাও করে দেন। তোমাদেরকেও তেমনি জ্ঞানের বুলবুলি (পাখী) হতে হবে। এক্ষেত্রে ছোট-ছোট কুমারী-বাচ্চারাই বেশী প্রাণবন্ত! বাচ্চাদের চাল-চলনই বলে দেয় তাদের মাতা-পিতার সংস্কার। যেমন লোক-পরলোক-দেবলোক হয়, তেমনি লোকেরাও তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে, এইসব ছোট-ছোট কুমারী বি.কে.-রা মাতা-পিতাদেরও কি সুন্দর ভাবে জ্ঞানের ধারণা শোনাচ্ছে। বাস্তবে এইসব কুমারীরাই প্রকৃত মান-সম্মানের অধিকারী। তাই তো ভক্তি-মার্গের লোকেরাও কুমারী-পূজাও করে থাকে। শিব-শক্তি সেনা অর্থাৎ সবই কুমারী। যদিও তার মধ্যে মাতা-রাও আছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাকে তো নারী-শক্তিই বলা হয়। ব্যাপারটা একই। ছোটরাই বড়দের পরিচয় বহন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খুব সুশীল কন্যাও আছে। কিন্তু মোহ-ই তাদের সবকিছু ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোহ ব্যাপারটা এমনই খারাপ। যা একবার ধরলে মানুষকেও বান্দর-বান্দরী বানিয়ে ছাড়ে। তোমরা তো জানো, বান্দরীদের মধ্যে কি ভয়ানক মোহের আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর তা হয় মোহরূপী ভয়ানক বিকার রূপী ভূতের জন্য। বাবার কাছ থেকেও অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায় অনায়াসেই। ঠিক এই কারণেই তোমাদের উচিত মাতা-পিতাকে স্মরণ করা (ফলো করা)। লোকেরা মন্দিরে যে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি ও চিত্র দেখায়, বাস্তবে গীতাতে কিন্তু কৃষ্ণের সাথে রাধার নাম নেই কোথাও। কৃষ্ণের গুণা-গুণ মহিমা তো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। উনি (কৃষ্ণ) সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ। আবার পরমাত্মার গুণ ও মহিমা তাও সম্পূর্ণই পৃথক, কিন্তু যা সর্বাধিক উন্নত ও সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তো শিবের আরতী করার সময়, সেই বিশেষ মহিমাগুলির এত কীর্তন করা হয়। যদিও লোকেরা সেগুলির অর্থ বা মর্মার্থ কিছুই বোঝে না। আর এভাবেই বহুযুগ ধরে পূজা করতে করতে মানুষেরা এখন হাঁপিয়ে উঠেছে।

এখন তো তোমরা বুঝতেই পারছ, মাশ্বা-বাবা (ব্রহ্মা বাবা আর মাশ্বা) আর তোমরা ব্রাহ্মণেরাই সব চাইতে বেশী ভক্তি করেছো এবং পূজারীও প্রথমেই হয়েছো। এখন আবার সেই তোমরাই বি.কে.ব্রাহ্মণ হয়েছো। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তোমরাই সর্বোত্তম। কর্মভোগ তো সবাইকেই ভুগতে হয়। কিন্তু যোগবলের দ্বারা তাকে আবার দূরও করতে হবে। যার জন্য সর্বাগ্রে দরকার দেহ-অভিমান ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া - আর বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে খুব খুশীতে আর আনন্দে রাখা। মাতা-পিতার থেকেই তো আমরা পরম সুখ পেয়ে থাকি। শিববাবার জ্ঞান-সম্পদের আশীর্বাদী-বর্সাও পেয়ে থাকি (ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে)। (ব্রহ্মা বাবা বলছেন) - এই বাবা (শিববাবা) আমার শরীর রূপী রথকে আধার করেছেন। তাই এই রথের প্রতি শিববাবা অবশ্যই বিশেষ যত্নবান। ব্রহ্মাবাবা প্রথমদিকে ভাবতেন, তিনি আত্মা, আর এই শরীর রূপী রথকে উনি নিজেই ভরণ-পোষণ করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মাবাবাই এখন আবার বলছেন, ব্রহ্মার এই শরীরকে স্বয়ং

শিববাবা তার ভরণ-পোষণ করছেন। ব্যাপারটা এমন এসে দাঁড়ালো যে, উভয়েই উভয়ের ভরণ-পোষণ করছেন। শিববাবা আরও জানাচ্ছেন, "ব্রহ্মার অনেক জন্মের পরে এই অষ্টম জন্মে বাবা স্বয়ং ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন- যা ব্রহ্মা তার নিজের এই জন্ম-বৃত্তান্ত জানে না, অথচ আমি কিন্তু সবই জানি।" আর তাই তো তোমরা বাচ্চারাও ব্রহ্মার মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করে অন্যদেরকেও বলতে পারো, পূর্বের ন্যায় এখনও আবার শিববাবা স্বয়ং জ্ঞান-রত্নে ধনী বানাচ্ছেন তোমাদেরকে। এই ব্রহ্মার মাধ্যমেই শিববাবা ওনার আশীর্বাদী-বর্ষা দিচ্ছেন তার বাচ্চাদেরকে। যে আশীর্বাদী-বর্ষা সত্যযুগের জন্য। সত্যযুগে রাজা-প্রজা সবারই একই রকম অবস্থা। অতএব, তোমাদেরকেও সেভাবে পুরুষার্থ করে বাবার সেই সম্পত্তির অধিকার পুরোপুরি নিতে হবে। আর এখন যদি তা না নিতে পারো, তবে আগামীতে কল্প-কল্প ধরে বার বারই তার থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। আর কখনই কোনও সময় এত উচ্চ-পদাধিকারী হতে পারবে না। এটাই যে জন্ম-জন্মান্তরের শর্ত। অতএব নিজেরাই তা ভেবে নাও, কতটা নিষ্ঠা-সহকারে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। এক জন্মের এই জ্ঞানের পাঠ যে, কল্প-কল্প ধরে অনেক কল্পের জন্য। তাই তো এর প্রতি খুবই মনোযোগ দিতে হয়। সাত-দিনের প্রাথমিক পাঠ নেবার পর তারপরে মুরলী নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েও তা অধ্যয়ন করতে পারো। আমেরিকা বা অন্যত্র কোথাও যেতে হলে তা তো যাবেই, কিন্তু সেখানে গিয়েও তোমরা বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা অনায়াসেই পেতে পারো এই মুরলী অধ্যয়নের মাধ্যমে। কিন্তু সর্বাগ্রে শুরুর সাত-দিনের প্রাথমিক কোর্স-টা অবশ্যই মনের গভীরে ধারণ করতে হবে। খাওয়া-দাওয়াতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যা তোমরা সহজেই তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারো। যেমন, পাউরুটিতে মোরঝা, (জ্যাম/জেলী) ইত্যাদি লাগিয়েও খেতে পারো। ধীরে ধীরে ওটাই স্বভাবসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। এরপর অন্য কোনও কিছুই আর ভাল লাগবে না। তোমরা সবাই নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। যেহেতু তোমরা সবাই একই ব্রহ্মাবাবার সন্তান। অতএব তা তো ভাই-বোন সম্পর্কই হলো। সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেই ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলেই তো সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারবে। যদিও তা কোনও কঠিন ব্যাপার নয় মোটেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসাসহ সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের বুলবুলি হয়ে ধীরে-সুস্থে মিষ্টি মিষ্টি করে জ্ঞান শুনিয়ে সবাইকে তাদের অজ্ঞানতার কবর থেকে বের করে আনতে হবে। দৈবী মাতা-পিতার সন্তান হিসাবে নিজেকে প্রমাণ দিতে হবে।

২) নিজের সংস্কারের মধ্যে কোনও প্রকারের বিকারের ভূতকে প্রবেশ করতে দেওয়া চলবে না। মোহের ভূতও সর্বনাশ করে দেয়। এই কারণে মোহ-র ভূতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে। এক ও একমাত্র বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগে সংযুক্ত থাকতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে জীবন-মুক্ত অর্থাৎ দেবতা হওয়ার যোগ্য সর্ব-আকর্ষণ মুক্ত হও

বিস্তার :- এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই ব্রাহ্মণদের ফরিস্তা হতে হবে। ফরিস্তার অর্থ- যার এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো সংস্কার ও পুরানো দেহের প্রতি কোনই আকর্ষণ বা সম্বন্ধ-সম্পর্ক একেবারেই থাকে না। এই তিন থেকে মুক্ত থাকতে পারার জন্য ড্রামা অনুসারে প্রথমে মুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা ও তারপরে জীবন-মুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা লাভ হয়। অতএব, ফরিস্তা অর্থাৎ মুক্ত এবং মুক্ত ফরিস্তাই জীবনমুক্ত হয়ে দেবতা হয়। যখন এই প্রকারের ব্রাহ্মণ, যে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ফরিস্তা হয়, সেই দেবতা হতে পারে। তখন প্রকৃতিও মনে-প্রাণে হৃদয় আর ভালবাসা দিয়ে তার সেবা করে।

স্লোগান :- নিজের সংস্কারগুলিকে সহজ-সরল করে নিলে সব কার্যই সহজ-সরল হয়ে যায়।